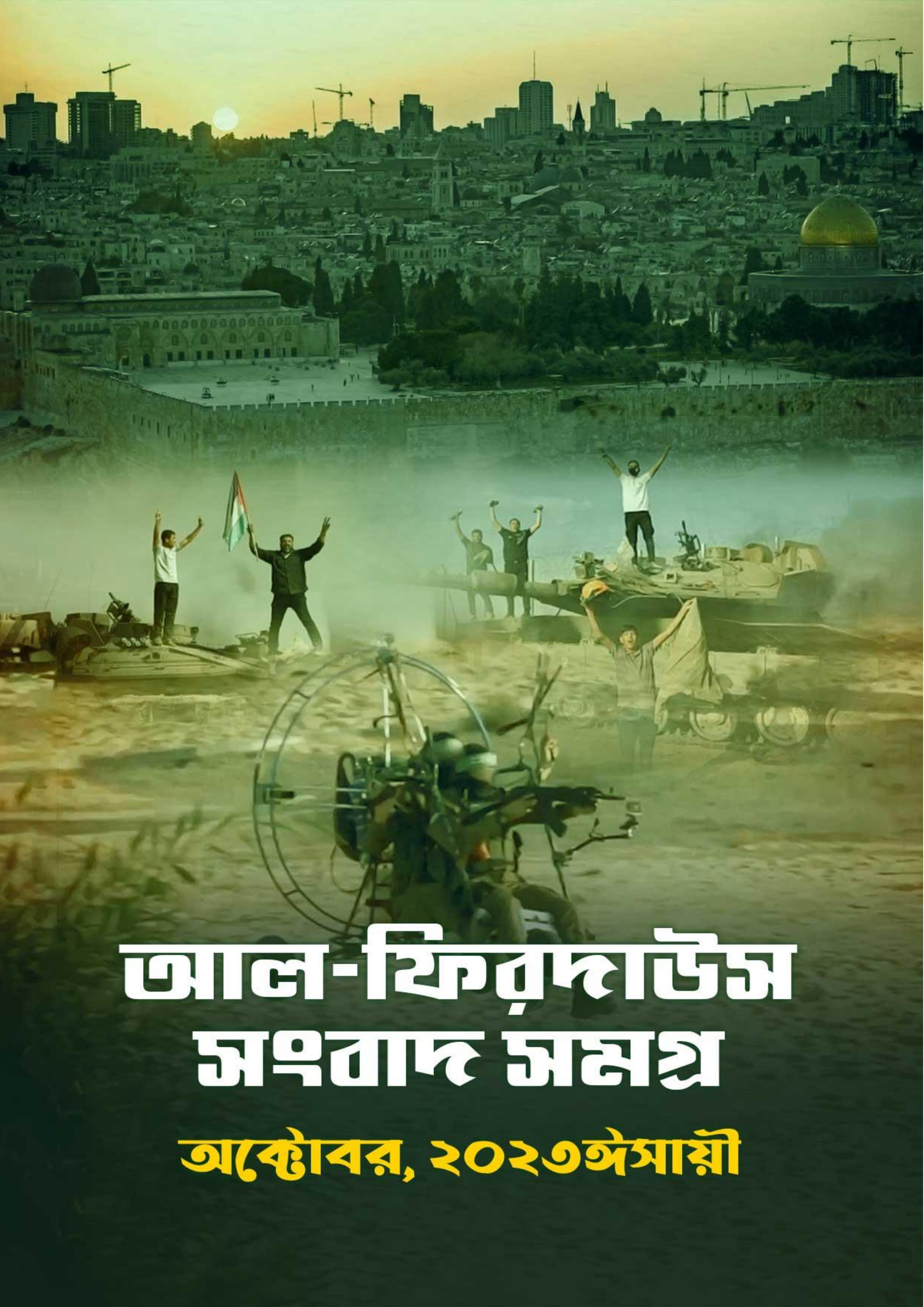

আল-ফিরদাউস
সংবাদ সমগ্র
অক্টোবর, ২০২৩ঈসায়ী

আল-ফিরদাউস

সংবাদ সমগ্র

অক্টোবর, ২০২৩ঈসায়ী

****



সূচিপত্র

৩১শে অক্টোবর, ২০২৩

দক্ষিণ সোমালিয়ায় আবারো মার্কিন বিমান হামলা, মা ও শিশু নিহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে আমেরিকার নেতৃত্বাধীন দখলদার ক্রুসেডার শক্তিগুলোর বিমান হামলা অব্যাহত রয়েছে। ফলে বেসামরিক জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সংঘটিত হচ্ছে।

গত ৯ রবিউস সানি মোতাবেক ২৫ অক্টোবর রাতে, আমেরিকান বিমান দক্ষিণ সোমালিয়ার যুবা রাজ্যের বুয়ালি (بوالي) শহরে একাধিক স্থানে বোমা হামলা চালিয়েছে। উক্ত হামলায় এক শিশু এবং তার মায়ের মৃত্যু হয়েছে, আহত হয়েছে অপর এক শিশু।

হামলায় ধ্বংস হয়েছে শিশুদের একটি স্কুল ও বেসামরিক নাগরিকদের বাড়িঘর। মার্কিন বিমান হামলায় আহত হয়েছে একটি গরুও।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সির প্রকাশিত বোমা হামলা পরবর্তী ছবিগুলোতে ধ্বংসপ্রাপ্ত স্কুল, সাধারণ মানুষের বাড়িঘর এবং মৃত শিশু ও তার মায়ের লাশ দেখানো হয়েছে।

সাম্প্রতিক মাসগুলোতে শরিয়া শাসিত সোমালিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে আমেরিকা ও কেনিয়ার বিমান হামলার কারণে বেসামরিক জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। গাজায় ইসরায়েলের আগ্রাসি হামলায় সমর্থন দিচ্ছে আমেরিকা, একই সাথে প্রায় ইজরায়েলের মতো করেই তারা নির্বিচারে বোমা হামলা করছে সোমালিয়ার সাধারণ জনগণের উপর।

এই নৃশংস যুদ্ধনীতি স্থানীয় জনগণকে দখলদার শক্তির আগ্রাসী রূপের ব্যাপারে স্পষ্ট করছে এবং তাদের প্রতিহত করার ব্যাপারে আগ্রহী করে তুলছে। আর আমেরিকা যে সাপের মাথা, তা সবার সামনে স্পষ্ট হচ্ছে।

৩০শে অক্টোবর, ২০২৩

ইসরায়েলি আগ্রাসনে গাজায় নিহত ৮ হাজার ছাড়িয়েছে

অবরুদ্ধ গাজায় ইসরায়েলি বাহিনী নির্বিচারে মুসলিম গণহত্যা চালিয়েই যাচ্ছে। গত ২৪ দিন ধরে চলা ইসরায়েলি হামলায় এখন পর্যন্ত ফিলিস্তিনে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৮ হাজার ৬৯ জনে দাঁড়িয়েছে। এছাড়াও আহত হয়েছে অন্তত ২০ হাজার ২৪২ জন। নিহতদের মধ্যে ৩,৫৯৫ জনই শিশু, ১,৮০০ নারী এবং ৩৯৭ জন বৃদ্ধা রয়েছেন।

গত সোমবার (৩০ অক্টোবর) ফিলিস্তিনি গণমাধ্যম ও আল জাজিরার প্রতিবেদনে এসব তথ্য উল্লেখ্য করা হয়েছে। সূত্রমতে, ২০১৯ সাল থেকে এখন পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে যুদ্ধ-সংঘাতে যত শিশু নিহত হয়েছে গাজায় মাত্র তিন সপ্তাহে এর চেয়ে বেশি ফিলিস্তিনি শিশুকে খুন করেছে ইসরায়েলি বাহিনী।

গত ২৯ অক্টোবর রাতে ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় হতাহত শিশুদের একাংশ। https://twitter.com/Timesofgaza/status/1718907654741872940

প্রতি মূহুর্তে ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছে ফিলিস্তিন। ইসরায়েলি বাহিনী এখন পর্যন্ত গাজায় ৪৭ টি মসজিদ ও ৭টি গির্জা ধ্বসিয়ে দিয়েছে। পাশাপাশি ২০৩টি স্কুল ও ৮০টি সরকারি অফিসও সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছে। এছাড়াও, নির্বিচারে বোমা হামলার কারণে ২ লাখ ২০ হাজার আবাসিক ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে ৩২ হাজার ভবন সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

ইসরায়েলি আগ্রাসনের তীব্রতায় গাজায় বন্ধ হয়ে গেছে ইন্টারনেট এবং মোবাইল যোগাযোগ পরিষেবা। এমন পরিস্থিতিতে গত কয়েকদিন ধরে গাজায় স্থল অভিযান চালাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। ট্যাংক, সাজোয়া যান নিয়ে ইসরায়েলি বাহিনী গাজার রাস্তা-ঘাটে চালাচ্ছে হামলা। সামনে যা পাচ্ছে তাই গুড়িয়ে দিচ্ছে তারা। একদিনে ছয় শতাধিক হামলা চালানোর কথা নিজেরাই শিকার করেছে ইসরায়েলি বাহিনী।

তবে কাসসাম ব্রিগেডের মুজাহিদরাও ইসরায়েলি বাহিনীর মোকাবেলায় তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। এতে বেশ কয়েকটি ফ্রন্টে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী।

এর মধ্যেই আজ (৩০ অক্টোবর) গাজার অন্যতম প্রধান হাসপাতাল আল কুদস থেকে সবাইকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ইসরায়েল। হাসপাতালটিতে যেকোনো মুহূর্তে বোমা হামলা চালাবে ইসরায়েলি বাহিনী। ইতোমধ্যেই হাসপাতালটির আশপাশে ব্যাপক হারে বিমান হামলা চালিয়ে যাচ্ছে তারা। রেড ক্রিসেন্ট জানিয়েছে হাসপাতালটিতে চিকিৎসাধীন আছেন শত শত ফিলিস্তিনি। তাদেরকে এই মুহূর্তে এখান থেকে সরিয়ে নেয়া কোনো ভাবেই সম্ভব নয়।

অন্যদিকে পশ্চিম তীরেও থেমে নেই ইসরায়েলি বাহিনীর আগ্রাসন। অধিকৃত পশ্চিম তীরে প্রতিদিনই চলছে ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরাইয়েলি বাহিনীর সামরিক অভিযান ও জায়নবাদী ইহুদিদের সম্মিলিত হামলা। ফলে পশ্চিম তীরে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১১২ জনে দাঁড়িয়েছে। আহত হয়েছেন আরও ১,৯০০ জন।

গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর আগ্রাসনের ফলে মানবিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে খাবার, পানি ও বিদ্যুৎ নেই বেশ কয়েক দিন ধরেই। ভেঙে পড়েছে সব ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা। এ সংকট মোকাবেলায় পশ্চিমা বিশ্বের তাঁবেদার জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গাজায় যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাশ হয়েছিল। কিন্তু ইসরায়েল কোনো তোয়াক্কা না করে তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে।

উল্টো গাজায় আরও তীব্র ও সর্বাত্মক হামলা চালানোর ঘোষণা দিয়েছে ইসরায়েল। পশ্চিমা বিশ্বও ইসরায়েলকে এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পূর্ণ সহযোগিতা করে আসছে। কিন্তু মুসলিম বিশ্বকে এখনো ফিলিস্তিনিদের পক্ষে মৌখিক বিবৃতি ও ত্রাণ সহযোগিতা ছাড়া কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি।

তথ্যসূত্র:

------

1. LIVE UPDATES- https://tinyurl.com/68z8c28r

2. The Take: With communications cut off, Gaza goes dark amid Israeli attacks - https://tinyurl.com/4f4j69wm

3. UPDATE - https://tinyurl.com/2sjjaa64

4. The Take: Israel's ground war on Gaza begins - https://tinyurl.com/26sd8rjt

5. জাতিসংঘের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ইসরাইলের -https://tinyurl.com/5h6m3f55

মোগাদিশুতে শাবাবের ইস্তেশাদি অভিযানে নিহত ৪৯ মিলিশিয়া

সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর উপকণ্ঠে একটি শত্রুঘাঁটিতে ইস্তেশহাদি অপারেশন পরিচালনা করেছে আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা খ্যাত ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আশ-শাবাব।

সূত্রমতে, গত ৫ রবিউসসানি মোতাবেক ২১ অক্টোবর শত্রুর উপর শাবাব মুজাহিদিন তীব্র এই আঘাতটি হানেন। রাজধানী মোগাদিশুর উপকণ্ঠে আলিহাসা অঞ্চলে অবস্থিত একটি সেনাঘাঁটিতে ঐ অভিযানটি চালান আশ-শাবাবের একজন ইস্তেশহাদী মুজাহিদ। বোমা বিস্ফোরণে ঘটনাস্থলেই সোমালি সরকারী মিলিশিয়াদের কমপক্ষে ৪৯ সদস্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরও কয়েক ডজন।

জানা যায়, উক্ত ঘাঁটিটিতে সংযুক্ত আরব আমিরাতের ভাড়াটে মিলিশিয়ারা অবস্থান করছিল, হতাহতের ঘটনা তাদের মধ্যেই বেশি ছিল। তাছাড়া ঘাঁটিটিকে গোয়েন্দা কাজেও ব্যবহার করতো তারা।

অপারেশনে মিলিটারি বেসটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় এবং এতে থাকা সমস্ত স্থাপনা, অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ধ্বংসপ্রাপ্ত ভবনগুলোর অবস্থাই নির্দেশ করছে যে, ইস্তেশহাদী আক্রমণটি কতোটা তীব্র ও শক্তিশালী ছিল।

উক্ত অভিযান পরবর্তী ঘাঁটিটির কিছু ছবি আমরা পাঠকবৃন্দের জন্য উপস্থাপন করছি –

সকল ছবি একত্রে – https://files.fm/u/pnbnjdhp99

https://alfirdaws.org/2023/10/30/64984/

২৯শে অক্টোবর, ২০২৩

আফগান তেলের বাজারে মাফিয়া চক্রের প্রভাব কমেছে ৮০ ভাগ

আফগানিস্তানে নিম্ন-মানের তেল আমদানিতে জড়িত মাফিয়া চক্রের কার্যক্রম ৮০ শতাংশ বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান। নিম্নমানের তেল চোরাচালান পুরোপুরি বন্ধ করার কার্যক্রম চলছে বলে জানিয়েছেন ইমারতে ইসলামিয়ার মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ।

জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ টোলোনিউজকে বলেন, গত ২০ বছরে এই মাফিয়া চক্র ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতিটি সেক্টরে ঘাঁটি গেড়েছে। এখন ইমারতে ইসলামিয়া পুনরায় ক্ষমতায় আসার পর এসব চোরাকারবারি ও নিম্ন-মানের দ্রব্য আমদানির বিরুদ্ধে লড়াই শুরু হয়েছে।

তিনি বলেন, "এই মাফিয়া চক্রে দেশীয় মাফিয়া গোষ্ঠীর পাশাপাশি বিদেশী মাফিয়া চক্রও রয়েছে। তারা খুবই সক্রিয় ছিল। কিন্তু এখন ইমারতে ইসলামিয়া পুনরায় ক্ষমতায় আসার পর তাদের কার্যক্রমের বড় অংশ থামিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। যদিও ২০ শতাংশ কার্যক্রম এখনও সীমান্তবর্তী কিছু এলাকায় দেখা যায়। এরা হয় নষ্ট পণ্য আফগানিস্তানে নিয়ে আসে অথবা চোরাকারবারির মাধ্যমে দেশে পণ্য প্রবেশ করানোর চেষ্টা করে।"

আফগানিস্তান জাতীয় মান নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ দেশের পেট্রোলিয়াম সেক্টরের স্বচ্ছতা আনার কথা বলেছে এবং সকল মাফিয়া চক্রকে নির্মূল করার যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এবিষয়ে জাতীয় মান নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ বলেছে, তারা নিম্ন মানের পেট্রোলিয়াম ও অন্যান্য অস্বাস্থ্যকর আমদানি বাণিজ্য বন্ধের চেষ্টা চালাচ্ছেন।

প্রতিষ্ঠানটির মুখপাত্র আশেকুল্লাহ ওয়াজিরি বলেন, প্রায় ৮০ শতাংশ মাফিয়া চক্র নিয়ন্ত্রণে এসেছে এবং নির্মূল করা হয়েছে। আমরা আমাদের জাতিকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, স্বচ্ছতা আনয়ন ও মাফিয়া চক্রের নির্মূলকরণ ১০০ শতাংশ পৌঁছাবে ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ্য, ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান ক্ষমতায় আসার অল্প সময়ের মধ্যেই অন্যান্য সেক্টরের মতো সেবা ও পণ্যের মানোন্নয়নেও তীক্ষ্ণ নজর দিয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় আফগানিস্তানে দীর্ঘ ২০ বছরের দখলদারিত্বের সময়টাতে শেকড় গেড়ে বসা চোরাকারবারি দূরীকরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন ইমারতে ইসলামিয়ার সংশ্লিষ্ট উমারা ও কর্মকর্তাগণ।

এতদিন চোরাকারবারিরা খুব সহজেই পাশ্ববর্তী দেশগুলো থেকে নিম্ন মানের তেল নিয়ে আসতে পারতো বিধায়, আফগানিস্তানের জনগণকে বিভিন্ন আর্থিক অনার্থিক ক্ষতির মুখোমুখি হতে হয়েছে। এখন ইমারতে ইসলামিয়া কর্তৃপক্ষ এসব নিম্ন মানের পণ্য আবার যেখান থেকে এসেছে সেখানে ফেরত পাঠাচ্ছে।

তথ্যসূত্র:

1. Islamic Emirate Stopped 80% of 'Oil Mafia' - https://tinyurl.com/2383jksf

---

আল-আকসা মসজিদ মুসল্লিদের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে ইসরায়েল

জেরুজালেমের পবিত্র আল-আকসা মসজিদ বন্ধ করে দিয়েছে ইসরায়েল। মসজিদে এখন আর মুসল্লিদের প্রবেশ করতে দেয়া হচ্ছে না। গত মঙ্গলবার (২৪ অক্টোবর) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে ফিলিস্তিনি বার্তা সংস্থা ওয়াফা।

প্রতিবেদনে বলা হয়, 'ইসরায়েলি পুলিশ হঠাৎ করে মসজিদটির দিকে যাওয়ার সব গেট বন্ধ করে দিয়েছে এবং মুসল্লিদের সেখানে প্রবেশে বাধা দিচ্ছে। আজ সকাল থেকেই এই পদক্ষেপ নিয়েছে তারা। তবে প্রথমে মসজিদে বয়স্কদের ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।'

আল-আকসা মসজিদ দেখভালের দায়িত্বে রয়েছে ইসলামিক ওয়াকফ বিভাগ। জর্ডানের নিয়োজিত এ সংগঠন জানিয়েছে, মুসল্লিদের বাধা দিলেও ইহুদিদের আল-আকসা চত্বরে প্রবেশ ও প্রার্থনার সুযোগ করে দিয়েছে ইসরায়েলি পুলিশ।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, আল-আকসা মসজিদ ইসলামের তৃতীয় পবিত্রতম একটি স্থান। সেখানে শুধু মুসলিমরা ইবাদত করার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু নিয়ম ভঙ্গ করে সেখানে ইহুদিরা প্রার্থনা করেছে। এর মাধ্যমে মসজিদ সম্পর্কিত যে চুক্তি ছিল সেটি লঙ্ঘন হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

1. For the first time in months, Israeli police shut down Al-Aqsa Mosque for the Muslim worshippers
- https://tinyurl.com/msfjystw

২৮শে অক্টোবর, ২০২৩

ফিলিস্তিনের প্রতি সংহতি প্রকাশ করায় ভারতে গ্রেফতার

গাজায় নির্বিচারে হামলা শুরুর পর থেকেই ইসরায়েলের নিন্দা জানাচ্ছে বিশ্ববাসী। মুসলিমদের পাশাপাশি অমুসলিমরাও ইসরায়েলি গণহত্যা বন্ধে বিভিন্নভাবে প্রতিবাদ করে আসছেন। কিন্তু ভারত ও পশ্চিমা সরকার এর পুরোপুরি ব্যতিক্রম। ভারত সরকার জনসাধারণকে ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করার ওপর একরকম নিষেধাজ্ঞাই জারি করে রেখেছে বলা যায়।

ইসরায়েল গাজায় আগ্রাসনের পর পরই মুম্বাইয়ের উচ্চপদস্থ এক পুলিশ কর্মকর্তা একটি সতর্কতা জারি করে। সেখানে বলা হয়, 'ইসরায়েল-হামাসের যুদ্ধের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে। তাই আইনের লঙ্ঘন ও শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট করার চেষ্টা করলে তা দৃঢ়ভাবে মোকাবেলা করবে পুলিশ।'

এসব হুমকি ও নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও কলকাতা, ব্যাঙ্গালোরসহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ও ভারতের প্রধান শহরগুলোতে ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে মুসলিমরা। আর এসব কর্মসূচি পালনের কারণে বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছে দেশটির পুলিশ।

গত সপ্তাহে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন ও ইসরায়েলি পতাকায় অগ্নিসংযোগের কারণে মুম্বাই থেকে চারজন মুসলিমকে গ্রেফতার করে হিন্দুত্ববাদী ভারতের পুলিশ। পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশের হামিরপুর থেকে সাহিল আনসারি নামে এক মুসলিম নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশের দাবি, তিনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়াচ্ছিলেন।

অথচ তার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের একাউন্ট চেক করে দেখা যায় যে, তিনি আসলে ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে একটি পোস্ট করেছিলেন। গ্রেফতারের পর স্থানীয় আদালতে হাজির করে ১৪ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে এ নেতাকে।

এদিকে উত্তর প্রদেশের আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের চার ছাত্রকে গ্রেফতার করছে পুলিশ। ফিলিস্তিনিদের পক্ষে মিছিলের আয়োজন করাই ছিল তাদের একমাত্র অপরাধ। কারণ এই রাজ্যের উগ্র হিন্দুত্ববাদী মন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ আগেই এক সতর্কবার্তা জারি করেছিল। যেখানে বলা হয়েছিল, চলমান এ সংঘাতে ফিলিস্তিনের পক্ষে কোন কার্যক্রম বা বিবৃতি প্রদান করলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অন্যদিকে দিল্লিতে অবস্থিত জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়েও ফিলিস্তিনিদের পক্ষে মিছিলের আয়োজন করা হয়। এসকল মিছিলে কয়েক ডজন ছাত্র, শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীরা 'আমরা গাজার পাশে আছি' বলে শ্লোগান দেয়। এখান থেকে অন্তত ৬০ জন বিক্ষোভকারীকে আটক করে পুলিশ।

তথ্যসূত্র:

1. ‘Solidarity with Palestine’ is a crime in Modi’s India? Several arrested across the country
- https://tinyurl.com/2tzthes8

২৭শে অক্টোবর, ২০২৩

ইসরায়েলের স্থল হামলা ও ফিলিস্তিনিদের প্রতিরোধ যুদ্ধ

গাজাভিত্তিক আল কাসসাম ব্রিগেডের মুজাহিদরা ইসরায়েলের শুরু করা স্থল অভিযানের বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। দখলদার ইসরায়েলি সেনাদের সাম্প্রতিক একটি আক্রমণ রুখে দেওয়ার দাবি করেছেন তারা। ইসরাইলি সামরিক বাহিনীও বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছে।

ইসরায়েলি বাহিনীর ঐ আগ্রাসী অভিযানে কাসসাম ব্রিগেডের মুজাহিদদের নিক্ষেপ করা ট্যাংকবিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে ইসরায়েলের এক সৈন্য নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে, আহত হয়েছে আরো তিনজন।

গতকাল ২৩ অক্টোবর কাসসাম ব্রিগেডের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে যে, তারা ইসরাইলি বাহিনীর উপর ড্রোন আক্রমণও চালিয়েছেন এবং দখলদার সেনাদেরকে ইসরাইলের ভেতরে ফিরে যেতে বাধ্য করেছে।

ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীও তাদের এক সৈন্য নিহত এবং আরও তিনজন আহত হওয়ার তথ্য স্বীকার করেছে, যাদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। অবশ্য তারা দাবি করেছে যে, গাজার খান ইউনিস এলাকায় হামাসের কাছে বন্দীদের অবস্থান শনাক্ত করতে এবং 'সন্ত্রাসী অবকাঠামো' ধ্বংস করার জন্য এই হামলা চালানো হয়েছিল।

টাইমস অব ইসরায়েলের খবরে বলা হয়েছে, নিখোঁজ ইসরায়েলিদের লাশের সন্ধানে সামরিক বাহিনীর অনুসন্ধানের অংশ ছিল এই অভিযান। একইসাথে তারা আসন্ন স্থল অভিযানের জন্য এলাকাটি পরিষ্কার করতে গিয়েছিল।
এতে আরো বলা হয় যে, ইসরাইলি প্রতিরক্ষা বাহিনী জানিয়েছে, একটি ট্যাংকবিধ্বংসী গাইডেড ক্ষেপণাস্ত্র একটি ইসরাইলি ট্যাংক এবং ইঞ্জিনিয়ারিং যানে আঘাত হানে।

আল জাজিরার তারেক আবু আজজুম গাজার খান ইউনিস থেকে জানান, ইসরাইল কয়েক দিন ধরে যে স্থল হামলার কথা বলে আসছিল, এটি ছিল তারই অংশবিশেষ। তিনি বলেন, গাজায় প্রবেশের এসব চেষ্টা ফিলিস্তিনি যোদ্ধারা প্রতিহত করছে। তারা যথাসম্ভব যেকোনো উপায়ে ইসরাইলিদের প্রতিহত করতে প্রস্তুত।

আল জাজিরার মোহাম্মদ জামজুম অধিকৃত পূর্ব জেরুসালেম থেকে বলেন, যুদ্ধ অব্যাহত থাকায় ইসরাইলি সৈন্য নিহত হওয়াটাকে ইসরাইলি সেনাবাহিনী 'খুবই কঠোরভাবে' নিয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ৭ অক্টোবর ইসরাইলের ভেতরে ফিলিস্তিনি মুজাহিদদের অভিযানের পর থেকেই গাজার অভ্যন্তরে বিমান হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরাইল। শুরু থেকে স্থল হামলা চালানোর হুমকিও দিয়ে আসছিল ইজরায়েল। এবার সেদিকেই অগ্রসর হচ্ছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। তবে আল কাসসাম বিগ্রেডও বিভিন্ন ভিডিও ও বার্তার মাধ্যমে পাল্টা হুমকি দিয়েছেন যে, তারা ইজরায়েলকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করবেন এবং তার জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতিও আছে তাদের।

তথ্যসূত্র:

1. Hamas says it battled Israeli troops inside Gaza as bombing intensifies
2. ইসরাইলের স্থল হামলা রুখে দিয়েছে হামাস, সৈন্য নিহত

আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন || অক্টোবর ৩য় সপ্তাহ, ২০২৩ঈসায়ী

https://alfirdaws.org/2023/10/27/64958/

২৬শে অক্টোবর, ২০২৩

“আমরা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করলে, জনগণ আনুগত্য করবে”: সিরাজউদ্দীন হাক্কানি

সমগ্র আফগানিস্তানকে আনুগত্যশীল বানানো শারীরিক শক্তির উন্নতিকে নয়, বরং আধ্যাত্মিক শক্তির উন্নতিকে প্রকাশ করে বলে মন্তব্য করেছেন ইমারতে ইসলামিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাওলানা সিরাজউদ্দীন হাক্কানি। কাবুল প্রদেশের কর্তৃপক্ষের সাথে অনুষ্ঠিত এক সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, সরকার জনগণের সমর্থন ছাড়া টিকতে পারবে না। আফগানিস্তানের ৩৪টি প্রদেশের বিপ্লবী জনগণকে বল প্রয়োগ করে নিশ্চুপ রাখা হয়নি, সরকারের প্রতি আনুগত্যশীল রাখা হয়নি।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাওলানা সিরাজউদ্দীন হাক্কানি আরো বলেন, “যদি আমরা সত্যিই আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করি, লোকজন সরকারকে মান্য করবে; যদি আমরা ভেতরে খারাপ থেকে উপরে ভালো দেখাই, তবে আল্লাহ আমাদের লজ্জিত করবেন এবং জনগণ আমাদের সহ্য করবে না। আমরা আল্লাহকে না মানলে, জনগণ আমাদের উৎখাত করবে।”

এবিষয়ে কাবুলের গভর্নর মুহাম্মাদ কাসিম খালিদ বলেন, "আগে দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলছিল। ইমারতে ইসলামিয়ার সেনারা সেই সংগ্রাম করেছেন এবং সেটি ছিল একটি জিহাদ। এখন আমরা আরেক স্তরের জিহাদে আছি। আর সেটা হলো ইসলামি সরকারকে সুদৃঢ় এবং স্থিতিশীল রাখার জিহাদ।"

কাবুলের গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান মুহাম্মাদ আরিফ ইসলামি সরকারের জন্য মাঠ প্রশস্তকরণের ক্ষেত্রে ইসলামি ইমারতের নেতৃবৃন্দের আদেশগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়নের উপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন, "আমিরুল মুমিনিনের আদেশসহ নেতাদের জারি করা প্রতিটি আদেশকে আমাদের উচিত শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করা এবং বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেওয়া।"

অন্যদিকে, ইমারতে ইসলামিয়ার ডেপুটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মুহাম্মাদ নাবী ওমারি সৈনিকদেরকে মানুষের সাথে ভালো আচরণের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, "কিছু মানুষ অভিযোগ জানিয়েছেন যে, আমরা যখন গভর্নর বা কমান্ডারের কাছে যাই, তখন আমাদের উপেক্ষা করা হয়। ভাইয়েরা আমার, এই বিষয়গুলোতে আমাদের মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।"

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান ক্ষমতায় আসার দুই বছর অতিবাহিত হয়েছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানে নানা সমস্যার মোকাবেলা করে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের চেষ্টা করছেন ইমারতে ইসলামিয়া সরকার। তবে সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, ইমারতে ইসলামিয়া সরকারের প্রতি মুসলিম আফগান জাতির নিরঙ্কুশ সমর্থন এই সরকারকে দেশী-বিদেশী নানা ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও টিকে থাকতে সাহায্য করেছে।

তথ্যসূত্র:

1. Govt Will Not Endure Without People's Support: Haqqani - https://tinyurl.com/6f9xwu9k

---

গাজায় মৃত্যু ঝুঁকিতে হাসপাতালের ইনকিউবেটরে থাকা ১২০ শিশু

ইসরায়েল গাজায় জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ায় সেখানকার হাসপাতালগুলোর ইনকিউবেটরে থাকা শতাধিক শিশুর জীবন ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এ বিষয়ে সতর্ক করেছে ইউনিসেফ। সংস্থাটির মুখপাত্র জোনাথন ক্রিকক্স বলেছে, বর্তমানে ইনকিউবেটরে ১২০ জন নবজাতক রয়েছে, এদের মধ্যে ৭০ নবজাতকের যান্ত্রিক শ্বাসযন্ত্র প্রয়োজন।

ইসরায়েলি হামলা ও জ্বালানি সংকটের কারণে ইতোমধ্যেই ১২টি হাসপাতাল ও ৩২টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র বন্ধ হয়ে গেছে। অন্যদিকে হাসপাতালগুলোকে টার্গেট করে চলছে ইসরায়েলি হামলা। ফলে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি হতাহত

হচ্ছেন চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। ইসরায়েলি হামলায় এ পর্যন্ত ৫৭ চিকিৎসক নিহত ও ১০০ জন স্বাস্থ্যকর্মী আহত হয়েছেন।

ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ৭ অক্টোবর থেকে ইসরাইলি হামলায় কমপক্ষে ৫,০৮৭ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে ২,০৫৫ শিশু এবং ১,১১৯ জন নারী। আহত হয়েছেন ৫ হাজারের বেশি মুসলিম, যাদেরকে জরুরী ভিত্তিতে চিকিৎসা দেয়া প্রয়োজন। কিন্তু হাসপাতালে চিকিৎসা সামগ্রীর অভাব রয়েছে। জ্বালানির চরম সংকটে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকায় আরও অসুবিধার মুখে পরেছে হাসপাতালগুলো।

গত ১৭ অক্টোবর রাতে গাজার আল-আল-আহলি হাসপাতালে ভয়াবহ বোমা চালায় ইসরায়েল। এতে প্রায় ৫০০ মানুষ নিহত হয়, আহত হয় আরও বহু মানুষ। এছাড়া বহু মানুষ হাসপাতালের ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে। এ ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই গাজার আল-কুদস হাসপাতাল থেকে রোগীদের সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ইসরায়েল। ইসরায়েলের এ ধরনের অমানবিক নির্দেশকে রোগীদের জন্য মৃত্যুদণ্ডাদেশ বলে মন্তব্য করেছে ফিলিস্তিনি রেড ক্রিসেন্ট।

গত ২১ অক্টোবর অল্প কিছু ত্রাণ পৌঁছলেও ইসরায়েলের বাধায় এই ত্রান সহায়তার মধ্যে কোনো জ্বালানি ছিল না। অথচ হাসপাতালগুলো সচল রাখতে এ জ্বালানি খুবই অপরিহার্য ছিল। এই অবস্থায় হাসপাতালগুলোর ইনকিউবেটরে থাকা শিশুরা চরম ঝুঁকিতে রয়েছে, বাধাগ্রস্ত হচ্ছে অন্যান্য চিকিৎসাও।

তথ্যসূত্র:

1. Over 100 incubator babies at risk due to Israel’s fuel cuts to Gaza: UN - https://tinyurl.com/4vjafz2s

2. LIVE updates - https://tinyurl.com/s948bn2r

২৫শে অক্টোবর, ২০২৩

কাবুলে অনুষ্ঠিত হলো কৃষি পণ্যের প্রদর্শনী

কাবুলে কৃষি, সেচ ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আয়োজিত কৃষি পণ্যের প্রদর্শনী মেলা সমাপ্ত হয়েছে। গত চারদিনে পণ্যের ভালো মার্কেটিং করার পাশাপাশি বিশাল অংশ বিক্রিও করতে সক্ষম হয়েছেন বলে জানান প্রদর্শনী মেলায় অংশ নেওয়া ব্যক্তিরা।

কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি ফ্যাকাল্টির শিক্ষার্থীরাও এই প্রদর্শনী মেলায় প্রথমবারের মতো অংশ নেন। তাদের উৎপাদিত কিছু কৃষি পণ্যের প্রদর্শনীর জন্য নিয়ে আসেন তারাও। তারা জনগণ ও সরকারি কর্মকর্তাদের অভ্যর্থনায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি ফ্যাকাল্টির ছাত্র ফরহাদ শফিজাদা বলেন, "বহু সংগঠন থেকে আমরা প্রতিশ্রুতি পেয়েছি। কৃষি, সেচ ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ও আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।"

প্রদর্শনী মেলায় অংশ নেওয়া অন্যান্য ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানও জানিয়েছেন, তাদের পণ্যগুলো রপ্তানি করার জন্য তারা চুক্তিবদ্ধ হতে পেরেছেন। প্রদর্শনীতে অংশ নেওয়া একজন হলেন মারি গুল। তিনি বলেন, "আমরা বাদাখশান প্রদেশ থেকে শুকনো দই, মধু, জিরা, মেমলাই, বারবেরি এবং পাহাড়ী চা নিয়ে এসেছিলাম। আমরা আখরুটও এনেছিলাম, সেগুলো সব বিক্রি হয়ে গেছে। এই প্রদর্শনী মেলায় আমরা যেসব পণ্য নিয়ে এসেছি, সেগুলোর ভালো বিক্রি হয়েছে।"

মুহাম্মাদ নাদের নামে আরেকজন অংশগ্রহণকারী বলেন, "আমরা বিক্রি করেছি খুচরা দরে এবং একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছি। প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্রে ২০ কেজি জাফরান পাঠানোর বড় একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছি আমরা।"

মেলা পরিদর্শনে আসা দর্শকরা আফগানিস্তানের অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য দেশীয় কৃষি পণ্যের ব্যবহার করাকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেন। শামস আজিজি নামে একজন পরিদর্শক বলেন, "দেশের অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য এই প্রদর্শনী মেলা একটি ভালো উপায়। এর মাধ্যমে জনগণ দেশীয় পণ্য সম্পর্কে জানতে পারে।"

প্রদর্শনী মেলার আয়োজকরা বলেন, গত চারদিনে এই প্রদর্শনী মেলায় ২ লক্ষাধিক মানুষ এসেছেন কৃষি পণ্যের প্রদর্শনী দেখতে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি আমানুল্লাহ রাওয়ান বলেন, "১৪০২ (সৌরবর্ষ) তে আয়োজিত এই প্রদর্শনী মেলায় গত বছরের তুলনায় বেশি মানুষ অংশ নিয়েছেন।"

মেলার ২৬০টি বুথে গত চারদিনে কৃষিপণ্যগুলো প্রদর্শন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ডেপুটি প্রশাসনের তথ্য তথ্যানুযায়ী, শ্রমশক্তির ৮০% কাজ করে কৃষি খাতে। আর মোট দেশীয় পণ্যের ২১ থেকে ৩৩ শতাংশ হলো কৃষি পণ্য।

তথ্যসূত্র:

1. Agricultural Exhibition in Kabul Ends - https://tinyurl.com/jczapzyr

---

২৪ ঘণ্টায় সাত শতাধিক ফিলিস্তিনিকে হত্যা করলো ইসরায়েল

ফিলিস্তিনের গাজা ভূখণ্ডে ইসরায়েলের বর্বরতা চলছেই। গত ২৩ অক্টোবর সকাল থেকে ২৪ অক্টোবর সকাল নাগাদ বিমান হামলা চালিয়ে সাত শতাধিক নিরীহ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে ইসরায়েল। রাফা অঞ্চলেও এদিন বিমান হামলা চালিয়েছে তারা।

ইসরায়েলই বিমান হামলা থেকে বাদ যাচ্ছে না শরণার্থী ক্যাম্পগুলোও। উত্তর গাজার আল-শাতি ক্যাম্পে হামলা চালিয়ে কমপক্ষে ১৪০ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে ইসরায়েল, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী ও শিশু রয়েছে।

রাতভর গাজাজুড়ে ইসরায়েলি হামলায় নিহত হয়েছেন আরও শত শত মুসলিম। ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় ৭০৪ জন ফিলিস্তিনি নিহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। এই সংখ্যা নিয়ে এখন পর্যন্ত নিহত মোট ফিলিস্তিনির সংখ্যা দাঁড়ালো ৬ হাজার ৭৯১ জনে, যাদের মধ্যে শিশু ২ হাজার ৩৬০ জন।

উল্লেখ্য, আল-ওয়াফা হাস্পাতালের কাছেও বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বিমান। ব্যাপক হামলা চালানো হয়েছে দক্ষিণ গাজার রাফা অঞ্চলেও।

তথ্যসূত্র:

1. Israel-Hamas war live: New evacuation warnings after 140 killed in Gaza - https://tinyurl.com/bdebc2fd

---

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বাড়ি নির্মাণের ঘোষণা

হেরাত প্রদেশের জিন্দা জান জেলায় সাম্প্রতিক ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বাড়ি নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু করেছেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান। প্রাথমিকভাবে ২০টি ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামে ২,১৪৬টি আধুনিক বাড়ি নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

হেরাতের তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পরিচালক আহমাদুল্লাহ মুত্তাকি বলেন, "তীব্র শীতের আগেই এই বাড়িগুলোর নির্মাণ কাজ শেষ হবে বলে আমরা আশাবাদী। আমরা আশা করি, তারা শীতের আগেই নিজেদের বাড়িতে ফিরতে পারবেন এবং স্থির হতে পারবেন।"

বর্তমানে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তরা তাবুতে বসবাস করছেন। কিন্তু শীতের কারণে তাবুতে বসবাস করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। নেজার নামে একজন বলেন, "শীতে এসব তাবুতে বাস করা সম্ভব না। আমাদের জন্য বাড়ি নির্মাণ করার আবেদন জানাচ্ছি।"

এদিকে ইমারতে ইসলামিয়া কর্তৃপক্ষ ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বাড়ি নির্মাণের ম্যাপ চূড়ান্ত করেছে। শীঘ্রই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু হবে বলে জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি হেরাত প্রদেশে পরপর কয়েকটি উচ্চমাত্রার ভূমিকম্পে জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয় বাসিন্দারা। বাড়ি-ঘর ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় উদ্বাস্তুতে পরিণত হন অনেকে। এখন এসব ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বাড়ি নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু করছেন ইমারতে ইসলামিয়া কর্তৃপক্ষ।

তথ্যসূত্র:

1. Islamic Emirate Begins Building Houses in Quake-Affected Areas - https://tinyurl.com/czf9fk5v

---

গাজায় ইসরায়েলি হামলায় ৩১ টি মসজিদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত

গাজায় ইসরায়েলি বাহিনী বোমা হামলা চালিয়ে এক দিনেই (২২ অক্টোবর) ৫টি মসজিদ ধ্বংস করে দিয়েছে। এর আগে গত দুই সপ্তাহের বেশি সময় টানা বোমা বর্ষণে আরও ২৬টি মসজিদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এর ফলে গাজায় সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হওয়া মসজিদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে মোট ৩১টি। গাজার এনডাউমেন্টস অ্যান্ড রিলিজিয়াস অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, মসজিদের পাশাপাশি গাজার একটি প্রাচীন গ্রীক গির্জাতেও হামলা চালিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। পাশাপাশি মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত কোরআন রেডিও স্টেশনে হামলা চালিয়ে ধ্বংস করেছে ইহুদিরা।

গাজায় ধ্বংস হওয়া মসজিদগুলোর মধ্যে রয়েছে ঐতিহাসিক আল-ওমারি মসজিদ। এটি গাজার তৃতীয় বৃহত্তম এবং ৭ম শতকে নির্মিত একটি মসজিদ। মসজিদগুলো ধ্বংসের সময় অসংখ্য মুসলিম হতাহত হয়েছেন।

এদিকে গাজার পাশাপাশি পশ্চিম তীরের একটি মসজিদেও হামলা চালিয়েছে ইহুদিবাদী ইসরায়েলি বাহিনী। গত ২২ অক্টোবর পশ্চিম তীরের জেনিন শরণার্থী শিবিরে অবস্থিত আল-আনসার নামক একটি মসজিদে হামলাটি চালায় তারা। এতে হতাহত হয়েছে বেশ কিছু ফিলিস্তিনি।

যুদ্ধে যেসব নিয়ম নীতি রয়েছে ইসরায়েল এর কোন কিছুই পরোয়া করে না। মসজিদ, গির্জা, স্কুল, শরণার্থী শিবির ও হাসপাতালের মতো জায়গায় টার্গেট করে হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল। ফলে হতাহত হচ্ছে শত শত সাধারণ মানুষ, যাদের মধ্যে নারী ও শিশুদের সংখ্যাই বেশি। গাজার আল-আহলি আল আরব নামক এক হাসপাতালেই বোমা হামলা চালিয়ে ৫০০ জন ফিলিস্তিনিকে গণহত্যা করে ইসরায়েল।

এছাড়াও গাজায় নির্বিচারে হামলা চালিয়ে এখন পর্যন্ত অন্তত ৪ হাজার ৬৯১ জন বেসামরিক ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে ইসরায়েল। নিহতদের মধ্যে ১ হাজার ৭৫৬ জনই শিশু। আহত হয়েছেন আরও অন্তত ১৪ হাজারের বেশি বেসামরিক ফিলিস্তিনি, যা পশ্চিমাদের ঐক্যমতে বানানো আন্তর্জাতিক আইনেও স্পষ্ট যুদ্ধাপরাধ। কিন্তু ইসরায়েল যেন এসব আইন কানুন ও নিয়ম নীতি সব কিছুর ঊর্ধ্বে।

তথ্যসূত্র:

1. 31 mosques destroyed in Israeli airstrikes on Gaza since Oct. 7 - https://tinyurl.com/yrwrzua2

2. Israel-Hamas war: 'Heavy bombardments' in Gaza, hospitals at risk- https://tinyurl.com/54pma36p

---

ফিলিস্তিনের পক্ষে কথা বলায় জাতিসংঘ মহাসচিবের পদত্যাগ চায় ইসরাইল

ফিলিস্তিনের উপর চলমান ইসরাইলি বর্বরতা ও সহিংসতার ব্যাপারে ফিলিস্তিনি জনগণের পক্ষে কিছু মন্তব্য করায় জাতিসংঘ মহাসচিবের পদত্যাগ দাবি করেছে ইসরাইল।

গত ২৪ অক্টোবর আমেরিকার নিউইয়র্কে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের এক অধিবেশনে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস বলেন, ইসরাইলের উপর হামাস ৭ অক্টোবর যে হামলা চালিয়েছে, তা 'শূন্য থেকে' হয়নি।

জাতিসংঘ মহাসচিব বলেন, 'হামাসের হামলা শূন্য থেকে হয়নি। ফিলিস্তিনের মানুষ ৫৬ বছর ধরে শ্বাসরুদ্ধকর দখলদারিত্বের শিকার হয়েছে। তাঁরা তাদের ভূখণ্ডে একের পর এক [ইসরাইলি] বসতি স্থাপিত হতে এবং সহিংসতায় জর্জরিত হতে দেখেছে। তাঁদের অর্থনীতি থমকে গেছে। এই মানুষগুলো বাস্তুচ্যুত হয়েছে এবং তাঁদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করা হয়েছে। তাঁদের দুর্দশার রাজনৈতিক সমাধানের আশা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে।'

এদিকে গুতেরেসের এমন মন্তব্যের পর তার পদত্যাগ দাবি করেছে জাতিসংঘের ইসরাইলি রাষ্ট্রদূত গিলার্ড এরডান। এক্সে (সাবেক টুইটার) এক পোস্টে সে বলেছে, 'যারা ইসরাইলের নাগরিকদের বিরুদ্ধে সংঘটিত সবচেয়ে ভয়ংকর কর্মকাণ্ডের পেছনে যুক্তি দেখাতে চান, তাদের সঙ্গে কথা বলার কোনো যৌক্তিকতা নেই। আমি অনতিবিলম্বে তার (গুতেরেস) পদত্যাগ দাবি করছি।'

এদিকে, নিজের বক্তব্যে ইসরাইলের নাম উল্লেখ না করে জাতিসংঘ মহাসচিব আরও বলেন, 'বেসামরিক লোকজনকে রক্ষা করার অর্থ তাঁদের মানব ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা নয়। সুরক্ষা দেওয়ার অর্থ এই নয় যে, ১০ লাখ মানুষকে দক্ষিণে চলে যেতে বলা, যেখানে কোনো আশ্রয় নেই, খাবার নেই, পানি নেই, ওষুধ নেই, জ্বালানি নেই। আর মানুষকে দক্ষিণে যেতে বলে সেখানে বোমাবর্ষণ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।'

গুতেরেস বলেন, 'গাজায় মানবিক আইনের যে সুস্পষ্ট লঙ্ঘন আমরা দেখতে পাচ্ছি, তা নিয়ে আমি গভীর উদ্বিগ্ন। আমি স্পষ্টভাবে বলছি, একটি সংঘাতে কোনো পক্ষই আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের ঊর্ধ্বে নয়।'

আন্তোনিও গুতেরেস আরও বলেন, 'ফিলিস্তিনিদের দুর্দশার কারণে হামাসের ভয়ংকর হামলা ন্যায্যতা পেতে পারে না। আর ওই ভয়ংকর হামলার কারণে ফিলিস্তিনি মানুষদের সম্মিলিতভাবে যে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, তা–ও ন্যায্যতা পায় না।'

গত ৭৫ বছর ধরে চলা ইসরাইলি আগ্রাসন ও সহিংসতার প্রতিবাদে গত ৭ অক্টোবর ইসরাইলে অতর্কিত হামলা চালায় হামাস। সেদিন থেকেই গাজায় নির্বিচার বোমা হামলা চালাচ্ছে ইসরাইলি বাহিনী। গাজা উপত্যকা পুরোপুরি অবরুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গত ২৪ অক্টোবর গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত ৫ হাজার ৭৯১ জন ফিলিস্তিনি শহীদ হয়েছেন। অপরদিকে হামাসের হামলায় ইসরায়েলে নিহত সংখ্যা ১৪০০ ছাড়িয়েছে।

উল্লেখ্য, সারা বিশ্বে মুসলিমদের উপর চলা নির্যাতন, নিপীড়ন, আগ্রাসনের ব্যাপারে মাঝে মাঝে জাতিসংঘ মুখ রক্ষার জন্য মুসলিমদের পক্ষে কিছু বিবৃতি দিলেও, কার্যত সেগুলো থেকে কোনো ফায়দা হয় না। বরং, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে পশ্চিমা বিশ্বের তাঁবেদারিই করে জাতিসংঘ। জায়নবাদী আগ্রাসী ইসরাইলিরা মুসলিমদের পক্ষে এমন মুখ রক্ষামূলক বিবৃতিও সহ্য করতে পারছে না।

২৩শে অক্টোবর, ২০২৩

ফটো-রিপোর্ট || মধ্য সোমালিয়ায় আশ-শাবাবের দুইটি ঘাঁটি বিজয়

মধ্য সোমালিয়ার জালাজদুদ (جلجدود / Galguduud) রাজ্যে সরকারি মিলিশিয়া বাহিনীর দুটি ঘাঁটিতে সুইপিং অপারেশন চালিয়েছেন আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান শাখা খ্যাত হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। রাজ্যের জারঈল (جرعيل / Jaril) শহরের উপকণ্ঠে বারজিদ (برجيد / Barjid) অঞ্চলে গত ৩০ রবিউল আউয়াল মোতাবেক ১৫ অক্টোবর তারিখে উক্ত অপারেশনের ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় সূত্র।

পশ্চিমা সমর্থিত সরকারি মিলিশিয়াদের দুটি ঘাঁটিতে একযোগে পরিচালিত সুইপিং অপারেশনে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সহ সরকারি মিলিশিয়াদের কমপক্ষে ৬১ জন সদস্য নিহত হয়েছে বলে সূত্র মারফত জানা যায়। শাবাবের অতর্কিত এই অভিযানে কয়েক ডজন শত্রুসেনাও আহত হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে আশ-শাবাব সংশ্লিষ্ট শাহাদাহ এজেন্সি।

১৫ অক্টোবর রবিবার সকাল ৬:৩০ থেকে শত্রুঘাঁটি দুটিতে একযোগে আক্রমণ চালান ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত আশ-শাবাবের প্রতিরোধ যোদ্ধারা। যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করলে ব্যাপক হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতি শিকার হয় মিলিশিয়ারা। এরপর এক পর্যায়ে নিজেদের বাহিনীর নিহতদের মৃতদেহ ফেলে রেখেই পালিয়ে যায় সরকারি মিলিশিয়ারা। মিলিশিয়াদের পলায়নের পর দুটি ঘাঁটির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন প্রতিরোধ বাহিনী আশ-শাবাবের মুজাহিদগণ।

অভিযান শেষে ভারি মেশিনগান বোঝাই একটি গাড়ি এবং বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, গোলাবারুদ ও সামরিক সরঞ্জাম সহ আরও ৬টি সামরিক যান জব্দ করেন হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন।

অভিযানে হতাহতদের মধ্যে জারিল শহরের ডেপুটি মেয়র শাফিই জামা আবদি, শহরের পুলিশ প্রধান ওসমান আলী হাদি এবং দারুর শহরের ভারপ্রাপ্ত মেয়র সহ অন্যান্য কর্মকর্তা থাকার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে।

উক্ত অভিযানের আকর্ষণী কিছু ছবি আমরা আল-ফিরদাউসের সম্মানিত পাঠকদের জন্য উপস্থাপন করছি।

সকল ছবি একসাথে দেখুন - https://files.fm/u/dmwfnay4dw

https://alfirdaws.org/2023/10/23/64926/

২২শে অক্টোবর, ২০২৩

ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে গুজব ছড়ানোর কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছে ভারত

ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের চলমান আগ্রাসনে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছে গাজার সাধারণ মুসলিমরা। পাশাপাশি পশ্চিমা নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া কর্তৃক সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য বলে প্রচারের নির্মমতারও শিকার হচ্ছেন তারা।

গত ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী মুজাহিদ সংগঠন আল-কাসসাম ব্রিগেড কর্তৃক ইসরায়েলে অভিযান চালানোর পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় মিথ্যা তথ্যের বন্যা বয়ে যায়। এর বেশিরভাগই ছিল ফিলিস্তিন বিরোধী ও ইসলাম বিদ্বেষী পোস্ট। ইসরায়েলের আগ্রাসনকে বৈধ প্রমাণ করতে যে পোস্টগুলো সরাসরি ভূমিকা রাখছে।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার অনুসন্ধান বলছে, এসব গুজবের একটি বড় অংশ ছড়ানো হয়েছে ভারতভিত্তিক উগ্র হিন্দুত্ববাদী অ্যাকাউন্টগুলো থেকে। সংস্থাটি জানায়, ভারতের ফ্যাক্ট চেকিং সার্ভিস বুম সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে (সাবেক টুইটার) এ ধরনের বিভ্রান্তিকর প্রচারণার অসংখ্য নজির খুঁজে পেয়েছে।

বুমের মতে, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী প্রভাবশালী ভারতীয়রা ফিলিস্তিনকে নেতিবাচকভাবে টার্গেট করে অথবা ইসরায়েলের সমর্থনে প্রচারণা চালায়। এরা ফিলিস্তিনিদের নৃশংস হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করে।

কয়েকটি এক্স আইডি থেকে জেরুজালেমের একটি স্কুলে ভ্রমণরত বেশ কয়েকজন নারীর অনেক আগের একটি ভিডি শেয়ার করে দাবি করা হয়, কয়েক ডজন তরুণীকে যৌনদাসি হিসেবে বন্দী করেছে আল কাসসাম বিগ্রেড। এ ভিডিওটি হাজার হাজার শেয়ার হয়েছে, রিয়াক্ট এসেছে ৬ মিলিয়ন, যার বেশিরভাগই ভারতীয়।

https://twitter.com/marcowenjones/status/1711434647337325050

অপপ্রচারের আরেকটি ভিডিও এমন যে, সেখানে দেখা যাচ্ছে ফিলিস্তিনি মুজাহিদরা একটি ইহুদি শিশুকে অপহরণ করে শিশুটির মাথা ছিন্ন করে ট্রাকের পিছে ঝুলিয়ে দিয়েছে। ফিনিস্তিনি মুজাহিদদের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিকর এ ভিডিওটি কয়েক মিলিয়ন মানুষ দেখেছে। যদিও বুমের অনুসন্ধানে ভিডিওটির সাথে আল কাসসাম ব্রিগেডের কোন সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

এমন হাজার হাজার মিথ্যা ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্য ছড়ানোর মাধ্যমে রীতিমতো ইসলামোফোবিয়া সৃষ্টি করছে ভারতীয় হিন্দুরা। এসব ভিডিও শেয়ারের সময় একটি বড় অংশকে হ্যাশট্যাগ হিসেবে 'ইসলাম ইজ দা প্রবলেম' ব্যবহার করতে দেখা গয়েছে। এসব একাউন্ট এর বেশিরভাগই "বিজেপির মিডিয়া সেল" এর বলেও ধারণা করা হচ্ছে, যেগুলোর মাধ্যমে হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকার বিভিন্ন ধরনের বিভ্রান্তিমূলক তথ্য ছড়িয়ে থাকে।

উল্লেখ্য, ভারতের হিন্দুত্ববাদী সরকারের ছত্রছায়ায় দেশটিতে মুসলিম নির্যাতন ও ইসলামোফোবিয়া পরিকল্পিতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্লেষকরা এরই মধ্যে ভারতে একটি ব্যাপক ভিত্তিক মুসলিম গণহত্যা শুরু হওয়ার প্রবল আশংকা ব্যক্ত করেছেন। সাম্প্রতিক সময়ে ইসরায়েলের আগ্রাসনের অনুসরণে ভারতও মুসলিম নিধনযজ্ঞ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

তথ্যসূত্র:

1. Analysis: Why is so much anti-Palestinian disinformation coming from India? - https://tinyurl.com/2s35fbb4

২০শে অক্টোবর, ২০২৩

মধ্য সোমালিয়ায় শাবাবের দুই ঘাঁটি বিজয়, ৬১ মিলিশিয়া হতাহত

মধ্য সোমালিয়ার জালাজদুদ (جلجدود / Galguduud)রাজ্যে সরকারি মিলিশিয়া বাহিনীর দুটি ঘাঁটিতে সুইপিং অপারেশন চালিয়েছেন আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান শাখা খ্যাত হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। রাজ্যের জারঈল (جرعيل / Jaril) শহরের উপকণ্ঠে বারজিদ (برجيد / Barjid) অঞ্চলে গত ৩০ রবিউল আউয়াল

মোতাবেক ১৫ অক্টোবর তারিখে উক্ত অপারেশনের ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে শাবাব সংশ্লিষ্ট শাহাদাহ এজেন্সি।

পশ্চিমা সমর্থিত সরকারি মিলিশিয়াদের দুটি ঘাঁটিতে একযোগে পরিচালিত সুইপিং অপারেশনে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সহ সরকারি মিলিশিয়াদের কমপক্ষে ৬১ জন সদস্য নিহত হয়েছে বলে সূত্র মারফত জানা যায়। শাবাবের অতর্কিত এই অভিযানে কয়েক ডজন শত্রুসেনা আহত হয়েছে বলেও নিশ্চিত করেছে সূত্রটি।

১৫ অক্টোবর রবিবার সকাল ৬:৩০ থেকে শত্রুঘাঁটি দুটিতে একযোগে আক্রমণ চালান ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত আশ-শাবাবের প্রতিরোধ যোদ্ধারা। যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করলে ব্যাপক হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতি শিকার হয় মিলিশিয়ারা। এরপর এক পর্যায়ে নিজেদের বাহিনীর নিহতদের মৃতদেহ ফেলে রেখেই পালিয়ে যায় সরকারি মিলিশিয়ারা। মিলিশিয়াদের পলায়নের পর দুটি ঘাঁটির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন প্রতিরোধ বাহিনী আশ-শাবাবের যোদ্ধারা। অভিযান শেষে ভারী মেশিনগান বোঝাই গাড়ি এবং বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং সামরিক সরঞ্জাম সহ আরও ৬টি সামরিক যান জব্দ করেন হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন।

অভিযানে হতাহতদের মধ্যে জারিল শহরের ডেপুটি মেয়র শাফিই জামা আবদি, শহরের পুলিশ প্রধান ওসমান আলী হাদি এবং আহমেদ দারুর শহরের ভারপ্রাপ্ত মেয়র সহ অন্যান্য কর্মকর্তা আহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে।

ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে ইসরাইলকে ১৪ বিলিয়ন ডলার দিতে চায় আমেরিকা

মুসলিম বিশ্বের উপর সবচেয়ে বেশি আগ্রাসন চালানো আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছে, তাদের 'ক্রিটিক্যাল পার্টনার' ইসরাইলকে অতিরিক্ত সহায়তা প্রদানের জন্য কংগ্রেসে প্রস্তাব পেশ করবে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের সূত্র মতে, এই সহায়তার পরিমাণ হতে পারে প্রায় ১৪ বিলিয়ন ডলার।

বাইডেনের মতে, "আমেরিকান সুরক্ষার জন্য প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই স্মার্ট বিনিয়োগ থেকে লভ্যাংশ পাওয়া যাবে।"

আমেরিকার নাগরিকদের উদ্দেশ্য করেও বাইডেন আহ্বান জানিয়েছে, তারা যেন ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে ইসরাইলকে সহায়তা করতে আরও বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করে।

এদিকে হামাসকে ধ্বংস করার জন্য গাজায় আক্রমণ চালাতে ইসরাইলি সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত থাকতে বলেছে ইসরাইলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োআভ গালান্ট। ইতোমধ্যে ইসরাইলি বাহিনী পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে গাজা সীমান্তে জড়ো হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

1. Biden to seek billions in military aid for Israel as invasion of Gaza nears - https://tinyurl.com/ywzythmb

---

১৯শে অক্টোবর, ২০২৩

"গাজায় ইসলাম ও মুসলিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হচ্ছে" - সোমালিয়ার জিলবে বিক্ষোভ

অপারেশন "আল-আকসা ফ্লাড"এর সমর্থন এবং গাজা স্ট্রিপের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি আগ্রাসনের প্রতিবাদে সোমালিয়ার শরিয়া শাসিত জিলব শহরের বাসিন্দারা বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন। গত ২৯ রবিউল আউয়াল, দক্ষিণ সোমালিয়ার জুবা রাজ্যের জিলব শহরে ফিলিস্তিনকে সমর্থন ও তাদের বিজয় কামনায় বিক্ষোভে ফেটে পরেন ইসলামি অঞ্চলে বসবাসরত মুসলিমরা।

শরিয়া শাসিত অঞ্চলের পুরুষ, মহিলা এবং শিশুরা ব্যানার নিয়ে ও “আল্লাহু আকবর” ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত করেন। তারা তাদের ফিলিস্তিনি ভাই-বোনদের সমর্থনে রাজপথে নেমে আসেন। তাদের বহনকৃত ব্যানারের লিখার মধ্যে ছিল- “জেরুজালেমকে ইহুদিকরণ করা হবে না,” “আমরা এক জাতি, জেরুজালেমের দিকে চোখ রেখে লড়াই করছি সোমালিয়ায়”, “তারা বীরত্বের দাবিদার, এবং যদি তারা সিংহের মুখ না দেখে থাকে, তবে তারা সবাই ইঁদুর”, “গাজায় যা হচ্ছে তা ইসলাম এবং এর জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ,” “রক্ত, রক্ত, ধ্বংস, ধ্বংস, এবং বাস্তুচ্যুতির সাথে বাস্তুচ্যুতি,” “ আমরা আসছি, হে আকসা," "ফিলিস্তিন ইস্যু গোটা মুসলিম জাতির ইস্যু," "আমাদের হৃদয় প্যালেস্টাইনে এবং আমাদের দেহ সোমালিয়ায়," "আমরা সারা বিশ্বকে বলি ফিলিস্তিনের সমস্যা আমাদের সমস্যা।"

বাসিন্দারা ইসরায়েলি দখলদারিত্বের পতাকা পুড়িয়ে দেয়।

আয়োজিত সমাবেশে জড়ো হয় যেখানে উলামা-মাশায়েখ এবং স্থানীয় মুরব্বি ও উমারাগণের ফিলিস্তিনের সংঘাত সম্পর্কে দিকনির্দেশনামূলক বক্তৃতা শ্রবণ করেন জনগণ।

ইসলামিক অঞ্চলের বাসিন্দারা অধিকৃত ফিলিস্তিনের ঘটনাগুলির প্রতি ব্যাপক প্রতিক্রিয়া প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করেছেন। স্থানীয় রেডিও স্টেশনগুলি অধিকৃত ফিলিস্তিনের ঘটনাগুলির ব্যাপারে ব্যাপক ও ধারাবাহিক কভারেজ প্রদান করেছে।

লোয়ার শাবেল রাজ্যের বাসিন্দারা একই ধরনের বিক্ষোভে বেরিয়েছিলেন। আলেমগণও জুমার খুতবায় ইহুদি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনের মুসলমানদের যুদ্ধে সমর্থন করার দায়িত্ব সম্পর্কে বয়ান করেন। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জিহাদের মাধ্যমে মুসলিমদের সম্মান পুনরুদ্ধারের দায়িত্ব সম্পর্কেও তাঁরা কথা বলেছেন। ফিলিস্তিনের জনগণের জন্য প্রার্থনাও করা হয় মিম্বার থেকে।

জিলব সহ শাবেলি রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলে বসবাসরত মুসলিমদের বিক্ষোভ সমাবেশের কিছু চিত্র আমরা উপস্থাপন করছি আল-ফিরদাউসের সম্মানিত পাঠকদের জন্য উপস্থাপন করছি।

সকল ছবি একসাথে দেখুন - https://files.fm/u/w3947xsc3r

https://alfirdaws.org/2023/10/19/64905/

সিমেন্ট প্ল্যান্টের জন্য ইমারতে ইসলামিয়ার ২০০ মিলিয়ন ডলারের চুক্তি

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের খনি ও পেট্রোলিয়াম মন্ত্রণালয় জাবাল সারাজ পারওয়ান সিমেন্ট প্ল্যান্টের জন্য একটি কাতারি কোম্পানি ও দুটি দেশীয় কোম্পানির সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এই চুক্তির আর্থিক মূল্য ২০০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি।

চুক্তি-স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন খনি ও পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী সাহাবুদ্দিন দেলওয়ার। তিনি বলেন, এই চুক্তির মেয়াদ ৩০ বছর। প্রতি বছর এই সিমেন্ট প্ল্যান্ট থেকে দেড় মিলিয়ন টন সিমেন্ট উৎপাদন করা হবে। আমরা আগামী এক বা দুই বছরের মধ্যে সিমেন্ট উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবো এবং সিমেন্ট রপ্তানিও করব ইনশাআল্লাহ্।

২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে আফগানিস্তানের আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প কাশকারি খনি থেকে ১ হাজার টন তেল নিষ্কাশন করা হবে বলে জানান তিনি। "জানুয়ারিতে আমাদের তেল নিষ্কাশন ১ হাজার টনে বৃদ্ধি পাবে। গতকাল আমি দেখেছি এক টনের আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য ৭০৯ মার্কিন ডলার।"

এদিকে সিমেন্ট প্ল্যান্টের প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ার মাধ্যমে ৫ হাজার লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা। কাতারি কোম্পানির প্রধান বলেন, "খনি মন্ত্রণালয়ের সাথে আমাদের কোম্পানির দশ মাসের বেশি সময় ধরে আলোচনা হয়েছে, এবং আমরা অবশেষে চুক্তিতে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছি। চুক্তি স্বাক্ষরের পর আমরা যত দ্রুত সম্ভব আফগানিস্তানে আমাদের কার্যক্রম শুরু করব।"

এর আগে খনি ও পেট্রোলিয়াম মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী স্থানীয় একটি ফার্মের সাথে কান্দাহারে সিমেন্টের চুক্তি করেছেন। কোম্পানিটি প্রকল্পে ১০০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে। ঐ প্রকল্পের বাৎসরিক ১ মিলিয়ন টন সিমেন্ট উৎপাদনের সক্ষমতা রয়েছে।

উল্লেখ্য, এ নিয়ে এই বছরে খনি ও পেট্রোলিয়াম মন্ত্রণালয় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সিমেন্ট প্রকল্পে স্বাক্ষর করেছেন। যার আর্থিক মূল্য প্রায় ৪৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

তথ্যসূত্র:

1. Contracts Signed to Run Cement Plant With Qatari, Afghan Companies - https://tinyurl.com/2bd73ecn

---

ফিলিস্তিনে মানবিক সহায়তা প্রবেশে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে ভেটো অ্যামেরিকার

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে গাজায় মানবিক সহায়তা প্রবেশের জন্য যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে ভেটো দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ইসরায়েলের 'আত্মরক্ষার অধিকার' বিষয়ে কোন স্পষ্ট বক্তব্য না থাকায় গাজায় সাহায্য প্রেরণ ও যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত রেজলুশনটি একাই আটকে দেয় ইসরায়েলের পরম মিত্র অ্যামেরিকা।

গতকাল ১৮ অক্টোবর বুধবার জাতিসংঘে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত লিন্ডা থমাস নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনে বলেছে যে, যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবটি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র হতাশ। কারণ এই প্রস্তাবে ইসরায়েলের 'আত্মরক্ষার অধিকার'এর কথা উল্লেখ করা হয়নি।

জবরদখলের শিকার ভূমি মালিকরা জবরদখলকারীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করলে সেটাকে সন্ত্রাস আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। আর এরপর দখলদার শক্তি আবারো জুলুমের শিকার ব্যক্তিবর্গের উপর হত্যাযজ্ঞ চালালে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে দখলদার শক্তির 'আত্মরক্ষার অধিকার'। খুবই দুর্বোধ্য এই অধিকারের সংজ্ঞা, যা সুস্থ মনমস্তিস্ক মেনে নিতে পারে না।

যদিও রেজলুশনটিতে হামাস যোদ্ধাদের ইসরায়েলে অভিযান চলানোর বিষয়ে নিন্দা পর্যন্ত করা হয়েছে, কিন্তু 'আত্মরক্ষার অধিকারের' নামে ইসরায়েল বেসামরিক জনগণ হত্যা করার বিষয়টির সমর্থনে কিছু না বলায় চটেছে ইসরায়েলের অভিভাবক খ্যাত অ্যামেরিকা।

লিন্ডা থমাস আরও বলেছে যে, "বিশ্বের অন্যান্য জাতির মতো ইসরায়েলেরও আত্মরক্ষার অধিকার রয়েছে; যেমনটা বর্ণিত আছে ইউএন চার্টারের (জাতিসংঘ সনদ) আর্টিকেল ৫১তে।"

অ্যামেরিকা অবশ্য দাবি করেছে যে, চলমান সংঘাত নিরসনে তারা মাঠ পর্যায়ে কাজ করে যাচ্ছে। তবে প্রতিদিনই মিডিয়ায় দেখা যাচ্ছে যে, গাজার বাড়িঘর হাসপাতাল সহ প্রায় সকল ধরণের বেসামরিক স্থাপনায় নির্বিচারে বোমা হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েলি যুদ্ধবিমানগুলো, আর ইসরায়েলকে তাদের এই গণহত্যা কার্যক্রম চালিয়ে নিতে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র সহায়তায় দিয়ে যাচ্ছে অ্যামেরিকা ও অন্যান্য পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো।

আর এরই মধ্যে মার্কিন নীতিনির্ধারকদের এমন মন্তব্য করতেও শোনা যাচ্ছে যে, গাজার এই সংকট সহসাই শেষ হচ্ছে না, বরং যুদ্ধ আরও দীর্ঘস্থায়ী হতে যাচ্ছে।

চলমান ফিলিস্তিন-ইসরায়েল যুদ্ধ বন্ধে যুদ্ধবিরতির এই প্রস্তাবনাটি এনেছিল ব্রাজিল। প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছে নিরাপত্তা পরিষদের ১৫ টি দেশের মধ্যে ১২ টি দেশ; একমাত্র অ্যামেরিকা ভোট দিয়েছে প্রস্তাবের বিপক্ষে। আর গাজার মুসলিমদের পক্ষে কথা বলেনি রাশিয়া বা যুক্তরাজ্যও, ভোট দানে বিরত ছিল এই দুই দেশ।

নিরপেক্ষ বিশ্লেষকদের মতে, কথিত এই পরাশক্তিগুলো মূলত পারস্পরিক বিবাদ মীমাংসার ক্ষেত্রে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকার জন্য কিংবা স্বার্থ আদায়ের দরকষাকষিতে এগিয়ে থাকার কৌশল হিসেবে মাঝে মাঝে মুসলিমদের পক্ষে কথা বলে থাকে। একারণেই আমরা অ্যামেরিকাকে চীনের বিরুদ্ধে উইঘুর ইস্যু নিয়ে বা চীন-রাশিয়াকে ফিলিস্তিন ইস্যু নিয়ে বিবৃতি প্রদান করতে দেখি। অথচ সকলের হাত মুসলিমদের রক্তে রঞ্জিত। তবে অ্যামেরিকা তার পতনের সময়েও ইসলাম ও মুসলিমবিদ্বেষী এজেন্ডা বাস্তবায়নে কোন কমতি করছে না।

তথ্যসূত্র:

1. US vetoes UN resolution calling for humanitarian pause in Israel-Hamas war - https://tinyurl.com/3cr943kk

2. পক্ষে ভোট দেয় ১২ দেশ, ভোটদানে বিরত থাকে ২ দেশ | Gaza US Veto on UN - https://tinyurl.com/27a473sa

---

ফটো-রিপোর্ট || ফিলিস্তিনের সমর্থনে দক্ষিণ সোমালিয়ার লোয়ার শাবেলি রাজ্যে বিক্ষোভ

দক্ষিণ সোমালিয়ার আশ-শাবাব নিয়ন্ত্রিত ইসলামিক অঞ্চল লোয়ার শাবেলির বাসিন্দারা গাজায় ইসরায়েলি দখলদারিত্ব ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন সর্বস্তরের মুসলিমরা। সেই সাথে ইসরায়েলি আগ্রাসনে কথিত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন প্রদানের নিন্দা জানিয়েছেন বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারীরা। ফিলিস্তিন এবং ফিলিস্তিনি জনগণের সাথে তাদের পূর্ণ একাত্মতা ঘোষণা করেন উপস্থিত জনতা।

ইসলামি অঞ্চলের বাসিন্দারা ইসরায়েলি বাহিনীকে ধরে নিয়ে যাওয়া ফিলিস্তিনি প্রতিরোধের ছবি এবং ইহুদি সৈন্যদের মৃতদেহ প্রদর্শন করা ব্যানার বহন করেন, যেখানে লেখা ছিল “খায়বার, খায়বার, হে ইহুদিরা, মুহাম্মদের বাহিনী ফিরে এসেছে।” সাধারণ মুসলিমদের বহন করা ব্যানারগুলিতে আরও লেখা ছিল, "গাজা: একটি শহরের গল্প, যা গর্বের মূল্য পরিশোধ করছে", এবং "আমরা আসছি, হে আল-আকসা।" "প্রিয় প্যালেস্টাইন, ভেবো না 'আমরা তোমাদের ভুলে গেছি।' না, তোমরা আমাদের হৃদয় দরজায় আছ; আমরা দিগন্তে বিজয়ের স্পষ্ট রেখা দেখছি।"

পুরুষ, মহিলা এবং শিশুরা "আল্লাহু আকবর" ধ্বনিতে চারিদিক মাতিয়ে তুলে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্’র ব্যানার নিয়ে বেরিয়েছিল; কারণ সোমালিয়ার মুসলমানদের মধ্যে ফিলিস্তিন একটি মহান স্থান দখল করে আছে।

অপারেশন আল-আকসা ফ্লাডের ঘটনা এবং এর প্রতিক্রিয়া নিয়ে ইসলামিক অঞ্চলসমূহের স্থানীয় রেডিওতে ব্যাপক কভারেজ পায়। সেই সাথে কাভারেজ পায় ফিলিস্তিনি জনগণের সমর্থনে আশ-শাবাব নেতৃত্বের প্রদত্ত বিবৃতি।

হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিনের জেনারেল কমান্ড "আল-আকসা ফ্লাড” যুদ্ধের প্রশংসা করে একটি বিবৃতি জারি করেছেন এবং মুসলিম জাতির পক্ষ থেকে ফিলিস্তিনে জিহাদের সমর্থনের সুপারিশ করেছেন। বিবৃতিতে বলা হয়েছে: " পূর্ব আফ্রিকার আপনাদের মুজাহিদিন ভাইরা আপনাদের এই মহাকাব্যিক অভিযানকে পূর্ণ সমর্থন করে। ফিলিস্তিনের শোকাহত ভূমি, আমরা আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি যে, আপনাদের মুক্তির জন্য আত্মত্যাগে আমরা আমরা পিছিয়ে পড়তাম না। আমরা যদি আপনার কাছে আসার একটি পথ খুঁজে পেতাম, তবে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্য আসতে দেরি করতাম না। আপনারা সেখানে প্যালেস্টাইনের জন্য সংগ্রাম করছেন, আর আমরা পূর্ব আফ্রিকার ভূমিতে সংগ্রাম করছি। কিন্তু আমাদের চোখ জেরুজালেমকে দেখছে, আর আমাদের হৃদয় আপনার সাথে রয়েছে। আমাদের শত্রু এবং আপনাদের শত্রু একই। তারা ইসলাম ও মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছে। পৃথিবীর পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তরে মুসলিম জনগণের বিরুদ্ধে জুলুম ও আগ্রাসনের জন্য তারা বাহিনী তৈরি করেছে। আমরা এখনও জিহাদে আছি এবং তাদের রক্ষা করছি এবং আমাদের মিলন হবে আল-আকসার প্রাঙ্গণে, উল্লাস ও উচ্ছ্বসিত অবস্থায়। ইনশাআল্লাহ্।

সোমালিয়ার মুসলমানরা বিশ্বাস করেন যে, ইহুদি দখলদারিত্ব থেকে ফিলিস্তিনের সম্পূর্ণ মুক্তি প্রত্যেক মুসলমানের জন্য একটি ফরজ কর্তব্য। এদিকে, কেনিয়ার সংবাদ মাধ্যম ফিলিস্তিনের প্রতি সোমালি জনগণের সম্প্রীতির দিকটির উপর আলোকপাত করেছে। কেনিয়ার সরকারও ইতিমধ্যে সতর্ক করেছে যে, আশ-শাবাব মুজাহিদিন ফিলিস্তিনের মুসলমানদের সাথে সংহতি প্রকাশ করতে কেনিয়ায় হামলা চালাতে পারে, কারণ সোমালিয়ার সাধারণ মুসলিম ও মুজাহিদরা ফিলিস্তিনকে সমর্থন করার জন্য পূর্ণ অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে।

ফিলিস্তিনের সমর্থনে শাবাব নিয়ন্ত্রিত লোয়ার শাবেলি রাজ্যে মুসলিমদের বিক্ষোভ সমাবেশের কিছু দৃশ্য দেখুন –

সকল ছবি একসাথে - https://files.fm/u/atymffa24s

https://alfirdaws.org/2023/10/19/64887/

আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন || অক্টোবর ২য় সপ্তাহ, ২০২৩ঈসায়ী

https://alfirdaws.org/2023/10/19/64886/

১৮ই অক্টোবর, ২০২৩

আফগানিস্তানে ৫৩ খনি নিষ্কাশনে ৭ বিলিয়ন ডলারের চুক্তি

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান ৭ বিলিয়ন ডলার মূল্যের ৫৩টি খনি নিষ্কাশনের চুক্তি করেছেন। দেশী ও বিদেশী কোম্পানিগুলোর সাথে এই চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে বলে জানা যায়।

খনি ও পেট্রোলিয়াম মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, লোহা, সীসা এবং অন্যান্য মূল্যবান পাথরের খনিজ উত্তোলনের ক্ষেত্রে সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র হুমায়ুন আফগান বলেছেন, “বড় ধরনের নয়টি খনি এবং ৪৪টি ছোট খনির চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। বড় খনিগুলোর ক্ষেত্রে দেশীয় ও বিদেশী কোম্পানিকে মিলিতভাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং ছোট খনিগুলো কেবল দেশীয় কোম্পানিগুলোকে দেওয়া হয়েছে।”

এই চুক্তিগুলোর ক্ষেত্রে ইমারতে ইসলামিয়ার খনি ও পেট্রোলিয়াম মন্ত্রণালয় কাঁচামাল প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রম আফগানিস্তানের ভেতরে সম্পন্ন করার শর্ত প্রদান করেছেন। হুমায়ুন আফগান বলেন, “কোনোভাবেই প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য দেশ থেকে কাঁচামাল রপ্তানি করা যাবে না।” কাঁচামাল দেশে প্রক্রিয়াজাতকরণের উপর ইমারতে ইসলামিয়া সরকার গুরুত্বারোপ করছেন। কারণ, এতে দেশে অনেক মানুষের কর্মসংস্থানের পথ খুলে যাবে, অর্থনীতি উন্নত হবে।

খনি ও পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী বলেন, “সকল খনি নিষ্কাশন সম্পূর্ণ স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় হবে এবং কোনো খনিই অবৈধভাবে নিষ্কাশন করা যাবে না।”

খনি আফগানিস্তানের অর্থনীতির একটি মূল্যবান উৎস। আফগানিস্তানে স্বর্ণ, ইউরেনিয়াম, সীসা, কয়লা ইত্যাদি বেশ কিছু মূল্যবান ধাতুর খনি রয়েছে, যার মূল্য প্রায় ৩ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার বলে অনুমান করা হয়। এই ৫৩টি খনি উত্তোলনের জন্য বিভিন্ন কোম্পানির সাথে চুক্তি সম্পাদন করার ক্ষেত্রে ইমারতে ইসলামিয়া সরকার দেশীয় কোম্পানিগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আবার খনি উত্তোলনের পর কাঁচামালও যেন আফগানিস্তানের ভেতরেই প্রক্রিয়াজাত করা হয়, সেই বিষয়েও চুক্তিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে দিয়েছেন তাঁরা। এভাবে আফগানিস্তানকে স্বনির্ভর দেশ হিসেবে গড়ে তোলার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের আন্তরিক চেষ্টা করে যাচ্ছেন ইমারতে ইসলামিয়া সরকার।

তথ্যসূত্র:

1. Ministry: Contracts for 53 Mines Signed in 1402 - https://tinyurl.com/y693a9e4

ফটো-রিপোর্ট || দক্ষিণ সোমালিয়ার ৩ শহরে মার্কিন বিমান হামলা

সম্প্রতি আমেরিকান যুদ্ধবিমান দক্ষিণ সোমালিয়ার বুয়ালে, জিলব এবং সাকো শহরে ব্যাপক বোমা হামলা চালিয়েছে। বেসামরিক স্থাপনা লক্ষ্য করে চালানো বিমান হামলায় বেসামরিক হতাহতের ঘটনা ঘটেছে এবং তাদের সম্পত্তি এবং পরিষেবা কেন্দ্রগুলি ধ্বংস হয়ে গেছে।

গত ২৫ রবিউল আউয়াল মোতাবেক ১০ অক্টোবর রাতে আমেরিকান বিমান বুয়ালি শহরে বোমাবর্ষণ করে। এতে বেসামরিক জনগণের বাড়িঘর, একটি শিশুদের স্কুল এবং একটি খাবারের দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে কোনো মানুষের হতাহতের ঘটনা না ঘটলেও, বাসিন্দাদের সম্পদ ও বাসস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এরপর ১১ অক্টোবর ভোররাত একটার দিকে জিলব শহরে বোমা বর্ষণ করে মার্কিন যুদ্ধবিমান। সরাসরি শহরের প্রধান বৈদ্যুতিক কোম্পানি লক্ষ্য করে হামলা চালিয়ে সেটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয় অ্যামেরিকা। একটি হেফযে কুরআন স্কুল এবং দুই বাসিন্দার বাড়িতে হামলা চালিয়ে ছোট শিশু ও মহিলারা আহত করেছে তারা।

সেদিন ভোরে আবার সাকো শহরে বোমা বর্ষণ করে মার্কিন বিমান। সেখানে দুটি বোমা হামলা বেসামরিক বাড়ি লক্ষ্য করে চালানো হয়। আর তৃতীয় বোমাটি একটি খালি জায়গায় পরে মাটিতে ছোট গর্ত তৈরি হয়।

শাবাব সূত্র বলছে, এই বোমা হামলাগুলি সোমালিয়ায় আশ-শাবাব মুজাহিদিনের মোকাবিলায় অ্যামেরিকান বাহিনী এবং আন্তর্জাতিক জোটের অক্ষমতাকে প্রমাণ করে দিয়েছে। বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুতে ধারাবাহিক বোমা হামলার লক্ষ্য আশ-শাবাব শাসনাধীন ইসলামিক অঞ্চলগুলিতে বসবাসবারত সাধারণ জনগণকে আতঙ্কিত করা এবং ভয় দেখানো বলে মনে হয়।

মার্কিন বিমান হামলায় ক্ষয়ক্ষতির কিছু চিত্র আমরা আল-ফিরদাউসের পাঠকদের জন্য উপস্থাপন করছি–

সকল ছবি একসাথে দেখুন – https://files.fm/u/gzvg3cpdfd

বুয়ালে শহরে মার্কিন বিমান হামলার ক্ষয়ক্ষতির চিত্র

https://alfirdaws.org/2023/10/18/64877/

কারাগারে বন্দী সকল ফিলিস্তিনির পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ

ইসরায়েলি কারাগারে বন্দী সকল ফিলিস্তিনির জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে কারা কর্তৃপক্ষ। উচ্চপদস্থ কারা কর্মকর্তাদের বরাতে ইসরায়েলি সংবাদ মাধ্যম 'ইয়েদিওথ আহরনোথ' এ তথ্য জানিয়েছে।

সংবাদ মাধ্যমটিতে বলা হয়, 'সকল ফিলিস্তিনি বন্দীর জন্য বিদ্যুৎ পরিসেবা বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে, যাতে তারা এখান থেকে বাইরের ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের কোন দিকনির্দেশনা দিতে না পারে।'

একইসাথে কারাগারে বন্দীদের ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে ফিলিস্তিনি প্রিজনার্স ক্লাব।

অন্যদিকে ইসরায়েলে যেদিন হামাসের মুজাহিদরা অভিযান চালিয়েছেন, সেদিন দিন থেকেই ফিলিস্তিনি বন্দীদের ওপর লকডাউন আরোপ করে রেখেছে ইসরায়েল। ফলে বন্দীদের নিজের কক্ষেই সর্বসময় আটক থাকতে হচ্ছে। তার ওপর এখন বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ বন্ধের ফলে কারাবন্দীরা কী পরিমাণ বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছেন, তা বলাই বাহুল্য।

উল্লেখ্য যে, ইসরায়েলি কারাগারে মোট ৫ হাজার ২৫০ জন ফিলিস্তিনি বন্দী রয়েছে। এর মধ্যে ৩৯ জন নারী ও ১৭০ জন শিশু। তবে বর্তমানে পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের ব্যপকহারে গ্রেফতার করছে ইসরায়েলি বাহিনী, যার ফলে কারাবন্দী ফিলিস্তিনিদের সর্বশেষ সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

ইসরায়েলি কারাগারে যেসকল ফিলিস্তিনি বন্দী রয়েছেন, তাদের বেশিরভাগই কোন কারণ ছাড়াই গ্রেফতার হয়েছেন। বছরের পর বছর বিনা বিচারে কারাগারে বন্দী জীবন-যাপন করছেন তারা, যা সুস্পষ্ট মানবাধিকার লঙ্ঘন। এর ওপর এখন আবার কারাগারে লকডাউন আরোপ করে বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ বন্ধ করার বিষয়টি কথিত মানবাধিকারের ধ্বজাধারীদের জন্য লজ্জাজনক।

তথ্যসূত্র:

1. Israel cuts off electricity, water supplies to over 5,000 Palestinian detainees in Israeli jails
- https://tinyurl.com/yeymca6j

গাজার হাসপাতালে ভয়াবহ হামলা, নিহত ৫০০ শতাধিক

ফিলিস্তিনের গাজার অধিবাসীর উপর পরিচালিত আগ্রাসন ও নির্মমতার অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে ইসরায়েল। গাজার একটি হাসপাতালে বিমান হামলা চালিয়েছে পশ্চিমা মদদপুষ্ট ইসরায়েলি বাহিনী। বর্বরোচিত এ হামলায় এক মুহূর্তেই ধ্বংস্তুপে পরিণত হয় হাসপাতালটি, ঘটনাস্থলেই নিহত হয় ৫০০ শতাধিক ফিলিস্তিনি। ধ্বংসস্তূপের নিচে এখনো চাপা পড়ে রয়েছেন অনেকে, ফলে নিহত মানুষের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

https://twitter.com/Timesofgaza/status/1714337792971382977

গতকাল (১৭ অক্টোবর) স্থানীয় সময় রাত সাড়ে আটটার দিকে মধ্য গাজার আল–আহলি আরব নামের হাসপাতালে এই হামলা চালানো হয়। এর আগে ইসরায়েলি হামলায় আহত শত শত রোগী ও গৃহহীন অসংখ্য বাসিন্দা নিরাপদ ভেবে ওই হাসপাতালে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা যায়, বিস্ফোরণের পর হাসপাতালের বহুতল ভবনটি জ্বলছে। চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে নারী, পুরুষ ও শিশুদের ছিন্ন-ভিন্ন মরদেহ।

হামলায় হতাহতের কিছু ভিডিও-

হামলার পর চারদিকে শুধু লাশ আর লাশ-

https://twitter.com/i/status/1714383956425261199

হামলায় টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া ছেলের শরীরের অবশিষ্টাংশ ব্যাগে ধরে রেখেছেন এক পিতা-

https://twitter.com/Timesofgaza/status/1714360716478623811

হামলায় আহতদের একাংশ-

https://twitter.com/Timesofgaza/status/1714353436735512819

https://twitter.com/Timesofgaza/status/1714350789710225538

https://twitter.com/5Pillarsuk/status/1714353596664316408

উল্লেখ্য যে, ইসরায়েলি হামলায় গাজায় এখন পর্যন্ত (১৭ অক্টোবর পর্যন্ত) প্রায় তিন হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। যার মধ্যে এক তৃতীয়াংশই নারী ও শিশু। হামলায় আহত হয়েছেন অন্তত সাড়ে ১২ হাজার ৫০০ মানুষ। এছাড়াও ইসরায়েলি হামলায় অধিকৃত পশ্চিম তীরে ৬১ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন, আহত হয়েছেন আরও ১ হাজার ২৫০ জন ফিলিস্তিনি।

তথ্যসূত্র:

1. Over 500 Palestinians torn into peaces. The lsraeli massacre in Al-Ahli (formerly Al-Ma'madani Hospital in Gaza) Oct 17th, 2023 - https://tinyurl.com/fz22jjmp

আফগানিস্তান: কুশতেপা খাল প্রকল্পের দ্বিতীয় ধাপের কাজ শুরু

আফগানিস্তানের দীর্ঘতম কুশতেপা খাল প্রকল্পের প্রথম অংশের উদ্বোধন এবং দ্বিতীয় ধাপের কাজ শুরু করার ঘোষণা করা হয়েছে। গত ১১ অক্টোবর বলখে ইমারতে ইসলামিয়ার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে কুশতেপা খাল খননের দ্বিতীয় ধাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ইমারতে ইসলামিয়ার অর্থনীতি বিষয়ক উপপ্রধানমন্ত্রী মোল্লা আব্দুল গনি বারাদার বলেছেন, "ইসলামি ইমারত কৃষি ও পানি ব্যবস্থাপনার দিকে গভীর মনোযোগ দিয়েছে। এর ভালো প্রমাণ আমরা কুশতেপা খাল নির্মাণের পদক্ষেপে দেখতে পাচ্ছি।"

দ্বিতীয় ধাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে ইমারতে ইসলামিয়ার কর্মকর্তারা কুশতেপা খাল নির্মাণ নিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোকে, বিশেষত উজবেকিস্তানকে চিন্তিত না হওয়ার আহ্বান জানান। চিন্তার কোনো বিষয় থাকলে ইমারতে ইসলামিয়া সেটি নিয়ে কূটনীতিক আলোচনায় বসতে প্রস্তুত বলেও জানান তাঁরা।

অনুষ্ঠানে উপ-প্রধানমন্ত্রী আব্দুস সালাম হানাফি বলেন, "এখানে আসলে আমাদের প্রতিবেশীদের জন্য উদ্বেগের কোনো কারণ থাকা উচিত নয়। আমরা কতটুকু পানি ব্যবহার করব সেটা আসলে কোনো ব্যাপারই না, আফগানিস্তান আমু নদী থেকে যেটুকুর উপর অধিকার রাখে, আমরা এখনও সেই স্তর পর্যন্তই পৌঁছাতে পারিনি।"

ইমারতে ইসলামিয়ার নিরাপত্তা কর্মকর্তারা কুশতেপা খাল প্রকল্পের নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যাপারে অঙ্গীকার করেছেন। এই প্রকল্পে কাউকে বাধা সৃষ্টি করতে দেবেন না বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মৌলভী মুহাম্মাদ ইয়াকুব মুজাহিদ বলেন, "এমন প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের পেছনে আমরা সবাই আছি, বিশেষভাবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের জাতীয় ও ইসলামি সেনাবাহিনী আছে। আর তাঁরা সর্বশক্তি দিয়ে প্রকল্পটিকে সাহায্য করে যাবে।"

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সিরাজউদ্দীন হক্কানি বলেন, "আফগানরা উদ্দীপনাপূর্ণ একটি জাতি। তারা নিজেদের অঙ্গীকারে অটল থাকে। আমরা আমাদের সীমা অতিক্রম করি না এবং আমাদের অধিকারের প্রতিরক্ষা করি।"

উল্লেখ্য, কুশতেপা খালের মোট দৈর্ঘ্য ২৮০ কিলোমিটার এবং প্রস্থ ১০০ মিটার। বলখ প্রদেশের কালদার জেলা থেকে এটি শুরু হয়ে জাওযান প্রদেশের মধ্য দিয়ে গিয়ে শেষ হবে ফারইয়াব প্রদেশের আন্দখয়ে। এটির প্রথম ধাপের ১০৮ কিলোমিটারের কাজ শেষ হওয়ার পর গত ১১ই অক্টোবর দ্বিতীয় ধাপের কাজ শুরু করা হয়েছে। এই খাল আফগানিস্তানের কৃষির উন্নয়নে এবং সার্বিকভাবে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আশাবাদী আফগানরা। আফগানিস্তানকে স্বনির্ভর দেশ হিসেবে গড়ে তোলার যে প্রচেষ্টা ইমারতে ইসলামিয়া চালিয়ে যাচ্ছেন, সেই পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এই কুশতেপা খাল প্রকল্প।

তথ্যসূত্র:

1. Second phase of Qush Tepa Canal inaugurated - https://tinyurl.com/34dhakev
2. Work on Second Phase of Qosh Tepa Canal Starts - https://tinyurl.com/5fk8bbx3

১৭ই অক্টোবর, ২০২৩

ফিলিস্তিন-ইসরায়েল যুদ্ধের জেরে অ্যামেরিকায় ৬ বছরের শিশু খুন

ফিলিস্তিনি মুজাহিদদের সাথে ইসরায়েলের চলমান যুদ্ধের রেশ ধরে অ্যামেরিকার শিকাগো শহরের উপকণ্ঠে ৬ বছর বয়সি এক ফিলিস্তিনি শিশুকে কুপিয়ে হত্যা করেছে ৭১ বছর বয়সি এক বৃদ্ধ। হামলায় আহত হয়েছে শিশুটির মা। গত ১৪ অক্টোবর শনিবার শিকাগো শহরের উপকণ্ঠে উইল কাউন্টিতে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

গোয়েন্দা রিপোর্ট নিশ্চিত করেছে যে, শুধুমাত্র মুসলিম পরিচয়ের কারণেই নিহত শিশু আর তার মায়ের উপর এই নৃশংস হামলা চালিয়েছে এই বৃদ্ধ। আর হামাস-ইসরায়েল চলমান সংঘাতই এই হামলার কারণ।

সবচেয়ে বড় নির্মমতা হল এই যে, ওয়াদে আল ফাইউম নামের ৬ বছর বয়সি শিশুটিকে অন্তত ২৬ বার আর্মিদের ব্যবহৃত মানের ছুরি দিয়ে আঘাত করে হত্যা করা হয়েছে। অটোপ্সি রিপোর্ট থেকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমগুলো।

আর ফাইউমের আহত মা হান্নান শাহীনকে ছুরিতাঘাত করা হয়েছে অন্তত ১২ বার।

জোসেফ জুবা নামের ৭১ বছর বয়স্ক অভিযুক্ত ব্যক্তি শিকার করেছে ইসরায়েল-হামাস দ্বন্দ্বের রেশ ধরেই সে মুসলিমদের উপর প্রতিশোধ নিতে এই হামলা চালিয়েছে।

শিকাগো শহর থেকে ৬৫ কিলোমিটার দুরে নিজ বাড়িতে ঐ শিশু আর তার মাকে আহত হয়ে পরে থাকা অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশ। পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

উইল কাউন্টি শেরিফের অফিস থেকে প্রাথমিকভাবে হত্যাকারীর ধর্মপরিচয় প্রকাশ না করা হলেও, ঘটনা বর্ণনায় সকলেই ধারণা করছেন যে সে ইহুদি। আর তার ছবি প্রকাশের পর সামাজিক মাধ্যমে তাকে শনাক্ত করেছেন অনেকেই।

ইহুদিরা বরাবরই মুসলিম শিশুদের প্রতি জিঘাংসু মনোভাব পোষণ করে। ফিলিস্তিন ভূখণ্ডেও অবৈধ বসতি স্থাপনকারী দখলদার ইহুদি ও ইসরায়েলি সেনাদের আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্যবস্তু হয়ে থাকে শিশুরা। বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলেও এখন সেই ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

1. 6-year-old Palestinian American boy is killed in anti-Muslim attack in Illinois, authorities say - https://tinyurl.com/asnbmvs3

2. Palestinian-American boy stabbed to death in Gaza war-related killing in US - https://tinyurl.com/53mn8f4r

3. যুক্তরাষ্ট্রে ৬ বছরের ফিলিস্তিনি শিশুকে ২৬ বার ছুরিকাঘাতে হত্যা - https://tinyurl.com/2s8tdvt6

১৬ই অক্টোবর, ২০২৩

ইসরায়েলের অপরাধনামা: উত্তর গাজা ছেড়ে যাওয়ার পথে ফিলিস্তিনিদেরকে গণহত্যা!

ইসরায়েলের আল্টিমেটামের প্রেক্ষিতে গাজার উত্তরাঞ্চল থেকে দক্ষিণাঞ্চলে যাচ্ছিলেন অসহায় ফিলিস্তিনি মুসলিমরা। এ সময় ফিলিস্তিনিদের গাড়ি বহর লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। বর্বরোচিত এ হামলায় অন্তত ৭০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন, গুরুতর আহত হয়েছেন অন্তত ২০০ জন। হতাহতদের মধ্যে অধিকাংশই নারী ও শিশু।

গত ১২ অক্টোবর ফিলিস্তিনের উত্তর গাজার ১১ লাখ বাসিন্দাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গাজার দক্ষিণে চলে আবার আল্টিমেটাম দিয়েছিল ইসরায়েল। এরপর প্রাণভয়ে দলে দলে এলাকা ছাড়তে শুরু করেন অসহায় ফিলিস্তিনিরা। ১৩ অক্টোবর শুক্রবার ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম শেষ হওয়ার আগেই দক্ষিণাঞ্চলগামী ফিলিস্তিনি মুসলিমদের গাড়িবহর লক্ষ্য করে অন্তত তিনটি স্থানে হামলা চালায় ইসরায়েলি বাহিনী। এতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান অন্তত ৫০ জন।

https://twitter.com/MiddleEastEye/status/1713078290926424137

মর্মান্তিক এ হামলার বেশ কিছু ভিডিও ফুটেজ সোশাল মিডিয়ার ছড়িয়ে পড়ে। এতে দেখা যায়, প্রাইভেট কার, বাস ও লরি ট্রাকে করে মানুষ এলাকা ছাড়ছিলেন। এই গাড়িবহর লক্ষ্য করে ইসরায়েল হামলা করলে মুহূর্তেই সবকিছু ধ্বংস্তুপে পরিণত হয়। নারী-শিশুদের লাশ ও মানুষের আর্তচিৎকারে চারদিক ভারি হয়ে উঠে তখন। এখানে-সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে নারী-শিশুদের ক্ষতবিক্ষত লাশ।

https://twitter.com/metesohtaoglu/status/1713147432417079364

একে তো গাজাবাসীদেরকে তাদের নিজেদেরই এলাকা ছেড়ে যেতে বলে সন্ত্রাসী আচরণ করেছে দখলদার ইসরায়েল; তার উপর নিজেরাই এলাকা ত্যাগের আল্টিমেটাম দিয়ে সময় শেষ হওয়ার আগেই পলায়নরত মুসলিমদের ওপর গণহত্যা চালালো। এসবকিছুই পশ্চিমাদের তৈরিকৃত আন্তর্জাতিক আইনেরও পুরোপুরি লঙ্ঘন। কিন্তু পশ্চিমা সেক্যুলারিজমের ধারক-বাহক পশ্চিমারা তার পরেও ইসরায়েলকে সমর্থন করে যাচ্ছে।

https://twitter.com/muhammadshehad2/status/1713181002237899202

এদিকে ৮ম দিনের মতো শুক্রবারেও গাজাজুড়ে বিমান হামলা অব্যাহত রেখেছে ইসরায়েল। পাশাপাশি চলছে দূরপাল্লার কামান থেকে গোলাবর্ষণ। ইসরায়েলই আগ্রাসনের ৮ম দিনে নিহত গাজাবাসীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ২ হাজার ২১৫ জন। আহতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে প্রায় ৮ হাজার ৭১৪ জন।

একই সময়ে পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের বিক্ষোভের সময় ইসরায়েলি সেনাদের গুলিতে ১১ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এ নিয়ে পশ্চিম তীরে নিহত ফিলিস্তিনিদের সংখ্যা দাঁড়ালো ৫১ জনে। সেখানে আহত হয়েছেন অন্তত ১ হাজারেরও বেশি।

তথ্যসূত্র:

1. Dozens killed while fleeing Gaza homes as Israel conducts ground raids
- https://tinyurl.com/49ny8c8v

2. A convoy moving from the north to the south of Gaza...gets targeted by Israeli airstrikes leaving at least 70 dead and over 200 injured
- https://tinyurl.com/36zyu9xj

3. Israel directly bombs fleeing Gazans after ordering them to flee in that particular direction!
- https://tinyurl.com/mb552h9z

১৫ই অক্টোবর, ২০২৩

ফিলিস্তিনের পক্ষে আফগানে বিক্ষোভ, সীমান্ত খুলে দেওয়ার আহ্বান ওয়াজিরিস্তানি মুজাহিদদের

আফগানিস্তানে ফিলিস্তিনি মুসলিমদের ওপর ইসরাইলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিক্ষোভ অনুষ্ঠানে দেশটির গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা ফিলিস্তিনের পক্ষে সমর্থন জানিয়ে জোরালো বক্তব্য রাখেন। সেইসাথে ইসরাইলের দখলদারিত্ব ও মুসলিমদের ওপর চলা আগ্রাসনের নিন্দা জানান তারা।

গত শুক্রবার (১৩ অক্টোবর) জুমার নামাজের পর রাজধানী কাবুলের একটি মসজিদ চত্বরে বিক্ষোভটি অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় বিক্ষুব্ধ জনতা ফিলিস্তিনিদের পক্ষে বিভিন্ন শ্লোগান দেন এবং ইসরায়েলের দখলদারিত্ব ও জুলুমের বিরুদ্ধে শ্লোগানে শ্লোগানে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। সেই সাথে তারা সমালোচনায় বিদ্ধ করেন ফিলিস্তিনি মুসলিমদের রক্ষায় আরবদের অনিচ্ছা ও নির্লিপ্ততাকে।

অনুষ্ঠানে অনেকের মধ্যে বক্তব্য রাখেন দেশটির সাবেক অলিম্পিক কমিটির প্রধান মুহাম্মদ মুতমাইন। তিনি বক্তব্যে নিপীড়িত ফিলিস্তিনিদের পক্ষে সমর্থন ব্যক্ত করার পাশাপাশি আরব রাষ্ট্র নেতাদের নির্লিপ্ততাকে কটাক্ষ করেন। আরব নেতাদের প্রতি তিনি অনারব মুসলিমদের জন্য ফিলিস্তিন সীমান্ত খুলে দেওয়ার আহ্বানও রাখেন।

https://twitter.com/i/status/1712857433037754381

একই সময়ে পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের মুজাহিদ নেতারাও ফিলিস্তিন জিহাদে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তারা ইরান ও ইরাকের নেতাদের উদ্দেশ্য করে বলেন যে, তারা যেন নিজেদের সীমান্ত খুলে দিয়ে মুজাহিদদেরকে ফিলিস্তিনে প্রবেশের সুযোগ করে দেন, যেন মুসলিমরা সেখানে অসহায় ফিলিস্তিনিদের পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারেন এবং ইহুদিবাদী ইসরায়েলের জালিমদেরকে উচিৎ শিক্ষা দিতে পারেন।

তথ্যসূত্র:

1. A massive protest started in Kabul after today's jumu'ah prayer at a major mosque - https://tinyurl.com/5bnxszdc

2. Huge number of people gather in Kabul to show their support towrads palastine - https://tinyurl.com/29vu22md

3. "We ask Arab countries to open the way for the non-Arab Muslims to enter Palestine, and then the Arabs can simply watch the war." - https://tinyurl.com/4nkpbvdp

4. In a video, a group of locals from South Waziristan tribal district vows to travel to Palestine, join jihad and fight against Israeli forces - https://tinyurl.com/mr2sm9th

---

সামরিক কনভয়ে টিটিপির এম্বুশ, কালাচিতে টার্গেট পুলিশ পোস্ট

পাকিস্তনের সবচেয়ে জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান টিটিপি সাম্প্রতিক সময়ে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের ডিআই খান প্রদেশে তাদের অভিযান সবচেয়ে বেশি বিস্তৃত করেছে।

সেই ধারাবাহিকতায় গত ৯ অক্টোবর সন্ধ্যায় ডিআই খান প্রদেশের লাধা জেলায় দেশটির বিদেশি মদদপুষ্ট সেনাবাহিনীর একটি সামরিক কনভয়কে লক্ষ্যবস্তু করে একটি অভিযান পরিচালনা করেছেন টিটিপির ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। দুইটি গাড়ির সমন্বয়ে গঠিত উক্ত সামরিক কনভয়টি যখন লাধা জেলার কোট লাঙ্গারখেল এলাকার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছিল, ঠিক তখনই ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপির মুজাহিদরা কনভয়টিকে এম্বুশ করেন। ফলে কনভয়ে থাকা গাড়ি দুটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

উক্ত অভিযানে সামরিক বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে বেশ কিছু হতাহতের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন অভিযানে অংশ নেওয়া মুজাহিদগণ। তবে পরিস্থিতি অনুকুলে না থাকায় তাঁরা সেনাদের হতাহতের সঠিক পরিসংখ্যান জানাতে পারেননি। কেননা এধরণের অতর্কিত গেরিলা অভিযানগুলোতে প্রায় সময়ই 'হিট অ্যান্ড রান' কৌশলে আক্রমণ পরিচালনা করা হয় বলে, শত্রুপক্ষের হতাহতের সঠিক সংখ্যা জানা বা জানানো সম্ভব হয় না।

তবে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের মুখপাত্র মোহাম্মদ খোরাসানি দলটির অফিসিয়াল সাইট উমার মিডিয়ায় উক্ত অভিযানের সত্যতা স্বীকার করে একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিয়েছেন।

একই দিন রাতে, তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের মুজাহিদগণ ডেরা ইসমাইল খান প্রদেশের কালাচি জেলার একটি পুলিশ পোস্টে অভিযান চালিয়েছেন। কালাচি জেলার হাতলা এলাকায় অবস্থিত উক্ত পুলিশ পোস্টে হাতবোমা দিয়ে আক্রমণ চালান প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে সেখানে ব্যাপক হতাহতের ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি করেছেন তাঁরা। তবে এই অভিযানেও হতাহতের সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান জানা যায়নি।

দক্ষিণ সোমালিয়ার ৩ শহরে মার্কিন বিমান হামলায় বেসামরিক হতাহত

সম্প্রতি আমেরিকান যুদ্ধবিমান দক্ষিণ সোমালিয়ার বুয়ালে, জিলব এবং সাকো শহরে যুদ্ধবিমান থেকে ব্যাপক বোমা বর্ষণ করেছে। বেসামরিক স্থাপনা লক্ষ্য করে চালানো বিমান হামলায় বেসামরিক হতাহতের ঘটনা ঘটেছে এবং তাদের সম্পত্তি এবং পরিষেবা কেন্দ্রগুলি ধ্বংস হয়ে গেছে।

গত ২৫ রবিউল আউয়াল মোতাবেক ১০ অক্টোবর রাতে, খাবারের সময়ের পর আমেরিকান বিমান বুয়ালি শহরে বোমাবর্ষণ করে। এতে বেসামরিক জনগণের বাড়িঘর, একটি শিশুদের স্কুল এবং একটি খাবারের দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিমানের আওয়াজ শুনে বাসিন্দারা তাদের বাড়িঘর থেকে সরে আসেন। এতে কোনো মানুষের হতাহতের ঘটনা ঘটেনি; তবে তাদের সম্পদ ও বাসস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

শাহাদাহ্ এজেন্সি বুয়ালি শহরে অ্যামেরিকার ৩ টি বোমা হামলার ফলে সৃষ্ট ধ্বংসযজ্ঞের ছবি প্রকাশ করেছে। ছবিতে আবু বকর আল-সিদ্দিক স্কুলের ধ্বংসাবশেষ এবং কোরআন ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক বইয়ের অবশিষ্টাংশ দেখানো হয়েছে। স্কুলের শ্রেণীকক্ষ ও আসবাবপত্রও ব্যাপকভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে। ছবিগুলিতে দোকানের ধ্বংসাবশেষ, মাটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা খাদ্য সামগ্রী এবং সেইসাথে বেসামরিক মানুষের বাড়িঘরে ধ্বংসপ্রাপ্ত অংশ দেখানো হয়েছে।

এরপর আমেরিকান বিমানগুলো ১১ অক্টোবর ভোররাত একটার দিকে জিলব শহরে বোমা বর্ষণ করে। সরাসরি শহরের প্রধান বৈদ্যুতিক কোম্পানি লক্ষ্য করে হামলা চালিয়ে সেটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয় অ্যামেরিকা। বোমা হামলার ফলে সেখানে ব্যাপক আগ্নিকাণ্ড ঘটে, পরের দিন সকাল পর্যন্ত জ্বলতে থাকে সেই আগুন।

আমেরিকান বিমান একটি হেফযে কুরআন স্কুল এবং দুই বাসিন্দার বাড়িতেও হামলা চালিয়েছে, ফলে ছোট শিশু ও মহিলারা আহত হয়েছে। শাহাদা এজেন্সি থেকে প্রাপ্ত ছবিতে আমেরিকান বিমান থেকে ৪টি বোমা হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যুৎ কোম্পানি, কোরআনিক স্কুল এবং বেসামরিক বাড়িঘর ধ্বংসের চিত্র দেখানো হয়েছে। এছাড়া আহত কয়েকজন স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে দেখা যায়।

এরপর, ভোরে সাকো শহরে বোমা বর্ষণ করে মার্কিন বিমান। সেখানে দুটি বোমা বেসামরিক বাড়ি লক্ষ্য করে চালানো হয়। আর তৃতীয় বোমাটি একটি খালি জায়গায় পরে মাটিটে ছোট গর্ত তৈরি হয়।

সাম্প্রতিক মাসগুলিতে, দক্ষিণ সোমালিয়ার এই শহরগুলি কেনিয়ার বিমান দ্বারা বোমাবর্ষণ প্রত্যক্ষ করেছে। বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুতে ধারাবাহিক বোমা হামলার লক্ষ্য আশ-শাবাব শাসনাধীন ইসলামিক অঞ্চলগুলিতে বসবারত সাধারণ জনগণকে আতঙ্কিত করা এবং ভয় দেখানো বলে মনে হয়।

তবে শাবাব সূত্র বলছে, এই বোমা হামলাগুলি সোমালিয়ায় আশ-শাবাব মুজাহিদিনের মোকাবিলায় অ্যামেরিকান বাহিনী এবং আন্তর্জাতিক জোটের অক্ষমতাকে প্রমাণ করে দিয়েছে। বিশেষ করে মধ্য সোমালিয়ায় তাদের পরাজয় এবং সোমালি সরকার কর্তৃক আশ-শাবাব যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে শুরু করা সামরিক অভিযানের ব্যর্থতা ঢাকতেই এখন নির্বিচারে বেসামরিক জনগণের উপর বোমা হামলা চালাচ্ছে আন্তর্জাতিক ক্রুসেডার জোট বাহিনী।

আগের যুদ্ধগুলোতে সোমালি সরকার ও মিলিশিয়াদের দেওয়া অ্যামেরিকান সহায়তার বড় অংশই আশ-শাবাবের হস্তগত হয়েছে এবং অবশিষ্ট সামগ্রির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তাই অ্যামেরিকা এখন প্রতিশোধ গ্রহণ করছে সোমালি জনগণের বিরুদ্ধে নির্বিচার বিমান হামলা চালিয়ে ও বোমাবর্ষণ করে, যারা কি না আশ-শাবাবের নিয়ন্ত্রণাধীন ইসলামী অঞ্চলগুলিতে নিরাপদে ও শান্তিতে বসবাস করছে।

অ্যামেরিকার উক্ত বিমান হামলায় সৃষ্ট ধ্বংসযজ্ঞের ছবি নিয়ে একটি ফটো-রিপোর্ট ইনশাআল্লাহ্ আমরা খুব দ্রুতই প্রকাশ করতে যাচ্ছি আল-ফিরদাউস সাইটে। নিয়মিত পাঠকবৃন্দকে তাই আপনাদের নির্ভরযোগ্য এই নিউজপোর্টালে নজর রাখতে বিশেষ অনুরোধ করা হলো।

উত্তর ওয়াজিরিস্তানে টিটিপির স্নাইপার অভিযান বৃদ্ধি

গত ২৭ রবিউল আউয়াল মোতাবেক ১২ অক্টোবর সকালে তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের মুজাহিদগণ উত্তর ওয়াজিরিস্তানের রিজমাক জেলার কোন্ড এলাকায় একটি সেনা পোস্টে স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন। এতে বিদেশি মদদপুষ্ট পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন সেনা সদস্য নিহত হয়েছে।

একই দিন বিকেলে টিটিপির স্নাইপার যোদ্ধারা উত্তর ওয়াজিরিস্তানের বান্নু প্রদেশের রিজমাক জেলায় আরও একটি সেনা চৌকিতে আক্রমণ চালান। রিজমাকের কোন্ড এলাকার ঐ সেনা চৌকিতে চালানো ঐ স্নাইপার আক্রমণে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন অফিসার নিহত হয় বলে টিটিপি সূত্র নিশ্চিত করেছে।

উত্তর ওয়াজিরিস্তানে টিটিপির স্নাইপার মুজাহিদদের তৎপরতা সম্প্রতি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ৫ অক্টোবরেও সেখানে টিটিপির স্নাইপার মুজাহিদদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে স্পেশাল ফোর্সের সদস্যরা।

সেদিন সকালে পাকিস্তানি তালিবানের মুজাহিদরা উত্তর ওয়াজিরিস্তানের বানো প্রদেশের মির আলি জেলায় বিশেষ বাহিনীর একটি চেকপয়েন্ট আক্রমণ করেন। জেলার বাতসি আদা অঞ্চলে একটি স্নাইপার রাইফেল ব্যবহার করে পরিচালিত ঐ আক্রমণে দেশটির বিশেষ বাহিনীর একজন সদস্য নিহত হয়। সেখানে মুজাহিদদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য ব্যবহৃত একটি নিরাপত্তা ক্যামেরাও ধ্বংস করে দেন টিটিপি মুজাহিদিন।

'অনারব মুসলিমদেরকে ফিলিস্তিনে ঢুকতে দিন' - তালিবান নেতা মোহাম্মাদ মুতমাঈন

গত ১৩ অক্টোবর শুক্রবার আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে একটি জনসমাবেশের আয়োজন করা হয়। সেখানে সর্বস্তরের মানুষ স্বতস্ফুর্তভাবে অংশ নেন। ইসরায়েলের পতাকাও পুড়ানো হয়।

জনসমাবেশে বক্তৃতা প্রদানকালে সকলেই ফিলিস্তিনে ইহুদি আগ্রাসন ও ইহুদিদের প্রতি পশ্চিমা বিশ্বের নিরঙ্কুশ সমর্থনের কড়া সমালোচনা করেন। তারা এমনকি সাধারণ মুসলিমদের ফিলিস্তিনে প্রবেশের জন্য বর্ডার খুলে দিতে আরব দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানান, যেন তারা সেখানে গিয়ে ফিলিস্তিনি মুসলিমদের পক্ষে যুদ্ধ করতে পারে।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জাতীয় অলেম্পিক কমিটির সাবেক প্রধান মোহাম্মাদ মুতমাঈন আরবদের নিষ্ক্রিয়তাকে ব্যাঙ্গ করে বলেন, “আমরা আরব দেশগুলোকে বলছি। আপনারা বর্ডার খুলে দিন এবং অনারব মুসলিমদেরকে ফিলিস্তিনে প্রবেশের সুযোগ করে দিন। এরপর আপনাদের আর কিছুই করতে হবে না, শুধু বসে বসে আমাদের যুদ্ধ দেখবেন।”

তথ্যসূত্র:

https://twitter.com/doamuslims/status/1713154515271041495

১৪ই অক্টোবর, ২০২৩

ইসরায়েলের অপরাধনামা – নিরস্ত্র ফিলিস্তিনি হত্যা!

গত ১০ অক্টোবর ইসরায়েলি বাহিনী একটি ভিডিও রিলিজ করেছে, সেখানে দাবি করা হয় যে, ৪ জন সশস্ত্র হামাস সদস্য জাকিম বীচ এলাকায় তাদের সাথে যুদ্ধে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছে।

কিন্তু আলজাজিরা বলেছে যে, তাদের ডিজিটাল তদন্তে বেড়িয়ে এসেছে, ঐ ভিডিওতে বেশ কিছু অসঙ্গতি ছিল; মূলত ইসরাইল ৪ জন নিরস্ত্র বেসামরিক মুসলিমকে খুব কাছ থেকে গুলি করে হত্যা করেছে।

আলজাজিরা দাবি করেছে, তাদের ডিজিটাল তদন্ত টিম ইসরায়েলি সৈন্যদের প্রকাশ করা ভিডিওটি নিয়ে গভীর তদন্ত করে দেখেছে যে, প্রথমে ঐ এলাকায় ট্যাংক নিয়ে টহল দিচ্ছিল, আর তাদের পেছনে পায়ে হেটে আগাচ্ছিল কয়েকজন ইসরায়েলি সৈনিক।

এরপর ঝোপের আড়াল হঠাৎ ৪ জন ফিলিস্তিনি বের হয়ে আসে এবং আত্মসমর্পণের সংকেত দেয়। কিন্তু এরপর তাদেরকে নানা নির্দেশনা দেয় ইজরায়েলি সেনারা। তারা সেসবও মেনে চলেন। এরপরও নিরস্ত্র সেই ফিলিস্তিনিদের উপর গুলি চালানো হয়। তাদের হত্যার পর তাদের পজিশন পরিবর্তন করে তাদের নিকটে অস্ত্র ফেলে দেয়া হয় বলে বিশ্লেষণ করে বলেছে আলজাজিরা ডিজিটাল তদন্ত দল।

https://twitter.com/AJEnglish/status/1712907775301365989

আমেরিকা দাবি করে বলেছে যে, হামাস যুদ্ধের আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলে না। কিন্তু ইসরায়েল আইন মেনেই যুদ্ধ পরিচালনা করছে। কিন্তু তাদেরই বানানো আইনে এটি সুস্পষ্ট যুদ্ধাপরাধ। সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকার পরেও আমেরিকা বা পশ্চিমাদের জন্য ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আইনের বুলি আওড়ানোর সুযোগ নেই। কারণ প্রতিপক্ষ যে মুসলমান !

১৩ই অক্টোবর, ২০২৩

গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধাপরাধ!

গাজা ভূখণ্ড দখলের পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে অভিযান শুরু করেছে দখলদার ইসরায়েল, সাথে রয়েছে অ্যামেরিকা নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা বিশ্ব।

অ্যামেরিকা যুদ্ধবিমানবাহী রণতরীর বহর ও সামরিক সাহায্য পাঠানোর পর এবার ব্রিটেনও ইসরায়েলের সাহায্যার্থে যুদ্ধজাহাজ পাঠিয়েছে; সামরিক সাহায্য প্রদান করছে ফ্রান্স জার্মানি সহ অন্যান্য পশ্চিমা দেশগুলোও।

পশ্চিমা সমর্থনে ফুলেফেঁপে উঠা ইসরায়েল এখন তাই গাজার পূর্ব অংশের ১১ লাখ বাসিন্দাকে ঐ এলাকা থেকে সরে যেতে ২৪ ঘণ্টা সময় বেঁধে দিয়েছে, যা ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণাও দেওয়া হয়েছে, যেন গাজাবাসীর উপর সংঘটিত যুদ্ধাপরাধের আর কোন সংবাদই না পায় বিশ্ববাসী।

ইসরায়েলের কয়েক ডজন যুদ্ধবিমান ও হেলিকপ্টার গাজায় নির্বিচারে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। ১২ অক্টোবর বিকাল পর্যন্ত গাজায় ৬০০০ বোমা হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল এয়ার ফোর্স। নিষিদ্ধ ফসফরাস বোমার ব্যবহারও তারা করেছে গাজাবাসির উপর।

সব মিলিয়ে সেখানে পূর্ণ যুদ্ধ ছড়িয়ে পরার অবস্থা বিরাজ করছে বলা যায়।

ইসরায়েলি বিমান হামলায় অসহায়ের মতো মরছে গাজার মুসলিমরা; মরছে বৃদ্ধ, মরছে নারী ও শিশুরা। ১৩ অক্টোবর সকাল পর্যন্ত প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী, মৃতের সংখ্যা ১৫০০ ছাড়িয়েছে গাজায়। জ্বালানী, বিদ্যুৎ ও পানির সংযোগ বন্ধ করে দেয়ার পাশাপাশি নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী এমনকি খাদ্যসামগ্রী পর্যন্ত প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না গাজায়।

৩৬৫ বর্গকিলোমিটার আয়তনের গাজা ঘেরাও করে রেখেছে অন্তত ৩ লাখ ইহুদি সেনা।

এমন মানবেতর পরিস্থিতির মুখেও মুসলিম বিশ্বের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সমর্থন ও সাহায্য পাচ্ছে না ফিলিস্তিন।

‘ইউরোপ জুড়ে মুসলিমদেরকে অন্যায়ভাবে কালো তালিকায় রাখা হয়েছে’

পুরো ইউরোপ জুড়েই মুসলিমদের মানবাধিকার লঙ্ঘন ও ইসলাম বিদ্বেষী পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ইউরোপের সাতটি দেশের মুসলিম প্রতিনিধিরা।

গত ৫ অক্টোবর পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারশতে অনুষ্ঠিত সিকিউরিটি অ্যান্ড কোঅপারেশন ইন ইউরোপস (ওএসসিই) হিউম্যান ডাইমেনশন কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারী মুসলিম প্রতিনিধিরা আরও অভিযোগ করেন, ইউরোপে ক্রমবর্ধমান ইসলাম বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ার পিছনে রয়েছে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা।

অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, সুইডেন, স্পেন ও নেদারল্যান্ডসসহ সাতটি দেশের মুসলিম সংগঠন এ সম্মেলনে যোগ দেয়। তবে, লন্ডনভিত্তিক একটি মানবাধিকার সংগঠনের পরিচালক মুহাম্মদ রাব্বানিকে এই সম্মেলনে অংশ নিতে পোল্যান্ডে প্রবেশ করতে দেয়নি কর্তৃপক্ষ। তার নাম "শেনজেন ইনফরমেশন সিস্টেম" এ থাকায় তারা এই সিদ্ধান্ত নেয়। উল্লেখ্য, শেনজেন হলো ইউরোপের নিরাপত্তা এবং সীমান্ত ব্যবস্থাপনার জন্য একটি তথ্য আদান-প্রদান পদ্ধতি।

সম্মেলনে নেদারল্যান্ডসের মুসলিম রাইটস ওয়াচের মুখপাত্র আদানি আল-কানফুদি বলেন, 'অন্যান্য মুসলিম নাগরিক সংস্থার পাশাপাশি রাব্বানির সাথেও তার সাক্ষাত করার কথা ছিল। তাকে পোল্যান্ডে প্রবেশ করতে না দেয়ার ঘটনাটি একটি বড় উদাহরণ যে, এখানে মুসলিম সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের অন্যায়ভাবে কালো তালিকায় রাখা হয়।'

তিনি জানান, 'আমরা ভয়াবহ বাস্তবতার মধ্যে আছি। এখানে মুসলিমদেরকে পরিকল্পিতভাবে টার্গেট করা হয়, 'সাংবিধানিক অধিকার নির্লজ্জভাবে লঙ্ঘন করা হয়। এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা কেবল ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ওপরই প্রয়োগ করা হয় না, বরং আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীতি ও বিভাজন সৃষ্টি করা হয়।'

নিজের দেশের অবস্থা তুলে ধরে তিনি বলেন, শত শত মুসলিমকে ভ্রান্তভাবে সন্ত্রাসী তালিকায় রেখেছে ডাচ কর্তৃপক্ষ। এর ফলে অনেকে জীবিকা হারিয়েছে, অনেকে ব্যাংকিং ও ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার শিকার হয়েছে, অনেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মতো থাকছে।

সুইডেনের প্রতিনিধি আরমান জেজিজ বলেন, তিনি যখন বক্তৃতাটি লিখছিলেন, তখন সুইডেনে একটি মসজিদ পুড়িয়ে দেয়া হচ্ছিল।

তিনি বলেন, 'যদি বইপুস্তক পুড়িয়ে দেয়া হয়, মুসলিমদেরকে তাদের পোশাক পরতে দেয়া না হয়, তাদের ওপর সবসময় নজরদারি চালানো হয়, তাদেরকে যদি অব্যাহতভাবে সমস্যা হিসেবে দেখা হয়, তবে তারা কী করবে?'

বাস্তবতা হচ্ছে, শুধু ইউরোপ নয়, পুরো বিশ্ব জুড়েই ইসলাম বিদ্বেষের কালো থাবা ছড়িয়ে পড়েছে। সুইডেন, ডেনমার্কের মতো দেশে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তায় কুরআন পুড়ানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অথচ মুসলিম বিশ্বের নেতৃবর্গ কার্যত নীরব ভূমিকাই পালন করছে। শুধু মৌখিক নিন্দা জানানোর মধ্যেই তাদের প্রতিবাদ সীমাবদ্ধ থাকছে। ফলে, ইসলাম বিদ্বেষীরা ইসলাম ও মুসলিমদেরকে অবমাননা করার আরও সাহস পাচ্ছে।

তথ্যসূত্র:

1. Muslims 'unjustly placed on blacklists' across Europe, rights groups warn - https://tinyurl.com/yp59un7e

2. Rights groups slam ‘state-sponsored’ Islamophobia facing Muslims across Europe - https://tinyurl.com/bdz7ntt6

১২ই অক্টোবর, ২০২৩

গাজায় নিষিদ্ধ ফসফরাস বোমা ব্যবহার করছে ইসরাইল

ফিলিস্তিনের গাজায় সাধারণ মানুষকে লক্ষ্য করে ইসরাইলি বাহিনীর নির্বিচার বোমা হামলা চলছেই। অব্যাহত হামলায় জনবহুল গাজা রূপ নিয়েছে বিধ্বস্ত এক জনপদে। এখন পর্যন্ত সেখানে প্রায় ১১০০ ফিলিস্তিনি শহীদ হয়েছেন (১১ অক্টোবর পর্যন্ত সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী)। আহত হয়েছেন ৫ হাজার। এ ছাড়া আড়াই লাখের বেশি ফিলিস্তিনি বাড়ি-ঘর হারিয়ে উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়েছেন।

গত সোমবার (৯ অক্টোবর) গাজায় সর্বাত্মক অবরোধ আরোপের মাধ্যমে খাদ্য, পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেয় ইসরাইল। এতে সেখানে মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে। এবং ইতোমধ্যেই গাজা উপত্যকার একমাত্র বিদ্যুৎকেন্দ্রটিও বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে পুরো উপত্যকা এখন বিদ্যুৎহীন ও ঘোর অন্ধকার হয়ে পড়েছে।

এসবের মাঝেই বেসামরিক ফিলিস্তিনিদের লক্ষ্য করে সাদা ফসফরাস বোমা ব্যবহার শুরু করেছে ইসরাইলি বাহিনী।

সাদা ফসফরাস একবার কারো নাকে প্রবেশ করলে ধীরে ধীরে শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়ে বীভৎস মৃত্যু হয় তার, শরীরে লাগলে পুড়ে যায় চামড়া। এমন নিষিদ্ধ অস্ত্রই গাজার বেসামরিক মুসলিমদের উপর প্রয়োগ করেছে দখলদার ইসরাইল।

ইসরাইলি বাহিনী গত ৯ অক্টোবর সোমবার দিবাগত রাতের শুরুতে গাজার আল-কারামা এলাকায় মুহুর্মুহু সাদা ফসফরাস বোমা ফেলেছে।

https://twitter.com/OnlinePalEng/status/1712052724638888000

পশ্চিমাদের বানানো সংজ্ঞা অনুযায়ীই গাজায় ইসরাইলের যুদ্ধাপরাধ সকল সীমা অতিক্রম করেছে। এর মাঝেই ইসরাইলকে সর্বাত্মক সহায়তা করে যাচ্ছে অ্যামেরিকা নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা বিশ্ব। অ্যামেরিকা ইতিমধ্যে সামরিক সহায়তা ও যুদ্ধবিমানবাহী রণতরীর বহর পাঠিয়েছে ইসরাইলের জন্য। আর জাতিসংঘও ইসরাইলের এসকল যুদ্ধাপরাধের ব্যাপারে কার্যত নীরব ভূমিকা পালন করছে। কারণ তারা সবাই ইজরায়েলকে সমর্থন করে ও ইজরায়েলের যেকোন জুলুমকে তারা ইজরায়েলের অধিকার মনে করে।

তথসূত্র:

1. Israel-Palestine war: Reports of Israeli 'white phosphorus' use in Gaza - https://tinyurl.com/5n82dm7n

2. Israel used white phosphorus bombs in Gaza, claim Medical sources - https://tinyurl.com/prsz99d7

---

৭ বিলিয়ন আফগানি মূল্যের ২৫ টি প্রকল্প অনুমোদন

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের ন্যাশনাল প্রকিউরমেন্ট কমিশন (এনপিসি) মোট ২৫টি স্বতন্ত্র প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে, যার মোট মূল্য প্রায় ৭ বিলিয়ন আফগানি। মারমারিন প্রাসাদে অর্থনৈতিক বিষয়ক উপ-প্রধানমন্ত্রী মোল্লা আব্দুল গনি বারাদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত রুটিন অধিবেশনে তিনি নিজেই বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

এই অধিবেশনে মোট ২৭টি প্রকল্প জাতীয় ক্রয় কমিশনে আলোচনার জন্য উত্থাপন করা হয়েছিল। যাচাই-বাছাই শেষে এই প্রকল্পগুলোর মধ্যে ২৫টি বাস্তবায়নের জন্য সবুজ সংকেত পেয়েছে।

আফগানিস্তানে ব্রেশনা শেরকাত এবং কাবুল পৌরসভার জন্য অনুমোদিত প্রকল্পগুলির মধ্যে যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি, অর্থ, উচ্চশিক্ষা, পানি ও জ্বালানি, গ্রামীণ পুনর্বাসন ও উন্নয়ন সহ বিভিন্ন সেক্টরের কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সমষ্টিগতভাবে, এই উদ্যোগগুলি আনুমানিক প্রায় ৭ বিলিয়ন আফগানি মূল্যের।

অনুমোদিত প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে পাশদান, শাহ ওয়া আরোস এবং কামাল খান বাঁধের মুলতুবি কাজগুলি চূড়ান্ত করা, কান্দাহার, বালখ এবং বাদঘিস প্রদেশের বাসিন্দাদের জন্য খাবার পানির সরবরাহ করা, বিভিন্ন প্রদেশে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ পরিষেবা সরবরাহ করা, জনসাধারণের কাছে উচ্চ-গতির এবং উচ্চ-মানের ইন্টারনেট পরিসেবা সরবরাহ করা সহ আরও কয়েকটি উদ্যোগ।

এসব প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন হলে হাজার হাজার নাগরিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রকল্পগুলো অনুমোদন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণকে ইমারতে ইসলামিয়ার অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রমাণ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

তথসূত্র:

1. NPC approves 25 projects valued approximately 7 billion AFN - https://tinyurl.com/3fszsfrw

---

মানবিক বিপর্যয়ের মুখে গাজা, দৃঢ়ভাবে পাশে নেই কেউ

ইহুদিবাদী আগ্রাসনের প্রতিউত্তরে ফিলিস্তিনি মুজাহিদিন কর্তৃক ইসরাইলে ব্যাপক আক্রমণে আনন্দ প্রকাশ করেছে মুসলিম উম্মাহ। তবে বরাবরের মতোই মুসলিমদের প্রতিরোধ যুদ্ধকে সন্ত্রাস আখ্যা দিয়ে দখলদার ইসরাইলকে সমর্থন করছে পশ্চিমারা। তবে এরই মাঝে ইসরাইলের আক্রমণে গাজা ভূখণ্ডে যে ব্যাপক প্রাণহানি ও বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে, তার আলোচনা কিছুটা আড়ালে পড়েছে।

গত ৮ অক্টোবর থেকে ফিলিস্তিনের গাজা ও পশ্চিম তীরে ব্যাপক আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে ইসরাইল। গতকাল ১১ অক্টোবর রাত পর্যন্ত পাওয়া খবরে জানা গেছে যে, ইসরাইল স্থল ও বিমান হামলা চালিয়ে এপর্যন্ত ১২০০ ফিলিস্তিনি মুসলিমকে হত্যা করেছে। টাইমস অফ গাজা গত রাতে একটি এক্স পোস্টে এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। হামলার তথ্য প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বের অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমগুলোতেও। ইসরাইলি হামলায় আহত হয়েছেন আরও অন্তত ৫ হাজার মুসলিম।

সোশ্যাল মিডিয়ায় গাজায় ইসরাইলি হামলার ধ্বংসযজ্ঞের নানান ছবি ও ভিডিও ঘুরে বেড়াচ্ছে। গোটা গাজা ভূখণ্ডকে যেন এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত করার মিশন হাতে নিয়েছে ইসরাইল।

গাজার পাশাপাশি পশ্চিম তীরেও আক্রমণ চালাচ্ছে ইহুদি সেনারা। গত রাত পর্যন্ত প্রাপ্ত খবরে এখন পর্যন্ত সেখানে প্রায় ৩০ জন মুসলিমকে খুন করেছে ইসরাইল। ইসরাইলি হামলায় সেখানে আহত হয়েছে আরও অন্তত ১৫০ জন।

গাজা উপত্যকায় ইসরাইলের বিমান হামলায় কমপক্ষে ২৬০ শিশু নিহত হয়েছে। ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। এদিকে ফিলিস্তিনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইসরাইলি বাহিনীর বিমান হামলায় ২২ হাজার ৬০০টির বেশি আবাসিক ভবন, ১০টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ৪৮টি স্কুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

গাজা ভূখণ্ডে ইসরাইল চতুর্দিক দিয়ে অবরোধ করে রেখেছে দীর্ঘদিন থেকে। জল-স্থল ও আকাশপথে এই অবরোধ কার্যকর করে গাজা ভূখণ্ডকে গোটা পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে দেশটি। এমনকি পার্শ্ববর্তী মুসলিম প্রধান দেশ মিশরও ইসরাইলের সাথে তাল মিলিয়ে গাজার সাথে নিজেদের সীমান্ত সিল করে দেয়। ফলে গাজাবাসী নিজেদের নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী পাওয়ার জন্য আর কোন জায়গা পাচ্ছে না। এখন আবার ইসরাইল নিত্যপ্রোয়োজনীয় সামগ্রীও প্রবেশ করতে দিচ্ছে না সেখানে। আর সেখানে পানি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সরবরাহও বন্ধ করে দিয়েছে ইসরাইল। দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োয়াভ গালান্ট ঘোষণা দিয়েছে, গাজাকে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করার পাশাপাশি অঞ্চলটিতে খাদ্য বা জ্বালানি, কোনো কিছুই প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।

এদিকে জ্বালানির অভাবে বন্ধ হয়ে গেছে গাজার একমাত্র বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি। ফলে অন্ধকারে নিমজ্জিত গোটা গাজা; রাতের অন্ধকারকে আলোকিত করতে ইসরাইলের বোমা হামলায় সৃষ্ট আলো ছাড়া আর কোন আলো পাচ্ছে না গাজার অধিবাসীরা! বিদ্যুৎ না থাকায় গাজার হাসপাতালগুলোকে এখন কেবল জেনারেটরের ওপর ভরসা করে চলতে হবে। সেটিও চালানো যাবে আর বড়জোর দুই থেকে চার দিন, এরপর শেষ হয়ে যাবে মজুদকৃত জ্বালানিও। বিদ্যুৎ না থাকার অর্থ, উপত্যকায় পানি সরবরাহ বন্ধ থাকবে।

গাজার ওপর ইসরাইলের এই সর্বাত্মক অবরোধ যুদ্ধাপরাধ ও আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন, তবে এব্যাপারে ঠুনকো সতর্কতামূলক বিবৃতি জারি করা ছাড়া আর কোন দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেয়নি জতসংঘ। তবে শুরুতে তারা আল-কাসসাম ব্রিগেডের অভিযানের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে ইসরাইলের পক্ষ নিয়েছিল ঠিকই।

জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, ইসরায়েলের চলমান হামলার কারণে আড়াই লাখের বেশি ফিলিস্তিনি তাদের বাড়ি-ঘর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে। জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক সংস্থা জানিয়েছে, গাজা থেকে দুই লাখ ৬৩ হাজার ৯৩৪ জনের বেশি মানুষ তাদের বাড়ি-ঘর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলেও সতর্ক করা হয়েছে।

এতোকিছুর পরেও ইসরাইলকে সামরিক ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে অ্যামেরিকা। তারা এমনকি বিশাল নৌবহর পাঠিয়েছে ইসরাইলের সাহায্যার্থে; সেই সাথে রয়েছে অস্ত্র ও অন্যান্য যুদ্ধউপকরণ প্রেরণ। আমেরিকার অবস্থান দেখে বুঝা যাচ্ছে যে, এটা তাদেরই যুদ্ধ। তারাও এই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ একটা পক্ষ, যারা ইসরায়েলের পক্ষে।

সর্বশেষ প্রাপ্ত খবরে জানা যায়, গাজা সীমান্তে অত্যাধুনিক ট্যাংক, সাঁজোয়া যান ও ভারি অস্ত্র সহ প্রায় ৩ লাখ সেনা মোতায়েন করেছ ইসরাইল।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে যে, গাজাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে গোটা অঞ্চলটিকে নিজেদের দখলে নেওয়ার কার্যক্রম শুরু করেছে ইহুদিবাদী ইসরাইল ও তার পশ্চিমা মিত্ররা। একই সময়ে লেবানন ও পশ্চিম তীরেও আক্রমণ শুরু করায় তাদের গ্রেটার ইসরাইল বাস্তবায়নের বিষয়ে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হচ্ছে। মুসলিমদের নিরাপত্তা বিধানে এখন পর্যন্ত তেমন উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে না কাউকেই; প্রকাশ্য সমর্থন ঘোষণাকারীরাও এখনো নির্বিকার।

তথ্যসূত্র:

1. 'We have no water': Gaza faces deeper humanitarian crisis as Israel tightens its hold - https://tinyurl.com/2p8934jw

2. 1100 Palestinians killed in the Israeli aggression on Gaza.- https://tinyurl.com/4bu7wwe8

3. Israel pulverises Gaza after Hamas attack as it collects its dead - https://tinyurl.com/45hhkea4

4. Israeli defense minister orders 'complete siege' of Gaza, as Hamas threatens hostages - https://tinyurl.com/mnz2ebd7

5. গাজায় ইসরায়েলের বিমান হামলায় ২৬০ শিশু নিহত - https://tinyurl.com/4fmuuw27

ফিলিস্তিন-ইসরাইল যুদ্ধ: ৫ম দিনের আপডেট

দীর্ঘ ৭৫ বছর ধরে ফিলিস্তিনিদের উপর চলমান জায়নবাদী ইসরাইলি আগ্রাসনের প্রতিবাদে গত ৭ অক্টোবর এক অভাবনীয় প্রতিবাদী অভিযান পরিচালনা করেছে হামাস। প্রায় এক হাজার ফিলিস্তিনি স্থল, জল ও আকাশ পথে ইসরাইলে প্রবেশ করে এই অভিযানটি পরিচালনা করে যা, গত ৫০ বছরে ইসরাইলের উপর সবচেয়ে বড় প্রতিশোধ।

এরপর অবরুদ্ধ গাজায় নির্বিচারে বিমান হামলা শুরু করে ইসরাইল। উভয় পক্ষই চূড়ান্ত যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছে। এ রিপোর্ট লিখা পর্যন্ত [১২ অক্টোবর সকাল] বিভিন্ন পয়েন্টে যুদ্ধ চলমান আছে। এখন পর্যন্ত পাওয়া হতাহত ও ক্ষয়কতির সর্বশেষ আপডেট:

গাজা আপডেট:

নিহত - ১,২০০ জন।

শিশু - ৩০০ জন।

আহত - ৫,৬০০ জন।

ঘরবাড়ি ধ্বংস - ২২,৬৩৯টি।

হাসপাতাল ধ্বংস - ১০টি।

বাস্তুচুত - ৩,৩৮,৯৩৪ জন।

উল্লেখ্য যে, গাজায় বর্তমানে ইন্টারনেট ও বিদ্যুৎ পরিসেবা বন্ধ করে দিয়েছে ইসরাইল। পাশাপাশি, বাইরে থেকে অবরুদ্ধ গাজায় কোনো ধরনের খাবার, ঔষধ ও প্রয়োজনীয় সাপ্লাই প্রবেশ করতে দিচ্ছে না।

পশ্চিম তীর আপডেট:

নিহত - ২৯ জন।

আহত -১৫০ জন।

ইসরাইলে হতাহতের সর্বশেষ সংবাদ:

নিহত - ১,২০০ জন।

আহত - ৩,০০০ জন।

গাজায় ইসরাইলি আগ্রাসনের কিছু ছবি...

https://alfirdaws.org/2023/10/12/64794/

তথ্যসূত্র:

1. Israel-Hamas war live: Rallies held around world in support of Palestinians - https://tinyurl.com/mcj87v9r

2. Update: 1200 Palestinians killed, more than 5600 injured in the Israeli aggression on Gaza. - https://tinyurl.com/2bc6mf5m

3. Israel kills 300 children in the ongoing aggression on Gaza Strip. - https://tinyurl.com/42bnm9kb

4. West Bank update- - https://tinyurl.com/2ydzyfcs

১১ই অক্টোবর, ২০২৩

সংঘ প্রধানের কাশ্মীর সফর, নিরাপত্তা জোরদার ও কড়াকড়ি আরোপ

হিন্দুত্ববাদীদের মাতৃ সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বা আরএসএসের প্রধান ৩ দিনের সফরে আগামী ১৩ অক্টোবর কাশ্মীর যাচ্ছে। সেখানে সে আরএসএস সহ হিন্দুত্ববাদী অন্যান্য সংগঠনের কাজকর্ম ও অগ্রগতি তদারকি করতে যাবে। তার সফরের স্থানগুলোতে ব্যাপক নিরাপত্তা প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে বলে স্থানীয় কয়েকটি সংবাদসূত্রে জানা গেছে।

সূত্র জানায়, হিন্দুত্ববাদীদের নেতা মোহন ভগবত ১৪ ও ১৫ তারিখে ইউনিয়ন টেরিটরি হিসেবে ঘোষিত জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ অঞ্চলে আরএসএস এবং সংঘের অনুসারী দলগুলোর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নিবে। এরপর ১৫ তারিখে সে কাঠুয়া শহরে ৪ থেকে ৫ হাজার স্বয়ংসেবকদের একটি অনুষ্ঠানে দিকনির্দেশনামূলক ভাষণ দিবে।

এটা স্পষ্ট যে, ভগবতের কাশ্মীর সফরের উদ্দেশ্য হচ্ছে সেখানকার হিন্দুত্ববাদী শক্তিকে আরো সংগঠিত করা এবং তাদের কার্যক্রম তদারকি করা। ২০১৯ সালে কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিলের পর থেকে কাশ্মীরি মুসলিমরা যখন ইতিমধ্যেই কোণঠাসা হয়ে পড়েছে, এর মাঝে ভগবতের এই কাশ্মীর সফর মুসলিম নিপীড়নে সেখানকার হিন্দুত্ববাদী শক্তিকে আরও বেশি উৎসাহিত করবে।

তাছাড়া ইতিমধ্যে ভগবতের অবস্থানের স্থানগুলো ঘিরে করা নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করায়, সেসকল স্থানের আশেপাশে মুসলিমদের চলাচল এমনিতেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। কিছু সূত্রে নির্দিষ্ট এলাকাগুলোর আশেপাশে নিরাপত্তা তল্লাশির নামে হয়রানির মাত্রাও বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনার কথাও জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিলের পর থেকেই সেখানে হিন্দুত্ববাদী শক্তিগুলো মুসলিমদের উপর চড়াও হওয়ার ঘটনা বেড়েছে। এমনিতেই সেখানে আগে থেকেই দখলদার ভারতীয় বাহিনীগুলো মুসলিমদের উপর নানা ধরণের নিপীড়ন চালিয়ে আসছে, তার উপরে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো সেখানে দিন দিন শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকায় মুসলিমদের জন্য পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে পড়েছে। এর উপরে মোহন ভগবতের এই সফর কাশ্মীরে হিন্দুত্ববাদী দখলদারিত্ব ও জুলুম-নিপীড়নের মাত্রা আরো বৃদ্ধি করবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

আর কাঠুয়া হচ্ছে সেই এলাকা, যেখানে ৮ বছর বয়সি আসিফা বানুকে টানা কয়েক দিন আটকে রেখে ধর্ষণ ও নির্যাতন করার পর হত্যা করেছিল এক মন্দিরের পুরহিত এবং তার ছেলে ও ভাতিজা সহ কয়েকজন হিন্দু পুলিশ সদস্য মিলে।

তথ্যসূত্র:

1. RSS chief to review working of Sangh, offshoot bodies during his 3 days Jammu visit from Oct 13 - https://tinyurl.com/bdz7bkyr

2. RSS Chief Bhagwat’s Jammu visit begins on October 13 - https://tinyurl.com/mhu6ww75

3. RSS chief to visit J&K to review preparedness for 2024 LS polls - https://tinyurl.com/3fujab47

'সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে, আমরা ইসরাইলের পাশে আছি': মোদি

ফিলিস্তিনিদের ওপর দীর্ঘদিন চলা আগ্রাসনের প্রতিবাদে ইসরাইলে অতর্কিত অভিযান চালিয়েছে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের সশস্ত্র শাখা আল কাসসাম ব্রিগেড। বিশ্ব সম্প্রদায় বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্ব ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরাইলি আগ্রাসনের সময় নীরব থাকলেও এবার সরব হয়েছে; তবে , ফিলিস্তিনিদের পক্ষে নয়, বরং দখলদার ইসরাইলের পক্ষে দাঁড়িয়েছে তারা। তারা ফিলিস্তিনিদের বৈধ ও ন্যায্য আক্রমণকে অবৈধ ও সন্ত্রাসী হামলা হিসেবে উল্লেখ করছে।

পশ্চিমাদের পাশাপাশি হিন্দুত্ববাদী ভারত সরকারের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও হামাসের অভিযানকে সন্ত্রাসী হামলা হিসেবে উল্লেখ্য করে ইসরাইলের পাশে থাকার ঘোষণা দিয়েছে।

গত ৭ অক্টোবর এক এক্স (সাবেক টুইটার) বার্তায় এ ঘোষণা দিয়েছে মোদি। সে বলেছে, ‘ইসরাইলে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার খবর শুনে গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছি। নিরীহ ভুক্তভোগী ও তাদের পরিবারের জন্য প্রার্থনা করছি। এ কঠিন সময়ে আমরা ইসরাইলের প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করছি, পাশে আছি।’

দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে ফিলিস্তিনে আগ্রাসন চালাচ্ছে ইসরাইল; প্রতিবছর, প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত হচ্ছে সেখানে। কয়েক দশকে খুন করা হয়েছে হাজার হাজার মাজলুম ফিলিস্তিনি মুসলিমকে। ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদের শিকার হয়ে উদ্বাস্তু জীবন যাপন করছেন লাখ লাখ মুসলিম। নিজ দেশ হওয়া সত্ত্বেও পরাধীন জীবন-যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন তারা।

এসবের প্রেক্ষিতে ফিলিস্তিনিরা যখন নিজেদের অধিকার আদায়ের পদক্ষেপ নিলো, তখন একযোগে বিশ্বের সকল কথিত পরাশক্তি তাদেরকে সন্ত্রাসী তকমা দিতে শুরু করেছে। ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ইসরাইলকে সব রকম সামরিক সহায়তা দেয়ার ঘোষণা দিচ্ছে তারা একে একে। তাদের সাথে এবার টাল মিলিয়েছে হিন্দুত্ববাদী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

উল্লেখ্য, গত কয়েক দশক ধরে ইহুদিবাদী ইসরাইলের সাথে নিবির সম্পর্ক গড়ে তুলেছে হিন্দুত্ববাদী ভারত। বিগত কয়েক বছরে ইসরাইলি অস্ত্রের প্রধান ক্রেতা হয়ে উঠেছে তারা। 'সুসম্পর্কের' ধারাবাহিকতায় এবার উপমহাদেশের মুসলিম ভূমি কাশ্মীর দখলকারী ভারত নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে ফিলিস্তিনি মুসলিমদের ভূমি দখলকারী ইহুদিবাদী ইসরাইলের পক্ষ নিয়েছে।

হক্কানি উলামায়ে কেরামের মতে, পরস্পরের প্রতি ইসরাইল এবং ভারতের এই পক্ষপাত ও অন্ধ সমর্থন কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের মহাবাণীকে স্মরণ করিয়ে দেয় - "মুসলিমদের সাথে শত্রুতায় মানুষের মধ্যে তুমি ইহুদি ও মুশরিকদেরকেই অগ্রগামী দেখতে পাবে।"

তথ্যসূত্র:

1. Deeply shocked by the news of terrorist attacks in Israel. Our thoughts and prayers are with the innocent victims... - https://tinyurl.com/y5d7bzhc

---

ফটো-রিপোর্ট || দক্ষিণ সোমালিয়ায় বিমান হামলা, বেসামরিক বাড়িঘর, স্কুল ও মসজিদ ধ্বংস

গত ১৮ রবিউল আউয়াল মোতাবেক ৪ অক্টোবর রাতে কেনিয়ার যুদ্ধবিমান সোমালিয়ার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে জুবা ও জাদু রাজ্যের বুয়ালী (بوالي) এবং আইল আদী শহরে নৃশংস বোমাবর্ষণ করেছে।

রাত আনুমানিক নয়টার দিকে কেনিয়ার ৪ টি বিমান বেসামরিক স্থাপনা লক্ষ্য করে জুবা রাজ্যের বুয়াল শহরের আশেপাশের এলাকায় বোমাবর্ষণ করে। ক্রুসেডারদের বিমান থেকে চালানো বোমা হামলার ফলে শিশুদের দার আল-হুদা স্কুল, নিরস্ত্র বেসামরিকদের ঘরবাড়ি এবং একটি গাড়ি ধ্বংস হয়। গ্যারেজটি শহরের একজন সুপরিচিত ব্যবসায়ীর মালিকানাধীন ছিল।

উক্ত বিমান হামলায় যদিও কোন প্রাণহানির ঘটনা এখন পর্যন্ত জানা যায়নি, তবে বাসিন্দাদের সম্পত্তি এবং অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি রেকর্ড করা হয়েছে।

একই রাতে কেনিয়ার বিমানগুলিও জাদু রাজ্যের আইল আদী শহরে বোমাবর্ষণ করেছে। সেখানে, আনুমানিক রাত ১ টার দিকে তারা শহরের আশেপাশের এলাকাগুলিকে ৩টি অবস্থান লক্ষ্য করে বোমা ফেলে। এর ফলে বাসিন্দাদের সম্পত্তি এবং অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছে। তবে সেখানেও কোন প্রাণহানির খবর পাওয়া যায় নি।

কেনিয়া এর আগেও অসংখ্য বোমা হামলা চালিয়েছে। তারা ইচ্ছাকৃতভাবে রাতের বেলায় বিমান হামলাগুলো চালানো, যার ফলে নিহত ও আহত হয়েছে অসংখ্য বেসামরিক নাগরিক, যাদের অধিকাংশই নারী ও শিশু।

কেনিয়ার বিমান হামলার লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে একটি মসজিদও ছিল। সেই সাথে হামলার কবলে পড়েছে মসজিদটিতে আশ্রয় নিতে যাওয়া একজন মহিলা এবং তার শিশুরা।

কেনিয়ার এই আগ্রাসি হামলার বিপরীতে আশ-শাবাবের সামরিক নেতৃত্ব কেনিয়ার প্রতি একটি সতর্কীকরণ বিবৃতি জারি করে বলেছে যে, বেসামরিকদের উপর এই কাপুরুষোচিত হামলার জন্য কেনিয়াকে মূল্য দিতে হবে। সোমালিয়ার দক্ষিণে কেনিয়ার ক্রমাগত বোমা হামলার কারণে কেনিয়ার ভূখণ্ডে সংঘাতের তীব্রতা বৃদ্ধি পাবে।

শাহাদা এজেন্সি কেনিয়ার বোমা হামলায় সৃষ্ট ধ্বংসযজ্ঞের কিছু ছবি প্রকাশ করেছে। নীচে আমরা কেনিয়ার বিমান হামলার ভয়াবহতা ও ধ্বংসযজ্ঞের কিছু ছবি আল-ফিরদাউসের পাঠকও দর্শকদের জন্য উপস্থাপন করছি -

বোওয়ালি শহরে বোমা হামলার ছবি

সকল ছবি একসাথে দেখুন - https://files.fm/u/5qtbanryyg

https://alfirdaws.org/2023/10/11/64783/

আফগান শরণার্থীদের দেশ ছাড়ার আল্টিমেটাম, তালিবানের তীব্র প্রতিক্রিয়া

গত মঙ্গলবার পাকিস্তান সরকার প্রায় ১.৭৩ মিলিয়ন আফগান শরণার্থীকে পাকিস্তান ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছে। আগামী ১ নভেম্বরের মধ্যেই পাকিস্তান ত্যাগ করতে হবে তাদের। সাম্প্রতিক সময়ে আফগান শরণার্থীদের উপর পাকিস্তান সরকারের নির্যাতনের যে অভিযোগ আসছে, পাক সরকারের এই সিদ্ধান্ত সেখানে নতুন সংযোজন।

পাকিস্তান বলছে, যাদের কাছে বৈধ কাগজপত্র পাওয়া যাবে না, তাদেরকে পাকিস্তান ছাড়তে হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা বৈধ কাগজপত্র থাকার পরেও আফগানদের গ্রেফতার করছে। ৪৫ বছর বয়সী বিবি লায়লা ৪০ বছর ধরে পাকিস্তানে বাস করছেন। সম্প্রতি পাকিস্তানী পুলিশ তার ২৪ বছর বয়সী বড় ছেলে আত্তাউল্লাহকে গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতার হওয়া আফগান শরণার্থীর চাচা কুরবান নাজার বলেন, "তার পরিচয়পত্রের ডকুমেন্ট থাকা সত্ত্বেও পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে । যদি সে কোনো অপরাধ করে থাকে, তবে তাদের উচিত আইনী প্রক্রিয়া অনুসরণ করা। যদি তার সাথে (পাকিস্তান সরকার প্রদানকৃত) কোনো পরিচয়পত্র না থাকতো, তবে একটা কথা ছিল। আমরা বহু প্রচেষ্টার পর সরকারের কাছ থেকে ডকুমেন্ট পেয়েছি। কিন্তু এভাবে যদি আমাদের গ্রেফতার করা হয়, তবে আমাদের পকেটে থাকা এই ডকুমেন্টের কী মূল্য আছে?"

পাকিস্তান সরকার মানবিকতাবোধ ও নিয়মনীতির কোনো তোয়াক্কা না করে যুদ্ধকালীন সময়ে আশ্রয় নেওয়া আফগানিস্তান শরণার্থীদেরকে নিজ দেশে ফিরে যেতে বাধ্য করছে এবং গ্রেফতার করে নির্যাতন করছে। শরণার্থীদের কাছে কথিত বৈধ কাগজপত্র থাকুক বা না-থাকুক, তাদেরকে আশ্রয় দেওয়া-ই নিয়ম। তার উপর মুসলিমদেরই একটি ভূখণ্ডে মুসলিমরা আশ্রয় নিতে গিয়েছে, এখানে কাটাতারের সীমান্ত বাঁধা হয়ে দাঁড়ানোর কোনো যৌক্তিকতা বা বৈধতা নেই বলে মনে করেন হক্কানি উলামায়ে কেরাম। বরং সেই ভূখণ্ডের মুসলিমদের উপর আবশ্যক হলো তাদের বিপদগ্রস্ত মুসলিম ভাই-বোনদের সাহায্যার্থে নিজের সামর্থ্যের সবটুকু নিয়ে এগিয়ে আসা। কিন্তু পাকিস্তানের জালিম সরকার এসবকিছুর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে।

পাকিস্তানের এমন সিদ্ধান্তের বিষয়ে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের নেতৃবৃন্দ তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। ইমারতে ইসলামিয়ার মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ বলেন, আফগান শরণার্থীদের প্রতি পাকিস্তানের আচরণ অগ্রহণযোগ্য। ইসলামাবাদকে তাদের পরিকল্পনা পুনর্বিবেচনা করার আহ্বানও জানান তিনি। মুজাহিদ বলেন, "আফগান শরণার্থীরা পাকিস্তানের নিরাপত্তার জন্য হুমকিমূলক কোনোকিছুতে জড়িত নন। যতদিন না তারা স্বেচ্ছায় পাকিস্তান ত্যাগ করেন, পাকিস্তানের উচিত তাদেরকে মেনে নেওয়া।"

পাকিস্তানের এমন সিদ্ধান্ত পাক-আফগান রাজনীতিতে নতুন করে উত্তাপ ছড়িয়েছে। দুই দেশের মধ্যকার সম্পর্কে এটি ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে বলে মনে করেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মোল্লা মুহাম্মাদ ইয়াকুব মুজাহিদ। তিনি পাকিস্তানের এমন সিদ্ধান্তকে অন্যায় আখ্যায়িত করে এর নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, "এটি একটি অন্যায় ও অনুচিত সিদ্ধান্ত। আফগানদের প্রতি যেসব পাকিস্তানী কর্মকর্তা সন্ত্রাস ও নিষ্ঠুরতা দেখাচ্ছে, তাদেরকে থামাতে আমরা পাকিস্তানি নাগরিক, ধর্মীয় আলেম এবং প্রবীণ রাজনীতিবিদগণের কাছে আবেদন জানাই।"

ইমারতে ইসলামিয়ার পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শের মুহাম্মাদ আব্বাস স্টানিকজাই বলেন, পাকিস্তানের এই সিদ্ধান্ত প্রতিবেশী দেশের আচরণ এবং আন্তর্জাতিক আইনের সীমারেখা লঙ্ঘন করেছে। তিনি পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের আহ্বান জানান আফগানদের বিরুদ্ধে অযথা অভিযোগ উত্থাপন করে দুই দেশের মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষতি না করতে।

তিনি বলেন, "আমরা আমাদের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করেছি। এই বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা আছে। পাকিস্তান যদি চায়, তবে আমরা তাদেরকে এই সমস্যাগুলো সমাধান করার ব্যাপারে পরামর্শ দিতে পারি।"
আব্বাস স্টানিকজাই আরও বলেন, আফগানরা সোভিয়েত ইউনিয়নের আগ্রাসন থেকে পাকিস্তানকে মুক্ত রেখেছে। যদি মুজাহিদিন যুদ্ধ না করতেন, তবে সোভিয়েত ইউনিয়ন গাওয়াদার (পাকিস্তানের একটি শহর) দখল করে নিতো।

পাকিস্তান সরকার ও কর্মকর্তারা বহুদিন ধরে সুস্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া অভিযোগ করছে যে, বিদেশি মদদপুষ্ট পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর উপর চালানো হামলা আফগানিস্তান থেকে পরিচালনা করা হয়। ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের পক্ষ থেকে এমন অভিযোগ বার বার নাকচ করে দেওয়া হয়েছে। তারা পাকিস্তানকে পরামর্শ দিয়েছেন যেন অন্যদেরকে অভিযুক্ত করার বদলে পাকিস্তান নিজেদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার দিকে মনোযোগ দেয়।

পাকিস্তানী বাহিনীগুলোর উপর হামলাকারী তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানও আফগানিস্তান থেকে এসে হামলা করার বিষয়টিকে অস্বীকার করেছে। চিত্রালে এক অভিযানের পর জারি করা বিবৃতিতে টিটিপি বলেছে, "চিত্রালে পাকিস্তানের বাহির থেকে হামলা চালানোর কোনো কারণ নেই। অন্য কোনো দেশ থেকে এসে এমনভাবে নিয়মিত ও বড় ধরনের হামলা চালানো সম্ভব নয়।"

এদিকে পাকিস্তান থেকে নতুন করে ফিরে আসা শরণার্থীদের দেখভালের জন্য একটি প্রতিনিধি দল গঠন করেছেন ইমারতে ইসলামিয়া কর্তৃপক্ষ। প্রতিনিধিদল বলেছেন, নানগারহার প্রদেশের লালাপুরে জেলায় একটি নতুন শরণার্থী শিবির গড়ে তোলা হবে। ইতোমধ্যে প্রতিনিধিদলের সদস্যরা সেখানে পৌঁছেছেন।

প্রতিনিধি দলের একজন সদস্য ফজল বারি ফজলি বলেন, "যেসব পরিবারের দায়িত্বভার নারীদের কাঁধে অথবা যাদের কোনো আশ্রয় নেই বা যাদেরকে দেখাশোনা করার মতো কেউ নেই, তাদের যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হবে। ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান তাদের জন্য লালপুরে একটি ক্যাম্প তৈরি করতে চায়।"

উল্লেখ্য, অফিসিয়াল পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে জানা যায়, গত দুই বছরে তুরখাম সীমান্তগেট পার হয়ে পাকিস্তান থেকে আফগানিস্তানে ফিরে এসেছেন প্রায় দেড় লক্ষ আফগান শরণার্থী।

তথ্যসূত্র:

1. Islamic Emirate: Pakistan's Decision to Expel Afghan Refugees 'Unjust' - https://tinyurl.com/32xs9ctn

2. Concerns Mount About Pakistani Arrests, Deportations of Afghans - https://tinyurl.com/bdhavw8y

3. Kabul Reacts to Pakistan's Forcing Afghan Refugees to Leave - https://tinyurl.com/3ctm34tf

4. Camp to Be Established for Returning Refugees in Nangarhar - https://tinyurl.com/38zyxzkc

5. TTP accuses Pakistan Govt of crimes against Afghan migrants

- https://tinyurl.com/mzezpxx

১০ই অক্টোবর, ২০২৩

ইসরাইলের সমর্থনে নৌবহর পাঠিয়েছে অ্যামেরিকা!

ফিলিস্তিনি মুসলিমদের উপর শত বছরের ধারাবাহিক অত্যাচার-নির্যাতনের প্রতিশোধ হিসেবে ইসরাইলের ভূখণ্ডে প্রবল আঘাত হেনেছেন ফিলিস্তিনি মুজাহিদরা, নিহত হয়েছে নয় শতাধিক ইহুদি, বন্দী হাজারোর্ধ্ব। ইসরাইলি আগ্রাসনে ইতিমধ্যে শাহাদাত বরণ করেছেন প্রায় সাতশত ফিলিস্তিনি।

তবে ফিলিস্তিনি মুজাহিদদের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে আক্রমণের বিপরীতে গাজা অঞ্চলে নির্বিচারে বোমা হামলা চালাচ্ছে ইসরাইল, ইতিমধ্যে বাস্তুচ্যুত হয়েছেন লক্ষাধিক গাজাবাসি।

এতোকিছুর পরেও দখলদার ইসরাইলের পক্ষ নিয়েছে কথিত বিশ্বমোড়ল হিসেবে পরিচিত পশ্চিমা দেশগুলো। অন্যদিকে, ফিলিস্তিনি মুসলিমদের বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালাতে ইসরাইলকে বরাবরের মতো এবারও সরাসরি সামরিক সহায়তা দিচ্ছে অ্যামেরিকা।

এরই মাঝে তারা সন্ত্রাসী ইসরাইলের সাহায্যার্থে বিমানবাহী রণতরী ও মিসাইলবাহী যুদ্ধজাহাজ পাঠিয়েছে, যা এই রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার কথা। ইসরাইলকে বিভিন্ন ধরণের সমরাস্ত্র সরবরাহ করার ঘোষণাও দিয়েছে মানবতার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের পৃষ্ঠপোষক এই দেশটি। গোটা বিশ্বের বিবেকবান মানুষরা যখন ইসরাইলি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনি জনগণ ও মুজাহিদদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার পক্ষে অবস্থান নিয়েছে, সেখানে মানবতা ও বিবেক বিসর্জন দিয়ে সন্ত্রাসী ইসরাইলের পক্ষে সরাসরি অবস্থান গ্রহণ করেছে অ্যামেরিকা, সেই সাথে গোটা পশ্চিমা বিশ্ব।

সন্ত্রাসী ইসরাইলের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনি মুজাহিদিন ও সাধারণ জনগণের প্রতিআক্রমণের প্রথম দিনেই ইসরাইলকে সমর্থন প্রদান ও সাহায্য করার ঘোষণা দিয়েছিল পতনশীল বিশ্ব পরাশক্তির তকমা পাওয়া অ্যামেরিকা। অ্যামেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছিল, "ইসরাইলকে সব রকমের সহায়তা করার জন্য ওয়াশিংটন প্রস্তুত আছে।... আমরা কখনও ইসরাইলের পক্ষে দাঁড়াতে পিছপা হবো না।"

একই দিন গত ৮ অক্টোবর ইউএস সেন্ট্রাল কমান্ডের হেড কোয়ার্টার থেকে একটু জরুরী প্রেস রিলিজ প্রকাশ করে ঘোষণা দেওয়া হয় যে, ইউএসএস জেরাল্ড আর. ফোর্ড কেরিয়ার স্ট্রাইক গ্রুপকে পূর্ব ভূমধ্য সাগরে পাঠানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এই স্ট্রাইক গ্রুপের অধীনে রয়েছে ইউএস নেভির এয়ারক্রাফট কেরিয়ার (বিমানবাহী রণতরী) ইউএসএস জেরাল্ড আর. ফোর্ড (CVN-78), টাইকনডেরগা ক্লাস গাইডেড মিসাইল কেরিয়ার ইউএসএস নরমান্ডি (CG 60) এবং আরলেই-বার্ক ক্লাস গাইডেড মিসাইল ডেসট্রয়ার ইউএসএস থমাস হাডনের (DDG 116), ইউএসএস রেমেজ (DDG 61), ইউএসএস কার্নে (DDG 64), এবং ইউএসএস রুজভেল্ট (DDG 80)।

এছাড়াও, তারা বলেছে যে, ঐ এলাকায় তারা ইউএস এয়ার ফোর্সের এফ-১৫ (F-15), এফ-১৬ (F-16) এবং এ-১০ (A-10) যুদ্ধবিমান মোতায়েনের ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তারা এমনকি পরবর্তীতে দুনিয়াজুড়ে ছড়িয়ে থাকা 'প্রস্তুত সেনা'দের থেকেও প্রয়োজনে রি-ইনফোর্সমেন্ট সংগ্রহ করতে পারবে বলে জানিয়েছে।

ইউএস সেন্ট্রাল কমান্ড তাদের ইসরাইলি ও আঞ্চলিক মিত্রদের পাশে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করবে এবং ঝুঁকি মোকাবেলা ও সংঘর্ষের ব্যাপকতা হ্রাস করতে কাজ করবে বলে জানিয়েছে।

অ্যামেরিকা তাদের ঘনিষ্ঠতম মিত্র ইসরাইলকে রক্ষায় কতটা তৎপর, এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে তারা কতোটা ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে, সেটা আবারো প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং, এই অ্যামেরিকা ও পশ্চিমা নিয়ন্ত্রিত বিশ্বব্যবস্থা সুরক্ষিত রেখে যে ফিলিস্তিন-কাশ্মীর ও সিরিয়া-তুর্কিস্তান সহ মুসলিম উম্মাহর মুক্তি কখনোই সম্ভব নয়, সেই সত্যও আরো স্পষ্ট হয়েছে।

এখানে লক্ষণীয় যে, আরব শাসকদের তুলনায় ইরান ফিলিস্তিনের পক্ষে স্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করেছে। ইরান, রশিয়া ও চীন ফিলিস্তিনিদের পক্ষে সরাসরি বিবৃতিও প্রদান করেছে।

কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ফিলিস্তিনের ঠিক পাশেই সিরিয়াতে ইরান-রাশিয়া জোট আসাদের পক্ষ নিয়ে সিরাইন মুসলিমদের উপর গণহত্যা চালাচ্ছে; ৫,৬ ও ৭ অক্টোবর এই ৩ দিনেই তারা সেখানে দুই শতাধিক মুসলিমকে হত্যা করেছে, যাদের উল্লেখযোগ্য অংশই নারী ও শিশু। চীন এখনো পূর্ব-তুর্কিস্তানের উপর নীরব গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে।

সুতরাং, কথিত এই বিশ্বমোড়লদের প্রায় সকলেই মুসলিমদের রক্তে নিজেদের হাত রঞ্জিত করে যাচ্ছে। যদিও নিজ স্বার্থ হাসিলে বা পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় সুবিধা অর্জনে তারা হয়তো মাঝে মাঝে মুসলিমদের পক্ষে কথা বলে থাকে। মুসলিমদেরকে তাই সকল পক্ষের প্রতিই সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে, সকল শত্রুর মুখোশ উন্মোচন করে তাদের প্রকৃত চেহারা বিশ্ববাসীর সামনে প্রকাশ করে দিতে হবে।

তথ্যসূত্র:

1. US to send military ships, aircraft closer to Israel - https://tinyurl.com/2s4jx3bd

2. What military aid the US is sending to Israel after Hamas attack? - https://tinyurl.com/5x23fnxz

3. গাজা যেন সাক্ষাৎ মৃ'ত্যুপুরী - https://tinyurl.com/pzm8ty6r

---

কাশ্মীরের রাজৌরিতে সেনাক্যাম্পে গোলাগুলি ও বিস্ফোরণ

ভারত দখলকৃত কাশ্মীরের রাজৌরি জেলাস্থ দখলদার ভারতীয় বাহিনীর একটি সেনাক্যাম্পে সহকর্মীর গুলিতে ৩ অফিসার সহ অন্তত ৫ সেনা সদস্য আহত হয়েছে বলে জানা গেছে। অভিযুক্ত ঐ সেনা অফিসার ক্যাম্পের ভেতরে তার সহকর্মীদের উদ্দেশ্য করে গুলি নিক্ষেপ ও গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন বলে জানা যায়।

গত ৫ অক্টোবর বৃহস্পতিবার কাশ্মীরের রাজৌরি অঞ্চলের থানামন্দির নিলি পোস্টে এই ঘটনা ঘটে।

ঘটনার কয়েকদিন ধরেই উক্ত ক্যাম্পে ফায়ারিং প্র্যাকটিস চলছিল বলে পিটিআই সূত্রে জানা গেছে। আর অভিযুক্ত ঐ সেনা অফিসার ছিলেন মেজর পদমর্যাদার অধিকারী; শুটিং প্র্যাকটিস সেশন চলাকালে তিনি কোন উস্কানি ছাড়াই তার সহকর্মী ও অধস্তন সেনা সদস্যদের লক্ষ করে গুলি চালাতে শুরু করেন বলে সেনাসূত্র জানিয়েছে। এরপর তিনি ছুটে অস্ত্র গুদামে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সেখান থেকে তার সিনিয়র সেনা অফিসারদের লক্ষ্য করে গ্রেনেড নিক্ষেপ করতে থাকেন। আর সেনাসূত্র তার গ্রেনেড নিক্ষেপের ফলে কেবল একজন সেনা আহত হওয়ার দাবি করেছে একটি এক্স পোস্টে।

শ্বাসরুদ্ধকর এই পরিস্থিতি দীর্ঘ ৮ ঘণ্টা যাবত চলমান ছিল।

তবে ঘটনাটি স্বাধীনতাকামী কোন সংগঠনের পক্ষ থেকে ঘটানো হয়েছে কি না, সে বিষয়ে যুক্তি পাল্টা যুক্তি প্রদর্শন চলছে।
এবিষয়ে জম্মু ভিত্তিক প্রতিরক্ষা দফতরের লে. কর্নেল সুনিল বারাতওয়াল এক বার্তায় বলেছে, “আমি রাজৌরি অঞ্চলের সেনাক্যাম্পে গোলাগুলি বা সন্ত্রাসী হামলার বিষয়ে ফোনকল পেয়েছি। আমি আপনাদেরকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, এটা কোন সন্ত্রাসী হামলা ছিল না। এটা ছিল ক্যাম্পের দুর্ভাগ্যজনক আভ্যন্তরীণ কোন্দল।”

তবে, ঘটনার পরপরই ক্যাম্পের পার্শ্ববর্তী একটি গ্রাম সম্পূর্ণ খালি করে দেওয়া হয়। বিষয়টি সার্বিক ঘটনা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ তৈরি করছে।

সন্দেহের আরও একটি কারণ হলো এই যে, এখন পর্যন্ত অভিযুক্ত অফিসারের নাম-পরিচয় কিছুই প্রকাশ করা হয়নি।

তথ্যসূত্র:

1. Three army officers injured as colleague opens fire, explodes grenades inside camp in J-K's Rajouri - https://tinyurl.com/2pdusdhz

2. 3 army officers among 5 injured as colleague opens fire, explodes grenades - https://tinyurl.com/d7fcsyd9

সবচেয়ে শক্তিশালী মুদ্রার তালিকায় আফগানি, ইমারতে ইসলামিয়া যেভাবে সফল হলো

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের সাফল্য আল্লাহর অনুগ্রহে একে একে পৃথিবীবাসীর সামনে স্পষ্ট হচ্ছে। ক্ষমতায় আসার মাত্র দুই বছরের মধ্যে যুদ্ধবিধ্বস্ত ভঙ্গুর অর্থব্যবস্থার আফগানিস্তানকে পুনর্গঠনে এখন পর্যন্ত অভাবনীয় সফলতা দেখিয়ে যাচ্ছেন তারা। সর্বশেষ ত্রৈমাসিক হিসাব অনুযায়ী বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী মুদ্রার তালিকায় আফগান মুদ্রা তৃতীয় স্থানে আছে।

গত পহেলা জুলাই থেকে মার্কিন ডলারের বিপরীতে আফগানির মান বেড়েছে শতকরা ৯ ভাগ। এর মধ্য দিয়ে চলতি বছরে ১৪% বৃদ্ধি পেয়েছে আফগান মুদ্রার মান।

ইমারতে ইসলামিয়া সরকার ক্ষমতায় আসার আগের দিন পর্যন্ত এক ডলারের বিনিময় মূল্য ছিল ৮৬ আফগানি। এরপর যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভের প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলার আটকে দিলে আফগানিস্তানের অর্থনীতিতে এর ব্যাপক চাপ পড়ে। চাপ পরে দেশটির মুদ্রা আফগানি‍ে উপরেও। যার ফলে ১ ডলারের বিনিময় মূল্য ২০২১ সালের ডিসেম্বরে দাঁড়ায় ১১৩ আফগানি।

কিন্তু এরপর এ অবস্থা থেকে দ্রুত বেগে ঘুরে দাঁড়ায় আফগান মুদ্রা। বর্তমানে ৭৭ আফগানিতেই মিলছে ১ ডলার।

মুদ্রার মূল্যমান বৃদ্ধিতে ইমারতে ইসলামিয়ার পদক্ষেপসমূহ:

ইমারতে ইসলামিয়া সরকার আফগান মুদ্রার মান নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত কার্যকর কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে আছে, দেশের অভ্যন্তরে স্থানীয় লেনদেনে ডলার ও পাকিস্তানি রুপির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা এবং অনলাইন বাণিজ্য নিষিদ্ধকরণ। এর ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে অযথা বা অবৈধ পথে অর্থ খরচের সম্ভাবনা কমে

যায়। আর এসকল বিধিনিষেধ কার্যকর করতে শাস্তি এমনকি জেলের বিধান পর্যন্ত রেখেছেন ইসলামি ইমারত কর্তৃপক্ষ।

এছাড়া, ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদার করছেন, রপ্তানি করছেন বিভিন্ন পণ্য। যার ফলে দেশে বিদেশী মুদ্রার মজুদ বাড়ছে। সেই সাথে আন্তর্জাতিক সাহায্যও আফগান মুদ্রার মান বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। তাছাড়া, আফগানিস্তানের প্রাকৃতিক সম্পদ, যেমন: লিথিয়াম, স্বর্ণ, কয়লা ইত্যাদি, মূল্যবান খনিজ ধাতুর উত্তোলনে বিনিয়োগ করছে বিভিন্ন দেশি-বিদেশি কোম্পানি। এসব খনিজ ধাতুর মূল্যমান আনুমানিক ৩ ট্রিলিয়ন ডলার। এই খাতে বিনিয়োগের ফলে আফগানিস্তানে বিদেশি মুদ্রার মজুদ সমৃদ্ধ হচ্ছে।

আরেকটি বিষয় হলো, ইমারতে ইসলামিয়ার নিরাপত্তা বাহিনী দেশ থেকে কোনো অর্থ পাচার করতে দিচ্ছেন না। এর ফলে বাংলাদেশের মতো অর্থ পাচারের সুযোগ তো সেখানে নেই-ই, এমনকি পাখি পাচার করার সুযোগও রাখেননি ইমারতে ইসলামিয়া কর্তৃপক্ষ। পহেলা অক্টোবর ইমারতে ইসলামিয়ার নিরাপত্তা বাহিনী ২টি দামী পাখি পাচার করা রোধ করেছেন।

এর আগে গত ২৩ সেপ্টেম্বরের সংবাদ অনুযায়ী, ইমারতে ইসলামিয়ার সীমান্তরক্ষী বাহিনী ২০ হাজার ডলার পাচার করার সময় এক ব্যক্তিকে আটক করেছেন। এভাবে সীমান্তে ইমারতে ইসলামিয়া কর্তৃপক্ষ কড়া নজরদারি করায় বিদেশী মুদ্রা পাচার করার কোনো সুযোগ থাকছে না। এতে দেশে বিদেশি মুদ্রার যথেষ্ট মজুদ থাকায় আফগান মুদ্রার মান বাড়ছে।

আফগান মুদ্রা দক্ষিণ এশিয়ায় তো বটেই, পুরো পৃথিবীতেই বর্তমানে সবচেয়ে স্থিতিশীল মুদ্রা হবার গৌরব অর্জন করছে। আর শক্তিশালী মুদ্রার তালিকায় এটি উঠে এসেছে তৃতীয় স্থানে। বর্তমানে নানা বিধি-নিষেধের মধ্যেও এমন সফলতা অর্জন করেছেন ইমারতে ইসলামিয়া কর্তৃপক্ষ। বিশ্বব্যাপী স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করার সুযোগ সৃষ্টি হলে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যে আরও কতটা উন্নত হবে, তা সহজেই অনুমেয়।

তথ্যসূত্র:

1. ‘World's Best Performing Currency': Afghanistan's currency surges amid unique circumstances – https://tinyurl.com/2cm4vy6k

2. USD to AFN Historical Chart 2021 – https://tinyurl.com/3hsy2y86

3. Smuggling of two expensive birds prevented – https://tinyurl.com/mr3mmwha

4. Man arrested as smuggling of $20000 prevented at Torkham - https://tinyurl.com/2988ck53

আফগানিস্তানে শক্তিশালী ভূমিকম্পে নিহত ২৪৪৫

আফগানিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে শক্তিশালী ভূমিকম্পের ফলে এখন পর্যন্ত ২৪০০ এরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন ইমারতে ইসলামিয়া কর্তৃপক্ষ। গত শনিবার স্থানীয় সময় সকাল প্রায় ১১ টার দিকে আফগানিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে পর পর ৬ বার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। হেরাত শহরের মাত্র ৪০ কি.মি. দূরে সবচেয়ে শক্তিশালী ৬.৩ মাত্রার ভূমিকম্প হয়। প্রতিবেশী প্রদেশ বাদগিস এবং ফারাহ প্রদেশেও এই ভূমিকম্পের তীব্রতা অনুভব করা গেছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মোল্লা জানান সাইক বলেছেন, এখন পর্যন্ত ২৪৪৫ জন মানুষ মারা গেছেন, আহত হয়েছেন আরও দুই হাজারেরও বেশি। হেরাত প্রদেশের জিন্দা জান জেলার ১৩টি গ্রামের মানুষ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। ১৩২০টি বাড়ি ধ্বংস হয়ে গেছে। ভূমিকম্পে হতাহতদের উদ্ধার কার্যক্রম তাৎক্ষণিকভাবেই চালিয়েছেন ইমারতে ইসলামিয়া কর্তৃপক্ষ। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় আহতদের চিকিৎসা করতে একটি মেডিকেল টিম পাঠিয়েছে।

অর্থ প্রতিমন্ত্রী মোল্লা আব্দুল গনি বারাদার আখুন্দের নেতৃত্বে সরকারের সম্মানিত প্রতিনিধিদল হেরাতের দুর্যোগ কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেছেন। সেখানে সঠিকভাবে সাহায্য বিতরণের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তাঁরা। গতকাল সোমবার এক প্রেস কনফারেন্সে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জানান সাইক জানান, ৩৫টি উদ্ধারকারী দলের ১০০০ এরও বেশি সদস্যকে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামসহ দুর্যোগ কবলিত এলাকায় পাঠানো হয়েছে।

এদিকে ভয়াবহ এই ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করতে আফগানিস্তান জুড়ে সাধারণ মানুষ সাহায্য সংগ্রহ করছেন। ওষুধ, নগদ অর্থের পাশাপাশি আহতদের রক্তদানেও এগিয়ে আসছেন সাধারণ মানুষ। কান্দাহার তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান ইনামুল্লাহ সামানগানি বলেছেন, “লোকদের থেকে রক্ত সংগ্রহ করুন এবং তা সঠিক সময়ে হেরাতে পাঠান।”

ইমারতে ইসলামিয়া কর্তৃপক্ষ ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাচ্ছেন। আফগানিস্তানের সাধারণ মানুষও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তারা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সহায়তাকারী সংস্থাগুলোকেও ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

তথসূত্র:
1. Death Toll from Herat Earthquake Rise to 2,445 – https://tinyurl.com/49drr2vr

2. 35 Aid Team Arrived in Herat to Help Earthquake-Affected People: Spokesman – https://tinyurl.com/ymepbwfd

3. Nationwide Collection of Aid Donations for Earthquake Victims Begins

- https://tinyurl.com/4tss9pv4

মনিপুরে জাতিগত সংঘাতে বাড়ছে অজ্ঞাত লাশ: গোটা অঞ্চলই হুমকিতে

উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্য মনিপুরে মে মাস থেকেই চলছে হিন্দুপ্রধান মেইতেইদের সাথে খ্রিস্টানপ্রধান কুকি-চিনদের জাতিগত সংঘাত। এরই মাঝে সংঘাত সশস্ত্র রূপ ধারণ করেছে, গ্রামে গ্রামে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়েছে। ঘটছে আইইডি বিস্ফোরণের মতো ঘটনাও। উভয় পক্ষে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে লাশের সংখ্যা।

সংঘাত শুরুর কয়েক মাসে নিহত হয়েছে শত শত মানুষ। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ীই মনিপুরে জাতিগত সহিংসতায় এখন পর্যন্ত ১৭৫ জন নিহত হয়েছেন, আহত হয়েছে হাজারের উপর এবং অনেকে এখনো নিখোঁজ রয়েছে।

কুকিদের মধ্যেই অন্তত ৪১ হাজার জন আশ্রয় নিয়েছে অস্থায়ী শিবিরে। দাঙ্গা শুরুর পর থেকে মনিপুরের তিনটি বড় হাসপাতালের মর্গে ৯৬টি লাশ পড়ে আছে। এই লাশগুলো নিতে কেউ এখনো যোগাযোগ করেনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে।

এই ঘটনাগুলোই সংঘাতের তীব্রতা ও পরিস্থিতির ভয়াবহতা স্পষ্ট করে দেয়।

বিবাদমান মেইতেই ও কুকিচিন গোষ্ঠী দুটি রাজ্যের দুটি ভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাস করে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, বর্তমানে পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে এক জাতিগোষ্ঠীর মানুষ অন্য জাতির ভূখণ্ডে যেতে পারে না। সমগ্র মনিপুর রাজ্য জাতিগত ভিত্তিতে ভাগ হয়ে গেছে। আর নিহতের আত্মীয়স্বজনেরা মূলত এই ভয়েই হাসপাতাল থেকে স্বজনদের লাশ নিতে যাচ্ছে না।

মনিপুরের রাজধানী ইম্ফলের সিনিয়র সাংবাদিক ওয়াহেংবাম টেকেন্দর সিং বিবিসিকে বলেন, জাতিগত সহিংসতায় নিহত ৯৬ জনের লাশ ইম্ফলের দুটি হাসপাতালে রাখা হয়েছে- রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস, জওহরলাল নেহেরু ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস; আরও কিছু লাশ রয়েছে চুড়াচাঁদপুরের রিজিওনাল মেডিকেল কলেজে।

ইম্ফল উপত্যকায় মেইতেই গোষ্ঠীর আধিপত্য রয়েছে এবং এখানকার দুটি হাসপাতালে রাখা লাশগুলো কুকি নৃগোষ্ঠীর অন্তর্গত। অপরদিকে, চুড়াচাঁদপুরের জেলা মেডিক্যাল হাসপাতালে যে লাশগুলো রাখা হয়েছে তার মধ্যে কুকি এবং মেইতেই উভয় গোষ্ঠীরই দেহ রয়েছে, যদিও তাদের মধ্যে কুকিদের লাশের সংখ্যা বেশি।

মেইতেই ও কুকিচিন উভয় জাতির লোকেদের মধ্যে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে গিয়ে আবার উভয় পক্ষেরই রোষানলে পরার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে মনিপুরের পাঙ্গাল মুসলিমদের জন্য। এর মধ্যে উভয় পক্ষ বা কোন এক পক্ষ যদি মুসলিমদের সাথে সংঘাতে জড়ায়, তাহলে মনিপুরে শুরু হবে ত্রিমুখী সংঘর্ষ।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে খ্রিস্টান কুকিচিন জাতির সশস্ত্র মিলিশিয়া গোষ্ঠী কেএনএফ ইতিমধ্যে স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবিতে যুদ্ধ শুরু করেছে। আবার হিন্দুপ্রধান জেএসএস ও জেএসডি এই দুই দলের সাথেও চাঁদা তোলা সহ অন্যান্য ইস্যুতে তাদের সংঘাত হচ্ছে নিয়মিতই।

সুতরাং, এই গোটা অঞ্চলই যে সংঘাতের স্পষ্ট হুমকিতে রয়েছে, সেটা বললে অত্যুক্তি হবে না।

তথসূত্র:

১। মনিপুরের মর্গে পড়ে থাকা বেওয়ারিশ লাশ শনাক্ত করছে না কেউ কিন্তু কেন? - https://tinyurl.com/4pnuz2my

২। মনিপুরের মর্গে ৯৬ লাশ- https://tinyurl.com/bpah6kzd

৩। Manipur Violance: 175 Dead, 1100 Injured, 96 Unclaimed Bodies in Hospitals -https://tinyurl.com/p6ajr9yx

---

ফটো-রিপোর্ট || মধ্য সোমালিয়ায় শাবাবের অভিযান, হতাহত কমপক্ষে ১৬৮

সম্প্রতি সোমালিয়ার মুদুগ রাজ্যের ওয়াসিল শহরের উপকণ্ঠে সরকারী মিলিশিয়াদের একটি আক্রমণ প্রতিহত করেছেন হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। শাবাব যোদ্ধাদের প্রতিরোধমূলক অভিযানে সরকারি মিলিশিয়া বাহিনীর কমপক্ষে ১৬৮ জন সদস্য হতাহত হয়েছে বলে একটি বিবৃতিতে নিশ্চিত করেছেন আশ-শাবাবের সামরিক নেতৃত্ব। গত ১৮ রবিউল আউয়াল মোতাবেক ৪ অক্টোবর বুধবার শাবাব প্রতিরোধ যোদ্ধা এবং পশ্চিমা সমর্থিত সরকারি মিলিশিয়াদের মধ্যে এই সংঘর্ষের ঘটনাটি সংঘটিত হয়।

ঘটনার পরদিন ৫ সেপ্টেম্বর তারিখে ঘটনা সম্পর্কে শাবাব নেতৃত্বের দেওয়া বিবৃতিটি আরবি ভাষায় প্রকাশ করেছে আশ-শাবাব সংশ্লিষ্ট শাহাদাহ নিউজ এজেন্সির অফিসিয়াল সাইট।

একই দিন ৫ সেপ্টেম্বর তারিখে আশ-শাবাবের মিডিয়া শাখা কাতাইব ফাউন্ডেশন শাবাবের প্রতিরোধ যোদ্ধা এবং সরকারি মিলিশিয়াদের মাঝে সংঘটিত তীব্র এই সংঘর্ষের কিছু ছবি প্রকাশ করেছে। উক্ত ফটো-রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত ছিল হতাহত **১৬৮** শত্রুসেনার অনেকের ছবি, এবং শাবাব মুজাহিদিন কর্তৃক জব্দ করা অস্ত্র-শস্ত্র, গোলাবারুদ ও সামরিক যান সহ অন্যান্য যুদ্ধ সরঞ্জাম।

তবে শাহাদাহ এজেন্সি নিজেদের প্রকাশিত প্রতিবেদনে বীভৎস লাশের ছবিগুলো প্রকাশ করেনি।

উক্ত ফটো-রিপোর্টের নির্বাচিত অংশ আমরা আল-ফিরদাউসের পাঠক-দর্শকদের জন্য প্রকাশ করছি -

সকল ছবি একসাথে দেখুন - https://files.fm/u/7wfwf4kz76

https://alfirdaws.org/2023/10/10/64752/

ফিলিস্তিন পরিস্থিতি নিয়ে ইমারতে ইসলামিয়ার বিবৃতি

গত ৭ অক্টোবর দখলদার ইসরাইলি বাহিনীর উপর ইসরাইলি ভূখণ্ডে কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী আক্রমণ চালিয়েছে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী মুসলিম যোদ্ধারা। এতে এখন পর্যন্ত সাত শতাধিক সন্ত্রাসবাদী ইহুদি সেনা নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরও প্রায় এক হাজার। এখনো নিখোঁজ রয়েছে শত শত ইহুদি, যাদের মধ্যে প্রায় শতাধিকের বন্দী হওয়ার খবর নিশ্চিত হওয়া গেছে। বিপরীতে ইসরায়েলি দখলদার বাহিনীর আক্রমণেও প্রায় তিনশত ফিলিস্তিনি মুসলিম শাহাদাতবরণ (ইনশাআল্লাহ) করেছেন।

ফিলিস্তিনে চলমান এই পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে বিবৃতি দিয়েছেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

বিবৃতিতে বলা হয়, ইমারতে ইসলামিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গাজা উপত্যকার সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। ইহুদিবাদী ইসরায়েলিরা যে এতদিন ধরে নিপীড়িত ফিলিস্তিনিদের অধিকার লঙ্ঘন করছে, বার বার মুসলিমদের পবিত্র স্থানগুলোকে অসম্মান করছে, এগুলোই সাম্প্রতিক ঘটনার পেছনের কারণ।

ইসলামি ইমারত ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয়; ফিলিস্তিনিদের পবিত্র মূল্যবোধের যেকোনো ধরনের প্রতিরক্ষা ও প্রতিরোধকে ফিলিস্তিনিদের বৈধ অধিকার হিসেবে বিবেচনা করে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান ফিলিস্তিনের ঐতিহাসিক ভূমিতে ফিলিস্তিনিদের জন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্র থাকাকে তাদের ন্যায্য, ঐতিহাসিক এবং বৈধ অধিকার হিসেবে সমর্থন করে।

ইসলামি দেশসমূহ, ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (OIC), আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং বিশেষভাবে ঐ অঞ্চলে যেসব দেশের প্রভাব আছে, তাদেরকে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান নিরপরাধ ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলী

দখলদার বাহিনীর আগ্রাসনকে বাধা দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান ফিলিস্তিনিদের ন্যায্য অধিকার প্রদান করে ফিলিস্তিন ইস্যুর সমাধানে কাজ শুরু করতেও বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

তথ্যসূত্র:

1. IEA-MoFA statement reagrding recent events in the Gaza Strip - https://tinyurl.com/5hdaxay4

০৯ই অক্টোবর, ২০২৩

বেসামরিক স্থাপনায় কেনিয়ান বিমান হামলা, শাবাবের বিবৃতি

গত ১৮ রবিউল আউয়াল মোতাবেক ৪ সেপ্টেম্বর রাতে কেনিয়ার যুদ্ধবিমান সোমালিয়ার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে জুবা ও জাদু রাজ্যের বুয়ালী (بوالي) এবং আইল আদী শহরে নৃশংস বোমাবর্ষণ করেছে।

রাত আনুমানিক নয়টার দিকে কেনিয়ার ৪ টি বিমান বেসামরিক স্থাপনা লক্ষ্য করে জুবা রাজ্যের বুয়াল শহরের আশেপাশের এলাকায় বোমাবর্ষণ করে। ক্রুসেডারদের বিমান থেকে চালানো বোমা হামলার ফলে শিশুদের দার আল-হুদা স্কুল, নিরস্ত্র বেসামরিকদের ঘরবাড়ি এবং একটি গাড়ি ধ্বংস হয়। গ্যারেজটি শহরের একজন সুপরিচিত ব্যবসায়ীর মালিকানাধীন ছিল।

উক্ত বিমান হামলায় যদিও কোন প্রাণহানির ঘটনা এখন পর্যন্ত জানা যায়নি, তবে বাসিন্দাদের সম্পত্তি এবং অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি রেকর্ড করা হয়েছে।

একই রাতে কেনিয়ার বিমানগুলিও জাদু রাজ্যের আইল আদী শহরে বোমাবর্ষণ করেছে। সেখানে, আনুমানিক রাত ১ টার দিকে তারা শহরের আশেপাশের এলাকাগুলিকে ৩টি অবস্থান লক্ষ্য করে বোমা ফেলে। এর ফলে বাসিন্দাদের সম্পত্তি এবং অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সধিত হয়েছে। তবে সেখানেও কোন প্রাণহানির খবর পাওয়া যায় নি।

শাহাদা এজেন্সি কেনিয়ার বোমা হামলায় সৃষ্ট ধ্বংসযজ্ঞের কিছু ছবি প্রকাশ করেছে। ছবিতে দার আল-হুদা স্কুলের ছাত্ররা বোমা হামলায় ক্ষতিগ্রস্থ ভবনের পাশে ছিঁড়ে যাওয়া কোরআন হাতে দাঁড়িয়ে থাকার দৃশ্য রয়েছে। ছবিতে শিশুদেরকে তাদের স্কুলের ধ্বংসাবশেষের আশেপাশে অবস্থান করতে দেখা যায়।

কয়েকটি ছবিতে পার্কিং গ্যারেজে কেনিয়ার বোমা হামলার ফলে সৃষ্ট ধ্বংসের প্রভাবও দেখায়, যেখানে গ্যারেজের পাশে সারিবদ্ধ গাড়িগুলি মারাত্মকভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

আইল আদী শহরের ছবিগুলির মধ্যে বেসামরিক বাড়িতে বোমা হামলার ফলে সৃষ্ট ধ্বংসস্তূপের নিচে ঘর এবং আসবাবপত্র দেখা যাচ্ছে। বাসিন্দারা তখন বোমা হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনার দিকে তাকিয়ে ছিল।

আল্লাহর রহমতে কোন মুসলিমের হতাহতের ঘটনা না ঘটার কারণ এটিও যে, দক্ষিণের রাজ্যগুলোর বাসিন্দারা যখনই আকাশে কেনিয়ান বিমানগুলোর গর্জন শুনতে পেত, তখনই তারা তাদের বাড়িঘর ছেড়ে দূরের এলাকায় আশ্রয় নিতে অভ্যস্ত। আর তারা জানেন যে, শত্রু ক্রুসেডারদের বিমানগুলো সরাসরি বেসামরিকদের লক্ষ্যবস্তু করে হামলা করে থাকে।

কেনিয়া এর আগেও অসংখ্য বোমা হামলা চালিয়েছে। তারা ইচ্ছাকৃতভাবে রাতের বেলায় বিমান হামলাগুলো চালানো, যার ফলে নিহত ও আহত হয়েছে অসংখ্য বেসামরিক নাগরিক, যাদের অধিকাংশই নারী ও শিশু।

কেনিয়ার বিমান হামলার লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে একটি মসজিদও ছিল। সেই সাথে হামলার কবলে পড়েছে মসজিদটিতে আশ্রয় নিতে যাওয়া একজন মহিলা এবং তার শিশুরা।

কেনিয়ার এই আগ্রাসি হামলার বিপরীতে আশ-শাবাবের সামরিক নেতৃত্ব কেনিয়ার প্রতি একটি সতর্কীকরণ বিবৃতি জারি করে বলেছে যে, বেসামরিকদের উপর এই কাপুরুষোচিত হামলার জন্য কেনিয়াকে মূল্য দিতে হবে। সোমালিয়ার দক্ষিণে কেনিয়ার ক্রমাগত বোমা হামলার কারণে কেনিয়ার ভূখণ্ডে সংঘাতের তীব্রতা বৃদ্ধি পাবে।

যেহেতু আশ-শাবাবের একটি জিহাদি শাখা রয়েছে, আর যেহেতু এটির সোমালিয়ার যুদ্ধের মতো দীর্ঘ গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে নেওয়ার পক্ষে শক্তিশালী জনভিত্তি এবং সরঞ্জাম ও দক্ষতা রয়েছে, সুতরাং এই হামলা কেনিয়ার জন্য খুবই মূল্যসাপেক্ষ হবে, যাদের অর্থনীতি কিনা পর্যটনের উপর অনেক বেশি নির্ভর করে।”

পর্যবেক্ষকরা মনে করেন যে, কেনিয়ার হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন কর্তৃক শরিয়া শাসনের অধীনে পরিচালিত ইসলামী অঞ্চলগুলিতে বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্যবস্তু করা বিষয়টি পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করে তুলবে। পাশাপাশি কেনিয়া এবং আশ-শাবাবের মধ্যকার সংঘাতকে দীর্ঘায়িত করার ক্ষেত্রে এটি শাবাবকে নৈতিক ভিত্তি প্রদান করবে। কেনিয়ার বোমা হামলায় সৃষ্ট সোমালিদের জনসন্তুষ্টি কেনিয়ার বিরুদ্ধে শাবাবের যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াকে বৃহত্তর বৈধতা এবং গ্রহণযোগ্যতা প্রদান করবে।

এইভাবে, কেনিয়ার ক্ষণিকের প্রতিশোধ গ্রহণে একটি দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে না, বরং তা কেনিয়া এবং তার স্বার্থকে অনির্দিষ্টকালের জন্য আল-শাবাবের লক্ষ্যে পরিণত করবে।

বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুতে কেনিয়ার বোমা হামলাগুলি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং মানবাধিকার সংস্থাগুলির নীরবতার মাধ্যমেই ইন্ধন পাচ্ছে। অথচ এই হামলাগুলি বেসামরিকদের জানমালের ক্ষয়ক্ষতিকে স্থায়ী রূপ দিচ্ছে। সোমালি

নাগরিকদের বিরুদ্ধে কেনিয়ার লাগাতার যুদ্ধাপরাধের পরেও সোমালি জনগণের বিরুদ্ধে তাদের আগ্রাসনে কথিত বিশ্ব সম্প্রদায় কীভাবে সন্তুষ্টচিত্তে অংশ নিতে পারে, এনিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

সিরিয়ায় আসাদ-ইরান-রাশিয়ার সম্মিলিত আক্রমণ, হতাহত ২০০ ছাড়িয়ে

মুসলিম উম্মাহ্ বর্তমানে ফিলিস্তিনি মুজাহিদিন কর্তৃক ইহুদিবাদী ইসরাইলের দখলকৃত ভূখণ্ডে ব্যাপক আক্রমণে আনন্দিত, এবং ইসরাইল কর্তৃক পুনরায় বর্বর আক্রমণ চালানো নিয়ে শঙ্কিত। তবে এরই মাঝে নীরবতার আড়ালে চাপা পরে যাচ্ছে পার্শ্ববর্তী সিরিয়ার মুসলিমদের উপর চালানো বর্বর গণহত্যা। উম্মাহর জন্য আশ্চর্যের বিষয় হলো এই যে, ফিলিস্তিনে যারা মুসলিমদের পাশে দাঁড়াচ্ছে বা দাঁড়ানোর কথা বলছে, তাদের কেউ কেউ আবার সিরিয়ান মুসলিমদের উপর হত্যাযজ্ঞে অংশগ্রহণ করছে।

অতি সম্প্রতি সিরিয়ার ইদলিব ও আলেপ্পোর বিভিন্ন শহর এবং গ্রামাঞ্চল, আসাদ-ইরান ও রুশ বাহিনীর আর্টিলারি এবং ক্ষেপণাস্ত্র হামলার শিকার হয়েছে। টানা তিনদিন ধরে চলা এই বর্বরোচিত হামলায় কমপক্ষে ২০০ বেসামরিক নাগরিক হতাহতের শিকার হয়েছে বলে জানা গেছে; হত্যাযজ্ঞ থেকে রেহাই পায়নি নারী ও শিশুরাও।

স্থানীয় সূত্রমতে গত ৫ অক্টোবর বৃহস্পতিবার অতর্কিতভাবে এই নৃশংস আক্রমণ শুরু করে আসাদ-ইরান-রুশ সম্মিলিত বাহিনী। প্রথম দিনের হামলায় নিহত হন ১৩ জন, যাদের মধ্যে ৩ জন নারী ও ২ জন শিশুও রয়েছে। একই দিনের হামলায় আহত হন ৬২ জন, যাদের মধ্যে ১৩ জন নারী ও ১৮ জন শিশু বলে জানা যায়।

হামলার দ্বিতীয় দিন, তথা ৬ অক্টোবর শুক্রবার নিহতের সংখ্যা ছিল ১১, যাদের মধ্যে ১ জন নারী ও ৩ জন শিশু। দ্বিতীয় দিনের হামলায় আহতদের সংখ্যা পৌঁছে যায় ৮১ তে, যাদের মধ্যে ১৪ নারী ও ২৪ শিশু রয়েছে।

এরপর, ৭ অক্টোবর হামলার তৃতীয় দিন শনিবারে নিহত হন ১১ জন মুসলিম, যাদের মধ্যে ১ জন নারী ও ৫ জন শিশু ছিল। এদিন আহত হন ২৪ জন, যাদের মধ্যে ১ জন নারী আর ৭ জন ছিল শিশু।

যৌথ বাহিনীর সবচেয়ে বেশি সংখ্যক আক্রমণের শিকার হয় ইদলিব শহর ও এর আশেপাশের এলাকা, যেমন- জিসর আল-শুগৌর, জাবাল আল-জাবিয়া, মারাত আন-নাসান, কাফর নুরান শহর, আল-মাসতুমা, মার প্লেট, জেরিকো, সারমিয়ান, আল-আতারিব, দারাত আজ্জা, আদ-দানা, টারমানিন, মাহম্বল, কামিনাস, নীরাব, ইফিসাস, বিনিশ, মুসাইবিনসহ আরও অন্যান্য শহর ও গ্রাম।

ইরান এই হামলায় সরাসরি অংশ নিয়েছে। আর ইরান যেখানে যায়, হিজবুল্লাহ্ সেখানে অবধারিতভাবেই তাদের সাথে যোগ দেয়; সিরিয়াতেও এমনটাই ঘটেছে ও ঘটছে।

অথচ, এই দুটি পক্ষকেই আমরা দেখেছি যে, তারা ইসরাইলের দখলকৃত ভুখণ্ডে হামাসের আল-কাসসাম ব্রিগেডের মুজাহিদদের অপারেশন আল-আকসা ফ্লাডে উচ্ছাস প্রকাশ করেছে ও সমর্থন প্রদান করেছে। দুই ভূখণ্ডের মুসলিমদের প্রতি তাদের দুই রকম আচরণ।

সুতরাং, এব্যাপারে এই সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়া যায় যে, শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো তাদের সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করেই কেবল সমর্থন প্রদান বা বিরোধিতা করে থাকে।

ফিলিস্তিনি মুসলিমদের মতো করেই তাই উম্মাহর উচিৎ সিরিয়ার মুসলিমদের সাহায্যার্থেও যথাসাধ্য প্রচেষ্টা ব্যয় করা।

'হে ইহুদীরা! খাইবারের কথা স্মরণ করো'

ফিলিস্তিনের আল-কাসসাম ব্রিগেডের মুজাহিদদের সাম্প্রতিক অপারেশন ‘তুফান আল-আকসা’র (The Aqsa Storm) প্রশংসা করে এবং ইহুদিদের আসন্ন বিপর্যয় সম্পর্কে সতর্ক করে একটি প্রেস রিলিজ প্রকাশ করেছে আল-কায়েদা উপমহাদেশ (একিউএস/AQS)।

“হে ইহুদীরা, খাইবারের বিজয়েকে স্মরণ করো… মুহাম্মদ (সাঃ) এর সেনাবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে এসেছে!” - এই শিরনামে প্রকাশিত প্রেস রিলিজের শুরুতেই অবৈধ দখলদার ইহুদিদের জুলুমের প্রতিবাদস্বরূপ ইসরাইলের ভূখণ্ডে পরিচালিত 'তুফান আল-আকসা' অপারেশনের কারণে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা হয়। বলা হয়, উম্মাহর আদর্শ, বিশ্বাস ও হৃদয়ের সাথে জড়িয়ে থাকা আল-আকসাময় ফিলিস্তিন ভূমিতে বীর মুজাহিদরা সাধারণ মুসলিমদের সহায়তায় যে প্রতিআক্রমণ পরিচালনা করেছেন, তা মুসলিমদের অন্তরে শীতলতা প্রদান করেছে।

মুসলিমদেরকেও ইহুদি-খ্রিস্টান সম্মিলিত জোট-বাহিনীর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াইয়েয় প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে প্রকাশনাটিতে।

ইনফোগ্রাফি || সেপ্টেম্বরে টিটিপির ১০৬ অভিযান, হতাহত ২৯২ পাকসেনা

পাকিস্তানের বিদেশি মদদপুষ্ট বাহিনীগুলোর বিরুদ্ধে গত সেপ্টেম্বর মাসজুড়ে তীব্র আক্রমণ চালিয়েছেন তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুজাহিদগণ। এ বিষয়ে টিটিপি একটি বিস্তারিত ইনফোগ্রাফিক সংবাদ প্রকাশ করেছে। ইনফোগ্রাফি অনুযায়ী গত সেপ্টেম্বর মাসে মোট ১০৬টি অভিযান পরিচালনা করেছে টিটিপি, যাতে মোট ২৯২ সেনা হতাহত হয়েছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, সেপ্টেম্বরে তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের মুজাহিদগণ পাকিস্তানের খায়বার পাখতুনখুয়া প্রদেশ এবং বেলুচিস্তান প্রদেশের মোট ১৭টি জেলায় পাকিস্তানী ইসলামবিরোধি বাহিনীর উপর আক্রমণ পরিচালনা করেছেন। সবচেয়ে বেশি ২৬টি অভিযান চালানো হয়েছে উত্তর ওয়াজিরিস্তানে।

মুজাহিদগণ ২০টি অভিযান চালিয়েছেন স্নাইপার বা লেজার সাইট গান দিয়ে। অ্যাসল্ট আক্রমণ চালানো হয়েছে ১৯টি, গেরিলা আক্রমণ ১৬টি ও টার্গেটেড আক্রমণ ১৬টি, পাল্টা আক্রমণ ১৪টি, গ্রেনেড ও আইইডি বোমা বিস্ফোরণ ৯টি, অ্যাম্বুশ ৮টি এবং ৪টি মিসাইল আক্রমণ চালানো হয়েছে।

এসকল হামলায় ১২৩ শত্রুসেনা নিহত হয়েছে এবং আহত হয়েছে আরও ১৬৯ জন। টিটিপির প্রতিরোধ যোদ্ধাদের মাসব্যাপী অভিযানে সর্বমোট ২৯২ সেনা হতাহত হয়েছে; পাশাপাশি ৮ শত্রুসেনাকে গ্রেফতারও করেছেন তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের মুজাহিদগণ।

টিটিপির বেশিরভাগ অভিযানের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী; ১৮৫টি হামলা চালানো হয়েছে বিদেশি মদদপুষ্ট পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর উপর। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪৬টি অভিযান চালানো হয়েছে ফ্রন্টিয়ার কর্পস (এফসি) বাহিনীর উপর, ৪৩টি পুলিশ বা সিটিডির উপর এবং বাকি ১৮টি অভিযান চালানো হয়েছে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সদস্যদের উপর।

টিটিপির নানামুখি আক্রমণে শত্রুবাহিনীর ১৩টি সামরিক যান ধ্বংস হয়েছে। এছাড়াও ১১টি গোয়েন্দা ক্যামেরা, ৭টি সামরিক পোস্ট, ২টি ড্রোন ক্যামেরা এবং বিশাল সংখ্যক সামরিক যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র ধ্বংস করা হয়েছে। এসময় মুজাহিদগণ গণিমত হিসেবে পেয়েছেন ২টি একে-৪৭ রাইফেল, ২টি নাইট ভিশন বাইনোকুলার, ১টি রকেট লাঞ্চার, ১টি মেশিনগান,১ টি বন্দুক এবং বিভিন্ন ধরনের সামরিক যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র।

পাকিস্তানের শারিয়াবিরোধী সেনা ও সরকারের বিরুদ্ধে বহু বছর যাবৎ লড়াই চালিয়ে আসছেন তেহরিকে তালেবানের মুজাহিদগণ। তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের তীব্র হামলার মুখে বার বার *নতি স্বীকারমূলক আলোচনায় বসতে বাধ্য হয়েছে* পাকিস্তান সরকার। *ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের প্রচেষ্টায়* একাধিকবার *চুক্তি ও যুদ্ধবিরতি* হলেও, *পাকিস্তানী সেনা ও শাসকগোষ্ঠী চুক্তি ভঙ্গ করে* বরাবরই *ধোঁকা ও প্রতারণার* আশ্রয় নিয়েছে। আলোচনায় আগত *একাধিক টিটিপি উমারাকে ফেরার পথে হত্যা* পর্যন্ত করেছে তারা। বিপরীতে *শত্রুদের উপর আক্রমণের তীব্রতা বাড়িয়ে* শরীয়া কায়েমের সংগ্রামকে বেগবান করেছেন তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের মুজাহিদগণ।

০৮ই অক্টোবর, ২০২৩

মধ্য সোমালিয়ায় শাবাবের অভিযান, হতাহত কমপক্ষে ১৬৮

সোমালিয়ার মুদুগ রাজ্যের ওয়াসিল শহরের উপকণ্ঠে সরকারী মিলিশিয়াদের একটি আক্রমণ প্রতিহত করেছেন হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। শাবাব যোদ্ধাদের প্রতিরোধমূলক অভিযানে সরকারি মিলিশিয়া বাহিনীর কমপক্ষে ১৬৮ জন সদস্য হতাহত হয়েছে বলে একটি বিবৃতিতে নিশ্চিত করেছেন আশ-শাবাবের সামরিক নেতৃত্ব। গত ১৮ রবিউল আউয়াল মোতাবেক ৪ অক্টোবর বুধবার শাবাব প্রতিরোধ যোদ্ধা এবং পশ্চিমা সমর্থিত সরকারি মিলিশিয়াদের মধ্যে এই সংঘর্ষের ঘটনাটি সংঘটিত হয়।

ঘটনার পরদিন ৫ সেপ্টেম্বর তারিখে ঘটনা সম্পর্কে শাবাব নেতৃত্বের দেওয়া বিবৃতিটি আরবি ভাষায় প্রকাশ করেছে আশ-শাবাব সংশ্লিষ্ট শাহাদাহ নিউজ এজেন্সির অফিসিয়াল সাইট।

হামলার বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “আজ বুধবার মুজাহিদরা ইসলামি শরিয়া কায়েমে তাদের যুদ্ধে মধ্য সোমালিয়ার মাদাক রাজ্যের গাদায়ে এলাকায় ক্রুসেডারদের এজেন্ট ধর্মত্যাগী মিলিশিয়াদের দ্বারা শুরু করা আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছেন। রাজ্যের ওয়াসিল শহরের উপকণ্ঠে বাদুইন এবং ওয়াসেল শহরের মধ্যবর্তী গাদায়ে এলাকায় তীব্র সংঘর্ষ সংঘটিত হয়। মুজাহিদরা তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা এলাকার নিরাপত্তা বাধাগ্রস্ত করার মিলিশিয়াদের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করতে সক্ষম হয়েছেন।”

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, “মুজাহিদগণ পূর্ব থেকেই ধর্মত্যাগীদের গতিবিধি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। কয়েক ঘন্টা ধরে চলা সংঘর্ষের ধর্মত্যাগীরা জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি শিকার করে এবং পরাজয় বরণ করে। প্রতিরোধ যোদ্ধাদের জবাবী আক্রমণে ৯৭ জন ধর্মত্যাগী নিহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে, আর অন্যান্যদের মধ্যে জন আহত হয়েছে তাদের আরও ৭১ জন।”

"ওয়াসেল শহরের উপকণ্ঠে আজকে মিলিশিয়ারা যে অভিযান শুরু করেছিল, তাতে তাদের নেতা কর্নেল আলী নাসের আবদি ফারাহ পর্যন্ত নিহত হয়েছে। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে মিলিশিয়ারা যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যায়, আর ফেলে রেখে যায় কয়েক ডজন ধর্মত্যাগী সেনার লাশ।”

“আজকের সংঘর্ষে নিহত ও আহত অফিসারদের মধ্যে নিহতদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- অভিযানের কমান্ডার-ইন-চিফ কর্নেল আলী নাসের আবদি ফারাহ এবং গালকায়ো সিটি প্রশাসনের সচিব মো। আর আহতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নামগুলো হলো সোমালি সেনাবাহিনীর ২১ তম কর্পসের কমান্ডার জেনারেল আবদি সালাদ, ২১ তম সেনা কোরের ১৩ তম ব্রিগেডের কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল অনু বোরি এবং মুদুগ অঞ্চলের কাবুর মিলিশিয়াদের কমান্ডার আব্দুল মানান।”

শাবাবের ইদানিংকালের অভিযানগুলোতে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিনিয়তই শত্রুদের অনেক উচ্চপর্যায়ের সামরিক অফিসার নিহত হচ্ছে। সামরিক দিক বিবেচনায় বলা যায়, এই বিষয়টি সক্ষমতা ও মনোবলের দিক থেকে একটি বাহিনীর দ্রুত পতন ডেকে আনে।

০৭ই অক্টোবর, ২০২৩

ইসরাইলি বিমান হামলায় ৩১৩ ফিলিস্তিনি নিহত

ফিলিস্তিনিদের উপর দীর্ঘ দিন ধরে চলা ইসরাইলি আগ্রাসনের প্রতিবাদে হামাস পরিচালিত অতর্কিত ও সফল সামরিক অভিযানের প্রতিক্রিয়ায় গাজায় বিমান হামলা চালাচ্ছে ইসরাইল। পাশাপাশি ইসরাইলি সৈন্য এবং সেটেলাররাও ফিলিস্তিনিদের উপর আগ্রাসন চালাচ্ছে। এতে সর্বশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত কমপক্ষে ৩১৩ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

ইসরাইলের বিমান হামলায় আরও অন্তত ১৯৯০ জন ফিলিস্তিনি আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। তারা আরও বলেছে, গাজা উপত্যকা ছাড়াও পশ্চিম তীরের বিভিন্ন এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে আগ্রাসন চালাচ্ছে ইসরাইলি বাহিনী।

এদিকে গাজায় সাধারণ মানুষকে লক্ষ্য করে ইসরাইলি বাহিনীর বিমান হামলা দ্বিতীয় দিনের মতো অব্যাহত রয়েছে। ফলে নিরীহ বেসামরিক নাগরিকসহ বাড়িঘর ধ্বংস্তুপে পরিণত হচ্ছে।

গণমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, গাজায় বিমান হামলা করে বেশ কয়েকটি বহুতল ভবনকে টার্গেট করে ধ্বসিয়ে দিয়েছে ইজরাইল। এতে ভবনগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় এবং ধ্বংস্তুপের নীচে চাপা পরে নিহত হয়েছে নারী শিশুসহ অনেক ফিলিস্তিনি। এছাড়াও গাজা উপত্যকার বেশ কয়েকটি শরণার্থী শিবিরেও বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরাইলি বাহিনী।

উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি ফিলিস্তিনি মুসলিমদের ওপর ইসরাইলি বাহিনী প্রতিনিয়ত জুলুম আগ্রাসন চালিয়ে আসছে। গাজা উপত্যকায় বছরের পর বছর ধরে অবরোধসহ বিদ্যুৎ, পানি, খাবার ও জীবিকা নির্বাহের পথ বন্ধ করে ফিলিস্তিনিদের উপর চরম নিপীড়ন চালাচ্ছে জায়নবাদী ইসরাইল।

তথ্যসূত্র:

1. Death toll in Gaza rises to 313 with nonstop Israeli airstrikes - https://tinyurl.com/79ewuf5h

---

যুদ্ধাবস্থা ঘোষণা করেছে ইসরাইল

ফিলিস্তিনের গাজা থেকে হামাস কর্তৃক পরিচালিত "অপারেশন আল আকসা ফ্লাড" নামক সফল হামলায় কমপক্ষে ২৫০ ইসরাইলী নিহত হবার পর ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু তার দেশে যুদ্ধাবস্থা ঘোষণা করেছে।

গত ৭ অক্টোবর হামাসের এই হামলায় আরও অন্তত ৭৭৯ ইসরাইলী আহত হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে ইসরাইলী স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে।

ফিলিস্তিনি মুসলিমদের উপর পরিচালিত ইসরাইলী আগ্রাসনের প্রতিবাদে এবং আরব বিশ্বের ইসরাইলের সাথে সুসম্পর্ক তৈরির প্রতিবাদে হামাস এই হামলা চালিয়েছে বলে দাবি করেছে দলটি। গত পাঁচ দশকের মধ্যে ইসরাইলের উপর পরিচালিত হামাসের এটি সবচেয়ে সফল অভিযান। ফিলিস্তিনসহ সারা পৃথিবীর তাওহীদি জনতা এই হামলায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন।

অতর্কিত এই হামলার পর ইহুদী নেতানিয়াহু ঘোষণা দিয়েছে যে, অবরুদ্ধ ফিলিস্তিনের ভূমিকে সে একটি পরিত্যক্ত দ্বীপে পরিণত করবে।

একটি টেলিভিশন ভাষণে নেতানিয়াহু আরও বলেছে, "আমরা এর তীব্র প্রতিশোধ নেব... আমরা প্রাণ হারানো সমস্ত যুবকের পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নেব। আমরা হামাসের সব অবস্থানকে লক্ষ্যবস্তু করব। আমরা গাজাকে পরিত্যক্ত দ্বীপে পরিণত করব। গাজার নাগরিকদের উদ্দেশ্যে বলছি, তোমরা এখনই সরে যাও। আমরা স্ট্রিপের প্রতিটি কোণকে লক্ষ্যবস্তু করব।”

এদিকে, ইসরায়েলের নিরাপত্তা পরিষদ গাজায় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও পণ্য সরবরাহ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাশাপাশি, "হামাসের সামরিক ও সরকারি সক্ষমতা ধ্বংস" করার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ অনুমোদন করেছে। একটি সরকারি বিবৃতিতে এসব তথ্য জানিয়েছে ইসরাইল।

যদিও এখন নেতানিয়াহু পরিস্থিতির কারণে এই ঘোষণা দিয়েছে, কিন্তু ফিলিস্তিনিদের উপর নির্যাতনের কার্যক্রম আগে থেকেই ঘোষনাহীনভাবে চলমান আছে। তাই এই ঘোষণা ফিলিস্তিনিদের জন্য নতুন কিছু নয়।

ইসরাইলের আগ্রাসনের ধারাবাহিকতায় এবার এই হামলার পর ইসরাইল ইতোমধ্যে বিমান হামলা শুরু করেছে। এতে এখন পর্যন্ত কমপক্ষে ১৯৮ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে এবং আরও অন্তত ১৬০০ ফিলিস্তিনি আহত হয়েছে।

পাশাপাশি, আশংকা করা হচ্ছে যে, ইসরাইল হয়তো স্থলপথেও সরাসরি সামরিক আগ্রাসন চালিয়ে গাজা দখল করার চেষ্টা করতে পারে।

উল্লেখ্য, ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে জায়নবাদী ইসরাইল ফিলিস্তিনিদের উপর আগ্রাসন চালিয়ে আসছে। যে ফিলিস্তিনিরা ভূমিহীন ইসরাইলীদের থাকার জায়গা দিয়েছিল, ইহুদীরা তাদের আশ্রয়দাতাদেরকেই ঘর ছাড়া করেছে, হত্যা করেছে সহস্র নিরাপরাধ ফিলিস্তিনি মুসলিমদের। এই দীর্ঘ আগ্রাসনের প্রতিবাদে হামাস ইসরাইলের উপর হামলা চালানোয় নিজেদের দায়কে বেমালুম ভুলে গেছে আগ্রাসী ইহুদীরা।

আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন || সেপ্টেম্বর শেষ সপ্তাহ, ২০২৩ ঈসায়ী ||

https://alfirdaws.org/2023/10/07/64684/

০৫ই অক্টোবর, ২০২৩

ফিলিস্তিনের ইব্রাহিমি মসজিদে মুসলিম প্রবেশে দুই দিনের নিষেধাজ্ঞা

ইহুদিদের ধর্মীয় উৎসব 'সুক্কোৎ' পালনের জন্য ফিলিস্তিনের ঐতিহাসিক ইব্রাহিমি মসজিদে ২ দিনের জন্য মুসলিমদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে দখলদার ইসরাইল। এ সময়ে মসজিদটিতে অবাধে প্রবেশ করার সুযোগ পাবে ইহুদিরা।

গত ২ অক্টোবর মিডল ইস্ট মনিটরের এক প্রতিবেদনে এ বিষয়টি জানা যায়।

ইব্রাহিমি মসজিদের পরিচালক ঘাসন আল-রাজাবি এক সাক্ষাৎকারে জানান, 'ইহুদি উৎসব উপলক্ষে দুই দিন ইব্রাহিমি মসজিদ বন্ধ করে দিয়েছে দখলদার ইসরাইলি কর্তৃপক্ষ। তবে মসজিদের প্রতিটি গেইট ও অভ্যন্তরের সব স্থানে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছে ইসরাইলে বসতি স্থাপনকারী ইহুদিদের।'

পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিন। বহু নবী রাসূলের স্মৃতি-গাঁথা ও বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থাপনা সম্বলিত ভূমি হচ্ছে এই ফিলিস্তিন। আর ইব্রাহিমি মসজিদটি এমনই এক ঐতিহাসিক স্থাপনা। এটি পশ্চিম তীরের হেবরন শহরে অবস্থিত। এ মসজিদের সাথে জড়িয়ে রয়েছে নবী ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুব আলাইহিমুস সালামের স্মৃতি। ধারণা করা হয় এখানেই রয়েছে তাঁদের কবর।

ফিলিস্তিন দখল করার পর ঐতিহাসিক এই মসজিদটিতে ইহুদি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য নানা কূটকৌশল অবলম্বন ও আগ্রাসন চালিয়ে আসছে ইসরাইল। ১৯৯৪ সালে মসজিদটিতে এক ইহুদি নামাজরত মুসল্লীদের উপর ভয়াবহ হামলা চালিয়েছিল। বর্বরোচিত এ হামলায় ২৯ জন ফিলিস্তিনি নির্মমভাবে শহীদ হয়। আহত হয় আরও অনেকে।

এ হত্যাকাণ্ডের পর প্রথম পর্যায়ে মসজিদটি বন্ধ ঘোষণা করে ইসরাইল। পরে মসজিদটিকে মুসলিম ও ইহুদিদের জন্য দুই ভাগে বিভক্ত করে দেয় ইসরাইলি কর্তৃপক্ষ। আর এভাবেই মসজিদটিতে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার প্রথম ধাপ সম্পন্ন করে জায়নবাদী ইসরাইল।

শুধু মসজিদটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি। যখনই ইহুদিদের কোন ধর্মীয় উৎসবের সময় আসে তখনই মসজিদটির পূর্ণ অংশ ইহুদিদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়ে সেখানে মুসলিমদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করে ইসরাইল। এছাড়া প্রায় সময় গানের কনসার্টের আয়োজন করে মসজিদের ভিতর নেচে-গেয়ে আনন্দ উল্লাস করে ইহুদিরা। এভাবে প্রতিনিয়ত আল্লাহ তা'আলার ঘর মসজিদকে অবমাননা করে চলেছে ইহুদিরা।

ইসরাইলের এমন আচরণ সত্ত্বেও বিশ্ব সম্প্রদায় ও কথিত শান্তির কথা বলা জাতিসংঘ কার্যত নীরব ভূমিকা পালন করে আসছে। অন্যদিকে আরব শাসকরা ইসলামের মর্যাদাকে ধুলোয় মিশিয়ে দখলদার ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক গড়তে ব্যস্ত রয়েছে।

তথ্যসূত্র:

1. Israel shuts Hebron Ibrahimi Mosque to Muslim worshippers for Jewish holiday - https://tinyurl.com/29rtfp25

আফগানিস্তানে ১০ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প নির্মাণ শুরু

কাবুলের সারুবি জেলায় ১০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রকল্প উদ্বোধন করেছেন ইমারতে ইসলামিয়ার নেতৃবৃন্দ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভারপ্রাপ্ত পানি ও জ্বালানি মন্ত্রী মোল্লা আব্দুল লতিফ মানসুর, অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত উপ-প্রধানমন্ত্রী মোল্লা আব্দুল গনি বারাদার আখুন্দ-সহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে মোল্লা বারাদার আখুন্দ আফগানিস্তানের মাটি ও মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক ও এখানকার বাসিন্দাদের ঐক্যের উপর গুরুত্বারোপ করে কথা বলেন। জনগণের সেবা করার যে প্রতিশ্রুতি ইসলামী ইমারত দিয়েছে, তিনি সেটি বিশেষভাবে তুলে ধরেন। পূর্ববর্তী সরকার বার বার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার যে দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে, তাদের থেকে ইমারতে ইসলামিয়ার ভিন্নতার বিষয়টি স্পষ্ট করেন তিনি।

এছাড়াও তিনি দেশের শক্তিশালী অর্থনীতির জন্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানের গুরুত্বের ব্যাপারে জোর দেন এবং বিদ্যুৎকে আখ্যায়িত করেন শিল্প উন্নয়নের ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে।

ইমারতে ইসলামিয়া দেশীয় বিদ্যুৎ উৎপাদনকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে খুবই আন্তরিক। এই কাজে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের অংশ নিতে আমন্ত্রণ জানান তিনি।

মোল্লা আব্দুল গনি বারাদার আখুন্দ বলেন, “এসব প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতায় আজ ১০ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের সূচনা হয়েছে। যদিও বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এটি নিতান্তই সামান্য মনে হতে পারে, কিন্তু এটি স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পথে আমাদের যাত্রায় অপরিসীম তাৎপর্য বহন করে। এই ১০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের মানে হলো, আমাদের ১০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের জন্য আর অন্যের উপর নির্ভর করতে হবে না।”

মোল্লা বারাদার আখুন্দ বক্তব্যে আরো বলেন, ইমারতে ইসলামিয়া তুর্কমেনিস্তান থেকে পরবর্তী ৫০০ কিলোভোল্ট সরবরাহ লাইন আফগান ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানিতে যুক্ত করার প্রকল্প চুক্তি স্বাক্ষর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আফগানিস্তানের খনির কিছু অংশ তুর্কমেনিস্তানকে দেওয়ার বিনিময়ে এই চুক্তি স্বাক্ষর করা হবে। এই উদ্যোগ আফগানিস্তানে শত শত মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এতে বাৎসরিক ২০০ মিলিয়ন ডলার বেঁচে যাবে।

সবশেষে মোল্লা বারাদার আরও একবার দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদেরকে আফগানিস্তান পুনর্গঠনে অংশ নিতে এবং আফগানিস্তানে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সুযোগ লুফে নিতে উষ্ণ আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, বেসরকারি অর্থায়নে এবং ইমারতে ইসলামিয়ার সহযোগিতায় ১০ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের কাজ শেষ করার জন্য ১ বছর সময় ধার্য করা হয়েছে। এতে প্রায় ৭০০ মিলিয়ন আফগান মুদ্রার প্রয়োজন হবে বলে জানা গেছে।

তথ্যসূত্র:

1. Deputy PM inaugurates 10-megawatt solar power generation project - https://tinyurl.com/43z44urr

---

ট্যাঙ্ক জেলায় ড্রোন হামলা ও পুলিশ গ্রেফতার, খাইবারে টিটিপির অভিযান

পাকিস্তানের ডেরা ইসমাইল খানের ট্যাঙ্ক জেলায় টিটিপি মুজাহিদিনের অবস্থানে ড্রোন হামলার ঘটনা ঘটেছে। টিটিপির প্রতিরোধমূলক আক্রমণে আবার পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কমপক্ষে ৫ সদস্য নিহত হওয়ার পাশাপাশি বেশ কয়েকজন আহতও হয়েছে। সংঘর্ষে টিটিপির কয়েকজন প্রতিরোধ যোদ্ধাও হতাহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

গত ৩ অক্টোবর সকালে ডিআই খানের ট্যাঙ্ক জেলাস্থ আজমাবাদ (বান্দার) এলাকায় তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের মুজাহিদদের উপর উক্ত ড্রোন হামলাটি চালানো হয়। ড্রোন হামলার পরপরই বিদেশি মদদপুষ্ট পাকিস্তান সেনাবাহিনী টিটিপির ঐ অবস্থানে অভিযান চালায়, ফলে সেখানে তাদের সাথে টিটিপি মুজাহিদিনদের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। এতে পাকিস্তান আর্মির পাঁচজন সদস্য নিহত এবং আরও অনেকে আহত হয়।

পাকি সেনাবাহিনীর ঐ হামলায় টিটিপির একজন কমান্ডার সহ মোট ছয় জন প্রতিরোধ যোদ্ধা শাহাদাত বরণ করেছেন। শাহাদাতবরণ করা মুজাহিদগণ হলেন সুফিয়ান, ওয়াকাস, আনোয়ার, দাউদ, সফিউল্লাহ ও তারিক। তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানি (হাফি.) পরদিন ৪ অক্টোবর তারিখে এক সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে ৬ জন মুজাহিদের শাহাদাতের তথ্য সহ পুরো সংঘর্ষের ঘটনাটির সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে গত ১ অক্টোবর তারিখে তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুজাহিদগণ, ডি আই খানের পুরওয়া জেলার কেদি শামুজাই এলাকায় দুই পুলিশ অফিসারকে গ্রেপ্তার করেছেন। তাদের সরকারী অস্ত্রসমূহও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে টিটিপি সূত্র নিশ্চিত করেছে। পরে, তারা আর বিদেশি মদদপুষ্ট পাকিস্তান সরকারের অধীনে পুলিশ ডিউটি করবে না- এই মর্মে প্রতিশ্রুতি নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দেন টিটিপি মুজাহিদিন।

একই দিন রাতে তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের মুজাহিদিনরা পেশোয়ার প্রদেশের খাইবার এজেন্সির বারা তিরাহ ময়দানে এফসি (Frontier Corps) বাহিনীর আয়াজ গুল নামক পোস্টে লেজার বন্দুক এবং রকেট দিয়ে আক্রমণ করেন। মুজাহিদদের উক্ত আক্রমণে ফ্রন্টিয়ার কর্পসের বহু সংখ্যক কর্মী নিহত ও আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

০৪ঠা অক্টোবর, ২০২৩

এবারে ইসলাম বিদ্বেষীদের আগুনে পুড়ছে সুইডেনের মসজিদ

বাকস্বাধীনতার অজুহাত দেখিয়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে পবিত্র কুরআন পুড়ানোর অনুমোদনকারী দেশ সুইডেন। দেশটিতে সরকারের প্রত্যক্ষ সহায়তায় দফায় দফায় পবিত্র কুরআন পুড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি, ইসলামকে অবমাননা করে বিভিন্ন বক্তব্য সম্বলিত ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইভ সম্প্রচার করে সেখানকার ইসলাম বিদ্বেষীরা।

ফলশ্রুতিতে, দেশটিতে ব্যাপকহারে ইসলাম বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়েছে। এরই ধারাবাহিকতায়, এবার সেখানকার একটি মসজিদে আগুন দিয়েছে ইসলাম বিদ্বেষীরা।

গত ২৫ সেপ্টেম্বর দেশটির এসকিলস্টোনা শহরের একটি মসজিদে বিস্ফোরক বস্তু দ্বারা আগুন ধরিয়ে দেয় ইসলাম বিদ্বেষীরা। ফলে মসজিদটি পুরোপুরি পুড়ে যায়। গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, মসজিদটি আগুনে এত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে, এর ভেতরে আর নামাজ আদায় করা সম্ভব হবে না।

উল্লেখ্য, সুইডেনে অবস্থানরত ইসলাম বিদ্বেষীরা দীর্ঘ দিন থেকেই মসজিদে হামলা চালানোর হুমকি দিয়ে আসছিল। সম্প্রতি রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম অবমাননার অনুমতির পাওয়ার পর এখন তারা সরাসরি মসজিদে আগুন দেওয়ার মতো দুঃসাহস দেখাচ্ছে।

সম্প্রতি সুইডেনসহ ইউরোপের একাধিক দেশে পবিত্র কুরআন পুড়ানোর মতো বর্বরোচিত ঘটনা ঘটছে। এসব ঘটনার বিচার না করে বরং, কুরআন অবমাননা করার প্রতিবাদ করায় বেশ কিছু সুইডিশ নাগরিককে গ্রেফতার করেছে দেশটির পুলিশ।

তথ্যসূত্র:

1. Suspected arson attack severely damages mosque in south-eastern Sweden - https://tinyurl.com/mubajtdc

---

০৩রা অক্টোবর, ২০২৩

বিএসএফ আগ্রাসন: নির্যাতনের পর গুলি করে বাংলাদেশীকে খুন

অবৈধ ভাবে ভারতে প্রবেশের অপরাধে প্রথমে নির্যাতন ও তারপর গুলি করে এক বাংলাদেশীকে খুন করেছে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। নিহত বাংলাদেশীর নাম রবিউল হক (৪০)। তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার বাসিন্দা।

গত ২৮ সেপ্টেম্বর দামুড়হুদা উপজেলার ঠাকুরপুর সীমান্তে এ ঘটনা ঘটেছে। এ নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় দুই সপ্তাহের ব্যবধানে দুই বাংলাদেশী নাগরিককে খুন করেছে বিএসএফ।

গণমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, রবিউল হক রাতের বেলা অবৈধভাবে ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করলে বিএসএফ সদস্যরা তাকে আটক করে। এরপর তার ওপর নির্যাতন চালায় ও এক পর্যায়ে গুলি করা হলে রবিউল মারা যান।

এর আগে গত ১৫ সেপ্টেম্বর চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার বেনীপুর সীমান্তে মিজানুর রহমান নামের আরেক বাংলাদেশিকে গুলি করে হত্যা করে বিএসএফ।

সীমান্তে কেউ অপরাধ করলে তাকে গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনতে হবে, এটি আন্তর্জাতিক নীতি। কিন্তু হিন্দুত্ববাদী ভারত কেবল বাংলাদেশের ক্ষেত্রেই এ আইনের কোন পরোয়া করে না। ভারতের সাথে আরও অনেক দেশের সীমান্ত থাকলেও কেবলমাত্র বাংলাদেশের নাগরিকদেরকেই বিএসএফ বিচার বহির্ভূত ভাবে হত্যা করে থাকে।

এর মূল কারণ হচ্ছে আওয়ামীলীগ সরকারের ভারতের প্রতি নতজানু পররাষ্ট্রনীতি। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য আওয়ামী সরকার বরাবরই ভারতের কাছে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের মুসলিমদের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে আসছে।

তথ্যসূত্র:

১। বিএসএফের গুলিতে ১৫ দিনে দ্বিতীয় বাংলাদেশি নিহত - https://tinyurl.com/28uet734

আল-ফিরদাউস নিউজ বিশেষ বুলেটিন || সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ঈসায়ী ||

https://alfirdaws.org/2023/10/03/64661/

০২রা অক্টোবর, ২০২৩

আফগানিস্তান: বাড়ছে প্রকল্প, বাড়ছে কর্মসংস্থান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের ন্যাশনাল প্রকিউরমেন্ট কমিশন নতুন করে আরও ২৫টি প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে। এই প্রকল্পগুলোর আর্থিক মূল্য প্রায় ৬ বিলিয়ন আফগানি, বাংলাদেশী মুদ্রায় যা প্রায় ৮৫০ কোটি টাকার কাছাকাছি।

তালিবান সরকারের অর্থ বিষয়ক উপমন্ত্রী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের জেনারেল ডিরেক্টরেট, প্রতিরক্ষা, উচ্চশিক্ষা, গণপূর্ত, পল্লী পুনর্বাসন এবং উন্নয়ন মন্ত্রণালয়সহ ব্যাংক-ই-মিলি আফগান ও কাবুল পৌরসভার অধীনে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হবে।

ইমারতে ইসলামিয়ার মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ বলেন, এই প্রকল্পগুলো দেশের বিভিন্ন প্রদেশে বাস্তবায়ন করা হবে। এগুলো আফগানিস্তানের বেকারত্বের হার কমাতে সাহায্য করবে বলে মনে করেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, "আমাদের নাগরিকগণ কাজ পাবে। সবাই কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকার সুযোগ পাবে। আর এই প্রকল্পগুলো আফগানিস্তান পুনর্গঠনের পথে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ।"

কুদরুতুল্লাহ নামে কাবুলের এক বাসিন্দা বলেন, "৬ বিলিয়ন আফগানি মূল্যের এই প্রকল্পগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ভালো পদক্ষেপ।"

"আমরা খুবই খুশি। আশা করি এমন প্রকল্প আরও বৃদ্ধি পাবে, যার মাধ্যমে আফগান যুবকরা চাকরি পাবে," বলেন রুস্তম নামে কাবুলের আরেকজন বাসিন্দা।

এর আগে ১৩ সেপ্টেম্বর গণপূর্ত মন্ত্রণালয় প্রায় ৯০টি প্রকল্প শুরু করার কথা জানিয়েছে। সে প্রকল্পগুলোর আর্থিক মূল্য প্রায় ২ বিলিয়ন আফগানি। এগুলোর আওতাধীন রয়েছে রাস্তা, ব্রিজ ও মহাসড়ক নির্মাণ।

গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আশরাফ হাকশেনাস বলেন, ঐ প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে ১৫ হাজারের অধিক লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চাকরি পাবে।

তিনি বলেন, "গণপূর্ত মন্ত্রণালয় উন্নয়ন বাজেট থেকে ১.৮ বিলিয়ন আফগানি অর্থমূল্যের ৬৮টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে, বাকি ৩১৬ মিলিয়ন আফগানি মূল্যের আরও ২১টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে ১৪০২ সৌরবর্ষের [আফগান ক্যালেন্ডার] সাধারণ বাজেট থেকে।"

ইমারতে ইসলামিয়ার এমন উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলোকে স্বাগত জানিয়েছেন আফগানিস্তানের জনগণ। এর মাধ্যমে কাজের সুযোগ মিলবে এবং পরিবারের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে এটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে মনে করেন তারা।

রফিউল্লাহ নামে এক বাসিন্দা নিজের অভিমত ব্যক্ত করেন এভাবে, "আফগানিস্তানের জনগণের জন্য এটি খুশির খবর। আফগান যুবকদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য এবং তাদেরকে বিদেশ যাওয়া থেকে বিরত রাখতে হলে দেশেই কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা উচিত।"

গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে, ১৪০১ সৌরবর্ষে [আফগান ক্যালেন্ডার] ৪২১ মিলিয়ন আফগানি মূল্যের ১২৫টি প্রকল্প সম্পন্ন করেছেন তারা। এর মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ১০ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়, গত বছর দেশজুড়ে স্বাস্থ্য, কৃষি, পরিবহন এবং জ্বালানি খাতে ৩,৫০০ এরও বেশি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এই প্রকল্পগুলোতে প্রায় ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ হয়েছে বলে জানিয়েছেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী আব্দুল লতিফ নাজারি।

তিনি বলেন, "গত বছর স্বাস্থ্য, কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবহন এবং জ্বালানি খাতে ১.৯ বিলিয়ন ডলার মূল্যের ৩,৫৭৫টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এগুলো দেশের অর্থনীতি ও অবকাঠামোর উজ্জ্বল ও আশাপ্রদ ভবিষ্যতের পথ দেখায়।"

আগের বছরের তুলনায় এ বছর উন্নয়নমূলক প্রকল্পে আরও বেশি অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে বলে জানান ইমারতে ইসলামিয়ার মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ। তিনি বলেন, "এই বছর আরও উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা আমাদের বিবেচনায় আছে। রাস্তা, বাঁধ এবং কৃষিসহ অন্যান্য শিল্পক্ষেত্রে অবকাঠামো নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের। গত বছরের তুলনায় আরও বেশি অর্থ ব্যয় করা হবে। আর এক্ষেত্রে অবশ্যই স্বচ্ছতা থাকবে।"

অর্থ মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আহমাদ ওয়ালি হাকমাল বলেন, "জাতির জন্য সর্বাধিক কল্যাণকর এবং ফল পাওয়া যাবে—এমন ক্ষেত্রেই উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই নীতির ভিত্তিতেই আমাদের প্রকল্প বাছাই করা হয়েছে এবং এগুলো বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।"

এভাবে আফগানিস্তানে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে একদিকে যেমন দেশটির অবকাঠামো ও অর্থনীতি সমৃদ্ধ হচ্ছে, তেমনি দীর্ঘমেয়াদে দেশের মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের এমন কর্মকাণ্ডে সন্তোষ প্রকাশ করছেন দেশের জনগণ।

দীর্ঘ ২০ বছরের যুদ্ধের পর আমেরিকা আফগান জনগণের রিজার্ভ আটকে রেখে, নিষেধাজ্ঞা দিয়ে দেশটিকে আরও অর্থনৈতিক মন্দার দিকে ঠেলে দিতে চেয়েছে। কিন্তু ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান সকল বাধা-বিপত্তি ও নিষেধাজ্ঞাকে উপেক্ষা করে আফগানিস্তানকে পুনর্গঠনে সাফল্য দেখিয়ে চলেছেন, স্বনির্ভর দেশ হিসেবে গড়ে তুলছেন আফগানিস্তানকে।

বর্তমানে, আফগানিস্তানের মুদ্রা সবচেয়ে স্থিতিশীল মুদ্রা হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। আফগানিস্তানের অর্থনীতিতে অভাবনীয় সফলতা পেয়েছে তালিবান প্রশাসনের গৃহীত পদক্ষেপগুলো। বিশ্বব্যাংকের মতো প্রতিষ্ঠানও আফগানিস্তানে ইমারতে ইসলামিয়ার এসব সাফল্যের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

1. 25 Projects Worth Around 6 Billion Afs Approved - https://tinyurl.com/yjc2sew4

2. Ministry: Work on Nearly 90 Projects Begins - https://tinyurl.com/kkv5su5p

3. Ministry of Economy: Over 3,500 Projects Implemented in Last Year

- https://tinyurl.com/yn9fprw3

মোগাদিশুর রাষ্ট্রপতি ভবনের নিকট গুরুত্বপূর্ণ ইস্তেশহাদী অভিযান ও আশ-শাবাব নেতৃত্বের বিবৃতি

সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর গ্রিনজোনে অবস্থিত রাষ্ট্রপতি ভবনের নিকটে একটি ইস্তেশহাদী অভিযান (শহীদি হামলা) চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। এতে পশ্চিমা সমর্থিত সরকার ও সেনাবাহিনীর অন্তত ৩০ জন সেনা ও কর্মকর্তা হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, গতকাল ২৯ সেপ্টেম্বর রোজ শুক্রবার পশ্চিমা সমর্থিত মোগাদিশু সরকারের পুলিশ বিভাগ, গোয়েন্দা বিভাগ ও সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের টার্গেট করে আশ-শাবাবের একজন মুজাহিদ উক্ত ইস্তেশহাদী অভিযানটি পরিচালনা করেন। প্রাথমিক ফলাফল হিসেবে তাদের মধ্যে কমপক্ষে ১১ জন নিহত এবং অপর ১৮ জন আহত হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে শাবাব সূত্র। হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলেও জানানো হয়।

একই তারিখে আশ-শাবাবের সামরিক নেতৃত্ব তাদের এই অভিযানের দায় স্বীকার ও ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে সোমালি ভাষায় একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছেন, যা পরবর্তীতে আরবি ভাষায় অনুবাদ করে নিজেদের সাইটে প্রকাশ করে শাহাদাহ নিউজ এজেন্সি।

জারি করা বিবৃতিটিতে আশ-শাবাব নেতৃত্ব বলেছেন, “এই অপারেশনে যে কর্মকর্তা ও সেনাদস্যদের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে, তারা পশ্চিমা সমর্থিত সরকারের গোয়েন্দা, পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও সদর দফতরগুলো যেমন- রাষ্ট্রপতির প্রাসাদ, সংসদ সদর দপ্তর এবং পুলিশের জেনারেল হেডকোয়ার্টার ইত্যাদির পাহারা ও নিরাপত্তা রক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিল। পরিকল্পনা অনুযায়ী অপারেশনটি সম্পন্ন হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ্, এবং শত্রুর জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছে।”

বিবৃতিটিতে ধর্মত্যাগীদের প্রধান ও নেতাদের সতর্ক করে বলা হয় যে, সর্বত্রই তারা মুজাহিদদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হওয়ার হুমকিতে থাকবে, এই তালিকায় ক্রুসেডাররা এবং ধর্মত্যাগীরা থাকবে সর্বাগ্রে। আর মহান রাব্বুল 'আলামিনের শরীয়ত বাস্তবায়নের জন্য লড়াইরত মুজাহিদগণ ইসলাম ও মানবতার শত্রুদের বিরুদ্ধে তাদের জিহাদকে দ্বিগুণ বেগে ত্বরান্বিত করবে বলেও অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।

বিবৃতির শেষাংশে বক্তব্য ছিল এমন - “হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন মুসলিম জাতির নিরাপত্তা বিধান, ইসলামী আইন বাস্তবায়ন এবং ক্রুসেডার, ধর্মত্যাগী ও অন্যান্যদের হাত থেকে মুসলমানদের বসতিগুলো মুক্ত ও নিরাপদ করার জন্য লড়াই করছে।... আশ-শাবাব মুজাহিদিন ক্রুসেডারদের বৈশ্বিক জোট এবং তাদের স্থানীয় ধর্মত্যাগী সমর্থকদের বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, যতদিন পর্যন্ত না সম্পূর্ণ সোমালি অঞ্চল

আক্রমণকারী দখলদার শত্রুদের থেকে মুক্ত হচ্ছে এবং যতদিন না জীবনব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র জন্য হয়ে যাচ্ছে।”

বিবৃতিতে শাবাব মুজাহিদিন অত্র অঞ্চলের মুসলমানদেরকে আবারও শহর এবং গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত শত্রুর সকল ঘাঁটি, সদর দপ্তর বা যেকোন অফিস থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করতে আহ্বান জানিয়েছেন, কেননা উক্ত স্থাপনাগুলো এখন বরাবরই আশ-শাবাবের প্রতিরোধ যোদ্ধাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে।

ফটো রিপোর্ট || শাবেলি রাজ্যে সোমালি মিলিশিয়াদের উপর শাবাবের অভিযান

গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ মোতাবেক ২২ সফর ১৪৪৫ হিজরি তারিখে দক্ষিণ সোমালিয়ার মধ্য শাবেলি রাজ্যে সরকারি মিলিশিয়া বাহিনীর উপর একটি অভিযান পরিচালনা করেন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আশ-শাবাবের যোদ্ধারা। রাজ্যটির আলি জাদউল জেলা শহরের উপকণ্ঠে নরদুগি এলাকায় মিলিশিয়া অবস্থানে পরিচালিত উক্ত অভিযানে সরকারি মিলিশিয়া বাহিনীর কমপক্ষে ৯ সদস্য নিহত এবং অপর ৬ সদস্য আহত হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রগুলো নিশ্চিত করে।

এছাড়াও উক্ত অভিযানে আশ-শাবাব ইসলামি আন্দোলনের যোদ্ধারা ৬টি মোটরসাইকেল এবং বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, গোলাবারুদ ও সামরিক সরঞ্জাম জব্দ করেছেন বলে জানা যায়।

ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আশ-শাবাবের অন্যতম মিডিয়া অস্ত্র নিউজ ব্রিগেড উক্ত অভিযানের একটি নতুন রিলিজ প্রকাশ করেছে। প্রায় ৩ মিনিট দীর্ঘ এই ভিডিওটিতে "নরদুগলি" এলাকায় সরকারী মিলিশিয়া ঘাঁটিতে শাবাব যোদ্ধাদের অভিযানের নানান দিক তুলে ধরা হয়। ভিডিওটিতে দেখানো হয়েছে যে প্রতিরোধ বাহিনীর যোদ্ধারা মিলিশিয়া সদস্যদের অবস্থানের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন এবং ঝোপ-ঝারের মধ্য দিয়ে পলয়নরত মিলিশিয়া সদস্যদের ধাওয়া করছেন। ফুটেজে আরও দেখানো হয়েছে কিভাবে প্রতিরোধ বাহিনীর যোদ্ধারা হামলায় মিলিশিয়া সদস্যদেরকে নিশানা করছিলেন।

ভিডিও ফুটেজে সরকার সমর্থিত মিলিশিয়া সদস্যদের চিহ্নিত করতে সোমালি সরকারের পতাকা এবং আশ-শাবাবের প্রতিরোধ যোদ্ধাদেরকে কালিমার পতাকা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে।

পরবর্তীতে সরকারি মিলিশিয়া সদস্যের মৃতদেহের ফুটেজ দেখানোর পরে, ভিডিওটিতে শাবাব মুজাহিদিন কর্তৃক জব্দকৃত গণিমতের মালের কিছু দৃশ্য দেখানো হয়। মুজাহিদদের জব্দকৃত মালামালের মধ্যে মোটরসাইকেল ও যুদ্ধসরঞ্জামের পাশাপাশি বিদেশিদের দেওয়া সাহায্য সামগ্রীও ছিল। সোমালি সরকারের কাছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের পাঠানো এসকল সাহায্য সামগ্রীও বর্তমানে আশ-শাবাব মুজাহিদিনের হাতে রয়েছে।

উক্ত রিলিজে প্রকাশিত ফুটেজ থেকে সংগৃহীত কিছু স্থিরচিত্র প্রকাশ করা হয়েছে শাহাদাহ এজেন্সির অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে। সেগুলো আমরা আল-ফিরদাউসের পাঠকদের জন্য উপস্থাপন করছি:-

সকল ছবি একসাথে দেখুন – https://files.fm/u/3k2ay4826n

https://alfirdaws.org/2023/10/02/64652/